।। শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

পরিক্রমা-খণ্ড

সাধারণ মাহাত্ম্য-প্রথম অধ্যায়

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসূত।
জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত।।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাশয়।
গদাধর শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয় ।।
জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম-সার ।
জয় নবদ্বীপবাসী গৌর-পরিবার।।
সকল ভকতপদে করিয়া প্রণাম।
সংক্ষেপে বর্ণিব আমি নবদ্বীপধাম।।
নবদ্বীপ-মণ্ডলের মহিমা অপার।
ব্রহ্মা আদি নাহি জানে বর্ণে সাধ্য কার।।
সহস্র বদনে শেষ বর্ণিতে অক্ষম।
ক্ষুদ্রজীব আমি কিসে হইব সক্ষম।।
সত্য বটে নবদ্বীপ মহিমা অনন্ত।
দেব-দেব মহাদেব নাহি পায় অন্ত।।
তথাপি চৈতন্যচন্দ্র-ইচ্ছা বলবান্।
সেই ইচ্ছাবশে ভক্ত আজ্ঞার বিধান।।
ভক্তগণে আজ্ঞা দিল চৈতন্য-ইচ্ছায়।
নদীয়া-মাহাত্ম্য বর্ণি ভক্তের কৃপায়।।
আর এক কথা আছে গূঢ় অতিশয়।
কহিতে না ইচ্ছা হয়, না কহিলে নয়।।
যে অবধি শ্রীচৈতন্য অপ্রকট হৈল।
ধাম-লীলা প্রকাশিতে ভক্তে আজ্ঞা দিল।।
সর্ব্ব অবতার হৈতে গূঢ় অবতার।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মোর বিদিত সংসার।।
গূঢ়লীলা শাস্ত্রে গূঢ়রূপে উক্ত হয়।
অভক্ত জনের চিত্তে না হয় উদয়।।
সে লীলা সম্বন্ধে যত গূঢ় শাস্ত্র ছিল।
মায়াদেবী বহুকাল আচ্ছাদি’ রাখিল।।
অপ্রকট শাস্ত্র বহু রহে যথা তথা।
প্রকট শাস্ত্রেও যত চৈতন্যের কথা।।
সে-সকল মায়াদেবী পণ্ডিত-নয়ন।
আবরিয়া রাখে গুপ্তভাবে অনুক্ষণ।।
গৌরের গম্ভীর লীলা হৈলে অপ্রকট।
প্রভু-ইচ্ছা জানি মায়া হয় অকপট।।
উঠাইয়া লৈল জাল জীবচক্ষু হৈতে।
প্রকাশিল গৌরতত্ত্ব এ জড় জগতে।।
গুপ্তশাস্ত্র অনায়াসে হইল প্রকট।
ঘুচিল জীবের যত যুক্তির সংকট।।
বড়ই দয়ালু প্রভু নিত্যানন্দরায়।
গৌরতত্ত্ব প্রকাশিল জীবের হিয়ায়।।
তাঁর আজ্ঞা পেয়ে মায়া ছাড়ে আবরণ।
সুভক্ত পণ্ডিতগণ পায় শাস্ত্র-ধন।।
ইহাতে সন্দেহ যার না হয় খণ্ডন।
সে অভাগা বৃথা কেন ধরয় জীবন।।

যে-কালে ঈশ্বর যেই কৃপা বিতরয়।
ভাগ্যবন্ত জন তাহে বড় সুখী হয়।।
দুর্ভাগা-লক্ষণ এই জান সর্ব্বজন।
নিজ বুদ্ধি বড় বলি করিয়া গণন।।
ঈশ্বরের কৃপা নাহি করয় স্বীকার।
কুতর্কে মায়ার গর্ত্তে পড়ে বারবার।।
এস হে কলির জীব ছাড় কুটিনাটি।
নির্ম্মল গৌরাঙ্গ-প্রেম লহ পরিপাটি।।
এই বলি নিত্যানন্দ ডাকে বারবার।
তবু ত' দুর্ভাগা জন না করে স্বীকার।।
কেন যে এমন প্রেমে করে অনাদর।
বিচার করিয়া দেখ হইয়া তৎপর।।
সুখ-লাগি সর্ব্ব জীব নানা যুক্তি করে।
তর্ক করে, যোগ করে সংসার ভিতরে।।
সুখ-লাগি সংসার ছাড়িয়া বনে যায়।
সুখ-লাগি যুদ্ধ করে রাজায় রাজায়।।
সুখ-লাগি কামিনী-কনক পাছে ধায়।
সুখ-লাগি শিল্প আর বিজ্ঞান চালায়।।
সুখ-লাগি সুখ ছাড়ে ক্লেশ শিক্ষা করে।
সুখ-লাগি অর্ণব মধ্যেতে ডুবে মরে।।
নিত্যানন্দ বলে ডাকি দুহাত তুলিয়া।
এস জীব কর্ম্ম জ্ঞান-সঙ্কট ছাড়িয়া।।
সুখ-লাগি চেষ্টা তব আমি তাহা দিব।
তার বিনিময়ে আমি কিছু না লইব।।
কষ্ট নাই ব্যয় নাই না পাবে যাতনা।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলি নাচ নাহিক ভাবনা।।
যে সুখ আমি ত' দিব তার নাই সম।
সর্ব্বদা বিমলানন্দ নাহি তার ভ্রম।।
এইরূপে প্রেম যাচে নিত্যানন্দরায়।
অভাগা করম দোষে তাহা নাহি চায়।।
গৌরাঙ্গ নিতাই যেই বলে একবার।
অনন্ত করম-দোষ অন্ত হয় তার।।
আর এক গূঢ় কথা শুন সর্ব্বজন।
কলিজীবে যোগ্যবস্তু গৌরলীলা ধন।।
গৌরহরি রাধা—কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে।
নিত্যকাল বিলাস করয়ে সখী-সনে।।
শাস্ত্রেতে জানিল জীব ব্রজলীলাতত্ত্ব।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা ব্রজের মহত্ত্ব।।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণধাম-মাহাত্ম্য অপার।
শাস্ত্রের দ্বারায় জানে সকল সংসার।।
তবু কৃষ্ণ-প্রেম সাধারণে নাহি পায়।
ইহার কারণ কিবা চিন্তহ হিয়ায়।।
ইহাতে আছে ত' এক গূঢ়তত্ত্ব সার।
মায়ামুগ্ধ জীব তাহা না করে বিচার।।
বহু জন্ম কৃষ্ণ ভজি প্রেম নাহি হয়।
অপরাধ-পুঞ্জ তার আছয়ে নিশ্চয়।।
অপরাধশুন্য হ'য়ে লয় কৃষ্ণনাম।
তবে জীব কৃষ্ণপ্রেম লভে অবিরাম।।
শ্রীচৈতন্য-অবতারে বড় বিলক্ষণ।
অপরাধসত্ত্বে জীব লভে প্রেম ধন।।
নিতাই চৈতন্য বলি যেই জীব ডাকে।
সুবিমল কৃষ্ণপ্রেম অন্বেষয় তাকে।।
অপরাধ বাধা তার কিছু নাহি করে।
নিরমল কৃষ্ণপ্রেমে তার আঁখি ঝরে।।
স্বল্পকালে অপরাধ আপনি পলায়।
হৃদয় শোধিত হয় প্রেম বাড়ে তায়।।
কলিজীবের অপরাধ অসংখ্য দুর্ব্বার।
গৌরনাম বিনা তার নাহিক উদ্ধার।।

অতএব গৌর বিনা কলিতে উপায়।
না দেখি কোথাও আর শাস্ত্র ফুকারয়।।
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
নবদ্বীপ সর্ব্বতীর্থ-অবতংশ হয়।।
অন্য তীর্থে অপরাধী দণ্ডের ভাজন।
নবদ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন।।
তার সাক্ষী জগাই-মাধাই দুই ভাই।
অপরাধ করি পাইল চৈতন্য-নিতাই।।
অন্যান্য তীর্থের কথা রাখ ভাই দূরে।
অপরাধী দৈত্য দণ্ড পায় ব্রজপুরে।।
নবদ্বীপে শত শত অপরাধ করি।
অনায়াসে নিতাই-কৃপায় যায় তরি।।
হেন নবদ্বীপধাম যে গৌড়মণ্ডলে।
ধন্য ধন্য সেই দেশ ঋষিগণ বলে।।
হেন নবদ্বীপে ভাই যাহার বসতি।
বড় ভাগ্যবান্ সেই লভে কৃষ্ণ-রতি।।
নবদ্বীপে যেবা কভু করয় গমন।
সর্ব্ব অপরাধ মুক্ত হয় সেই জন।।
সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমিয়া তৈর্থিক যাহা পায়।
নবদ্বীপ স্মরণে সে লাভ শাস্ত্র গায়।।
নবদ্বীপ দরশন করে যেই জন।
জন্মে জন্মে লভে সেই কৃষ্ণপ্রেম ধন।।
কর্ম্ম-বুদ্ধিযোগেও যে নবদ্বীপে যায়।
নরজন্ম আর সেই জন নাহি পায়।।
নবদ্বীপ ভ্রমিতে সে পদে পদে পায়।
কোটি অশ্বমেধফল সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।।
নবদ্বীপে বসি যেই মন্ত্র জপ করে।
শ্রীমন্ত্র চৈতন্য হয় অনায়াসে তরে।।
অন্য তীর্থে যোগী দশবর্ষে লভে যাহা।
নবদ্বীপে তিনরাত্রি সাধি পায় তাহা।।
অন্য তীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি হয়।
নবদ্বীপে ভাগীরথী স্নানে তা ঘটয়।।
সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য নির্ব্বাণ।
নবদ্বীপে মুমুক্ষ লভয় বিনা জ্ঞান।।
নবদ্বীপে শুদ্ধভক্ত চরণে পড়িয়া।
ভুক্তি-মুক্তি সদা রহে দাসী রূপ হৈয়া।।
ভক্তগণ লাথি মারি সে দুয়ে তাড়ায়।
ভক্তপদ ছাড়ি’ দাসী তবু না পলায়।।
শতবর্ষ সপ্ততীর্থে মিলে যাহা ভাই।
নবদ্বীপে এক রাত্র বাসে তাহা পাই।।
হেন নবদ্বীপ ধাম সর্ব্বধাম সার।
কলিতে আশ্রয় করি জীব হয় পার।।
তারক পারক বিদ্যাদ্বয় অবিরত।
নবদ্বীপবাসিগণে সেবে রীতিমত।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া যার আশ।
সে ভক্তিবিনোদ গায় পাইয়া উল্লাস।।

শ্রীধাম-স্বরূপ ও পরিমাণ - দ্বিতীয় অধ্যায়

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত।
জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত।।
জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্বধাম সার।
সে ধামের তত্ত্ব বর্ণে সাধ্য আছে কার।।
নবদ্বীপধাম গৌড়মণ্ডল ভিতরে।
জাহ্নবী সেবিত হ'য়ে সদা শোভা করে।।
এ গৌড়মণ্ডল একবিংশতি যোজন।
মধ্যভাগে গঙ্গাদেবী রহে অনুক্ষণ।।
শতদল পদ্মময় মণ্ডল আকার।
মধ্যভাগে নবদ্বীপ অতিশোভা তার।।
পঞ্চক্রোশ হয় তার কেশর আধার।
পরিমল পূর্ণ পুষ্প যোজন চত্বার।।
বাহির পাপড়ি তার শতদল হয়।
একাধিক যোজন বিংশতি বিস্তারয়।।
মণ্ডল পরিধি হয় সেই পরিমাণ।
যোজন সপ্তক ব্যাস শাস্ত্রের বিধান।।
ব্যাসার্দ্ধ প্রমাণ সার্দ্ধ তৃতীয় যোজন।
মধ্যবিন্দু হৈতে তার হইবে গণন।।
মধ্যবিন্দু নবদ্বীপধাম মধ্যস্থল।
যোগপীঠ হয় তাহা চিন্ময় বিমল।।
চিন্তামণিরূপ হয় এ গৌড়মণ্ডল।
চিদানন্দময়-ধাম চিন্ময় সকল।।
জল-ভূমি-বৃক্ষ-আদি সকলি চিন্ময়।
সদা বিদ্যমান তথা কৃষ্ণশক্তিত্রয়।।
স্বরূপ-শক্তির যেই সন্ধিনী প্রভাব।
তার পরিণতি এই ধামের স্বভাব।।
প্রভু লীলা-পীঠরূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্য শক্তির কার্য্য প্রাপঞ্চিক নয়।।
তবে যে এ ধামে দেখে প্রপঞ্চের সম।
বদ্ধজীবে তাহে হয় অবিদ্যা বিভ্রম।।
মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু দেখে সূর্য্য আচ্ছাদিত।
দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত।।
সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চিক জন দেখে জড়ের বিকার।।
নিত্যানন্দ-কৃপা যার প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দ-ধাম সর্বত্র চিন্ময়।।
গঙ্গা-যমুনাদি তথা সদা বিদ্যমান।
সপ্তপুরী প্রয়াগাদি আছে স্থানে স্থান।।
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব এ গৌড়মণ্ডল।
ভাগ্যবান্ জীব তাহা দেখে নিরমল।।
স্বরূপশক্তির ছায়া মায়া বলি যারে।
প্রভুর আজ্ঞায় নিজ প্রভাব বিস্তারে।।
বহির্ম্মুখ জীবচক্ষু করে আবরণ।
চিদ্ধাম-প্রভাব সবে না পায় দর্শন।।
এগৌড়মন্ডলে যা'র বাস নিরন্তর।
বড় ভাগ্যবান্ সেই সংসার ভিতর।।
দেবগণে স্বর্গে থাকি দেখে সেই জনে।
চতুর্ভূজ শ্যামকান্তি অপূর্ব্ব গঠনে।।
ষোলক্রোশ নবদ্বীপধামবাসী যত।
গৌরকান্তি, সদা নাম সঙ্কীর্ত্তনে রত।।

ব্রহ্মা আদি দেবগণে অন্তরীক্ষ হৈতে।
নবদ্বীপবাসিগণে পূজে নানা-মতে।।
ব্রহ্মা বলে কবে মোর হেন ভাগ্য হবে।
নবদ্বীপে তৃণ-কলেবর পাব যবে।।
শ্রীগৌর-চরণসেবা করে যত জন।
তা-সবার পদরেণু লভিব তখন।।
হায় মোরে গৌরচন্দ্র বঞ্চনা করিয়া
ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি রাখিল করিয়া।।
কবে মোর, কর্ম্মগ্রন্থি হইবে ছেদন।
অভিমান ত্যজি মোর শুদ্ধ হবে মন।।
অধিকার বুদ্ধি মোর কবে হবে ক্ষয়।
শুদ্ধদাস হ'য়ে পার গৌরপদাশ্রয়।।
দেবগণ, ঋষিগণ, রুদ্রগণ যত।
স্থানে স্থানে নবদ্বীপে বৈসে অবিরত।।
চিরকাল তপ করি জীবন কাটায়।
তবু নিত্যানন্দ-কৃপা সে সবে না পায়।।
দেববুদ্ধি যতদিন নাহি যায় দূরে।
যতদিন দৈন্যভাব মনে নাহি স্ফুরে।।
ততদিন শ্রীগৌর-নিতাই-কৃপাধন।
ব্রহ্মা শিব নাহি পায় করিয়া যতন।।
এই সবকথা আগে হইবে প্রকাশ।
যত্ন করি শুন ভাই করিয়া বিশ্বাস।।
এ সব বিষয়ে ভাই তর্ক পরিহর।
তর্ক সে অপার্থ অতি অমঙ্গলকর।।
শ্রীচৈতন্য-লীলা হয় গভীর সাগর।
মোচাখোলা-রূপ তর্ক তথায় ফাঁপর।।
তর্ক করি এ সংসার তরিতে যে চায়।
বিফল তাহার চেষ্টা কিছুই না পায়।।
তর্কে জলাঞ্জলি দিয়া সাধু শাস্ত্র ধরে।
অচিরে চৈতন্য লাভ সেই জন করে।।
শ্রুতি-স্মৃতি তন্ত্র-শাস্ত্র অবিরত গায়।
নদীয়া-মাহাত্ম্য নিত্যানন্দের আজ্ঞায়।।
সেই সব শাস্ত্র পড় সাধু বাক্য মান।
তবে ত' হইবে তব নবদ্বীপ-জ্ঞান।।
কলিকালে তীর্থ-সব অত্যন্ত দুর্ব্বল।
নবদ্বীপ তীর্থ মাত্র পরম প্রবল।।
প্রভুর ইচ্ছায় সেইতীর্থ বহুদিন।
অপ্রকট মহিমা আছিল স্ফূর্তিহীন।।
কলির প্রভাব যবে অত্যন্ত বাড়িল।
অন্য তীর্থ স্বভাবতঃ নিস্তেজ হইল।।
জীবের মঙ্গল লাগি পুরুষপ্রধান।
মনে মনে চিন্তা করি করিল বিধান।।
পীড়া বুঝি বৈদ্যরাজ ঔষধ খাওয়ায়।
কঠিন ঔষধ দেয় কঠিন পীড়ায়।।
এবে কলি ঘোর হৈল রোগ হৈল ভারি।
কঠিন ঔষধ বিনা নিবারিতে নারি।।
অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই ধাম।
অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই নাম।।
অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই রূপ।
প্রকাশ না কৈলে জীব তরিবে কিরূপ।।
জীব ত' আমার দাস আমি তার প্রভু।
আমি না তারিলে সেই না তরিবে কভু।।
এই বলি শ্রীচৈতন্য হইল প্রকাশ।
নিজ-নাম নিজ-ধাম ল'য়ে নিজ দাস।।
প্রভুর প্রতিজ্ঞা এই হয় সর্ব্বকাল।

তারিব সকল জীব ঘুচাব জঞ্জাল।।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন বিলাব সংসারে।
পাত্রাপাত্র না বাছিব এই অবতারে।।
দেখিব কিরূপে কলি জীবে করে নাশ।
নবদ্বীপধাম আমি করিব প্রকাশ।।
সেই ধামে ভাঙ্গিব কলির বিষদাত।
কীর্ত্তন করিয়া জীবে করি আত্মসাথ।।
যতদূর মম নাম হইবে কীর্ত্তন।
ততদূর হইবে ত' কলির দমন।।
এই বলি গৌরহরি কলির সন্ধ্যায়।
প্রকাশিল নবদ্বীপ স্বকীয় মায়ায়।।
ছায়া সম্বরিয়া নিত্য স্বরূপ-বিলাস।
গৌরচন্দ্র গৌড়ভূমে করিল প্রকাশ।।
এম দয়ালু প্রভু যে-জন না ভজে।
এমন অচিন্ত্যধাম যেই জন ত্যজে।।
এই কলিকালে তার সম ভাগ্যহীন।
না দেখি জগতে আর শোচনীয় দিন।।
অতএব ছাড়ি ভাই অন্য বাঞ্ছা রতি।
নবদ্বীপ-ধামে মাত্র হও একমতি।।
জাহ্নবা-নিতাই-পদছায়া যার আশ।
সে ভক্তিবিনোদ করে এ তত্ত্ব প্রকাশ।।

শ্রীধামপরিক্রমার বিধি - তৃতীয় অধ্যায়

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসূত।
জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত।।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাশয়।
গদাধর শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয়।।
জয় জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম-সার।
যেই ধামসহ গৌরচন্দ্র অবতার।।
যোলক্রোশ নবদ্বীপ মধ্যে যাহা যাহা।
বর্ণিব এখন ভক্তগণ শুন তাহা।।
যোলক্রোশ মধ্যে নবদ্বীপের প্রমাণ।
যোড়শ প্রবাহ তথা সদা বিদ্যমান।।
মূল-গঙ্গা পূর্ব্বতীরে দ্বীপ-চতুষ্টয়।
তাঁহার পশ্চিমে সদা পঞ্চদ্বীপ রয়।।
স্বর্ধুনী-প্রবাহ সব বেড়ি দ্বীপগণে।
নবদ্বীপধামে শোভা দেয় অনুক্ষণে।।
মধ্যে মূল গঙ্গাদেবী রহে অনুক্ষণ।
অপর প্রবাহে অন্য পুণ্যনদীগণ।।
গঙ্গার নিকটে বহে যমুনা সুন্দরী।
অন্য ধারা মধ্যে সরস্বতী বিদ্যাধরী।।
তাম্রপর্ণী কৃতমালা ব্রহ্মপুত্রত্রয়।
যমুনার পূর্ব্বভাগে দীর্ঘ ধারাময়।।
সরযু নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী গোমতী।
প্রস্থে বহে গোদাবরী সহ দ্রুতগতি।।
এই সব ধারা পরস্পর করি ছেদ।
এক নবদ্বীপে নববিধ করে ভেদ।।
প্রভুর ইচ্ছায় কভু ধারা শুষ্ক হয়।
পুনঃ ইচছা হৈলে ধারা হয় জলময়।।
প্রভুর ইচ্ছায় কভু ডুবে কোন স্থান।
প্রভুর ইচ্ছায় পুনঃ দেয় ত' দর্শন।।

নিরবধি এইরূপ ধাম লীলা করে।
ভাগ্যবান্ জনপ্রতি সর্ব্বকাল স্ফুরে।।
উৎকট বাসনা যদি ভক্তহৃদে হয়।
সর্ব্বদ্বীপ সর্ব্বধারা দর্শন মিলয়।।
কভু স্বপ্নে কভু ধ্যানে কভু দৃষ্টি-যোগে।
ধামের দর্শন পায় ভক্তির সংযোগে।।
গঙ্গা-যমুনার যোগে যেই দ্বীপ রয়।
অন্তর্দ্বীপ তার নাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।
অন্তর্দ্বীপ মধ্যে আছে পীঠ মায়াপুর।
যথায় জন্মিল প্রভু চৈতন্য ঠাকুর।।
গোলকের অন্তর্ব্বর্ত্তী যেই মহাবন।
মায়াপুর নবদ্বীপে জান ভক্তগণ।।
শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ গোলক বৃন্দাবন।
নবদ্বীপে সব তত্ত্ব আছে সর্ব্বক্ষণ।।
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী আর।
অবন্তী দ্বারকা সেই পুরী সপ্ত সার।।
নবদ্বীপে যে-সমস্ত নিজ নিজ স্থানে।
নিত্য বিদ্যমান গৌরচন্দ্রের বিধানে।।
গঙ্গাদ্বার মায়ার স্বরূপ মায়াপুর।
যাহার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে আছয়ে প্রচুর।।
সেই মায়াপুরে যে যায় একবার।
অনায়াসে হয় সেই জড়মায়া পার।।
মায়াপুরে ভ্রমিলে মায়ার অধিকার।
দূরে যায়, জন্ম কভু নহে আরবার।।
মায়াপুর উত্তরে সীমন্তদ্বীপ হয়।
পরিক্রমা-বিধি সাধু-শাস্ত্রে সদা কয়।।
অন্তর্দ্বীপে মায়াপুর করিয়া দর্শন।
শ্রীসীমন্তদ্বীপে চল বিজ্ঞ ভক্তজন।।
গোদ্রুমাখ্যদ্বীপ হয় মায়ার দক্ষিণে।
তাহা ভ্রমি চল মধ্যদ্বীপে হৃষ্টমনে।।
এই চারিদ্বীপ জাহ্নবীর পূর্ব্বতীরে।
দেখিয়া জাহ্নবী পার হও ধীরে ধীরে।।
কোলদ্বীপ অনায়াসে করিয়া ভ্রমণ।
ঋতুদ্বীপে শোভা তবে কর দশন।।
তারপর জহ্নুদ্বীপ পরম সুন্দর।
দেখি মোদদ্রুমদ্বীপে চল বিজ্ঞবর।।
রুদ্রদ্বীপ দেখ পুনঃ গঙ্গা হয়ে পার।
ভ্রমি মায়াপুর ভক্ত চল আরবার।।
তথায় জগন্নাথ-শচীর মন্দিরে।
প্রভুর দর্শনে প্রবেশহ ধীরে ধীরে।।
সর্ব্বকালে এইরূপ পরিক্রমা হয়।
জীবের অনন্ত সুখ প্রাপ্তির আলয়।।
বিশেষত মাকরী সপ্তমী-তিথি গতে।
ফাল্গুনী পূর্ণিমাবধি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে।।
পরিক্রমা সমাধিয়া যেই মহাজন।
জন্মদিনে মায়াপুর করেন দর্শন।।
নিতাই-গৌরাঙ্গ তারে কৃপা বিতরিয়া।
ভক্তি অধিকারী করে পদছায়া দিয়া।।
সংক্ষেপে কহিনু পরিক্রমা-বিবরণ।
বিস্তারিয়া বলি এবে করহ শ্রবণ।।
যেই জন ভ্রমে একবিংশতি যোজন।
অচিরে লভয় সেই গৌরপ্রেমধন।।
জাহ্নবী-নিতাই-পদছায়া যার আশ।
এ ভক্তিবিনোদ করে এ তত্ত্ব প্রকাশ।।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীজীবের ধাম শ্রবণ

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসূত।
জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত।।
জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্বধামসার।
যথায় হইল শ্রীচৈতন্য-অবতার।।
সর্ব্বতীর্থ বাস করি যেই ফল পাই।
নবদ্বীপে লভি তাহা এক দিনে ভাই।।
সেই নবদ্বীপ পরিক্রমা-বিবরণ।
শাস্ত্র আলোচিয়া গাই শুন সাধুজন।।
শাস্ত্রের লিখন আর বৈষ্ণববচন।
প্রভু-আজ্ঞা এই তিন মম প্রাণধন।।
এ তিনে আশ্রয় করি কহিব বর্ণন।
নদীয়া-ভ্রমণবিধি শুন সর্ব্বজন।।
শ্রীজীবগোস্বামী যবে ছাড়িলেন ঘর।
নদীয়া নদীয়া বলি ব্যাকুল অন্তর।।
চন্দ্রদ্বীপ ছাড়ি তেঁহ যত পথ চলে।
ভাসে দুই চক্ষু তাঁর নয়নের জলে।।
হা গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ জীবের জীবন।
কবে মোরে কৃপা করি দিবে দরশন।।
হাহা নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম সার।
কবে বা দেখিব আমি বলে বারবার।।
কৈশোর বয়স জীব সুন্দর গঠন।
বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা অপূর্ব্ব দর্শন।।
চলিয়া চলিয়া কতদিনে মহাশয়।
নবদ্বীপে উত্তরিলা সদা প্রেমময়।।
দূর হৈতে নবদ্বীপ করি দরশন।
দণ্ডবৎ হ'য়ে পড়ে প্রায় অচেতন।।
কতক্ষণ পরে নিজ চিত্ত করি স্থির।
প্রবেশিল নবদ্বীপে পুলক-শরীর।।
বারকোণা ঘাটে আসি জিজ্ঞাসে সবারে।
কোথা প্রভু নিত্যানন্দ দেখাও আমারে।।
শ্রীজীবের ভাব দেখি কোন মহাজন।
প্রভু নিত্যানন্দ যথা, লয় ততক্ষণ।।
হেথা প্রভু নিত্যানন্দ অট্ট অট্ট হাসি।
শ্রীজীব আসিবে বলি অন্তরে উল্লাসী।।
আজ্ঞা দিল দাসগণে শ্রীজীবে আনিতে।
অনেক বৈষ্ণবে যায় জীবে সম্বোধিতে।।
সাত্ত্বিক বিকারপূর্ণ জীবের শরীর।
দেখি জীব বলি সবে করিলেন স্থির।।
কেহ কেহ আগে গিয়া মহাপ্রেমভরে।
নিত্যানন্দ-প্রভু-আজ্ঞা বিজ্ঞাপন করে।
প্রভু নিত্যানন্দ নাম করিয়া শ্রবণ।
ধরণীতে পড়ে জীব হয়ে অচেতন।।
ক্ষণেক উঠিয়া বলে বড় ভাগ্য মম।
প্রভু-নিত্যানন্দ-কৃপা পাইল অধম।।
সে সব বৈষ্ণবগণে দণ্ডবৎ হয়ে।
প্রণাম করেয় জীব প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
বলে তুমি সবে মোরে হইলে সদয়।
নিত্যানন্দ-পদ পাই সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।
জীবের সৌভাগ্য হেরি কতেক বৈষ্ণব।
চরণের ধূলি লয় করিয়া উৎসব।।

সবে মেলি জীবে লয় নিত্যানন্দ যথা।
বৈষ্ণবে বেষ্টিত কভু কহে কৃষ্ণকথা।।
প্রভু নিত্যানন্দের দেখিয়া দিব্যরূপ।
জীবের শরীরে হয় ভাব অপরূপ।।
কি অপূর্ব্ব রূপ আজ হেরিনু বলিয়া।
পড়িল ধরণীতলে অচেতন হৈয়া।।
মহাকৃপাবশে প্রভু নিত্যানন্দরায়।
জীবে উঠাইয়া লয় আপনার পায়।।
ব্যস্ত হ'য়ে শ্রীজীবগোস্বামী দাঁড়াইল।
করযুড়ি নিত্যানন্দে কহিতে লাগিল।।
বিশ্বরূপ বিশ্বধাম তুমি বলরাম।
আমি জীব কিবা জানি তব গুণগ্রাম।।
তুমি মোর প্রভু নিত্য আমি তব দাস।
তোমার চরণছায়া একমাত্র আশ।।
তুমি যারে কর দয়া সেই অনায়াসে।
শ্রীচৈতন্য-পদ পায় প্রেমজলে ভাসে।।
তোমার করুণা বিনা গৌর নাহি পায়।
শত জন্ম ভজে যদি গৌরাঙ্গে হিয়ায়।
গৌর দণ্ড করে যদি তুমি রক্ষা কর।
তুমি যারে দণ্ড কর গৌর তার পর।।
অতএব প্রভু তব চরণ-কমলে।
লইনু শরণ আমি সুকৃতির বলে।।
তুমি কৃপা করি মোরে দেহ অনুমতি।
শ্রীগৌরদর্শনে পাই গৌরে হউ রতি।।
যবে রামকেলিগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
আমার পিতৃব্যদ্বয়ে লইলেন পায়।।
সেই কালে শিশু আমি সজল নয়নে।
হেরিলাম গৌররূপ সদা জাগে মনে।।
শ্রীগৌরাঙ্গ-পদে পড়ি করিনু প্রণতি।
শ্রীঅঙ্গ স্পর্শিয়া সুখ পাইলাম অতি।।
সেইকালে গৌর মোরে কহিলা বচন।
ওহে জীব কর তুমি শাস্ত্র অধ্যয়ন।।
অধ্যপন সমপিয়া নবদ্বীপে চল।
নিত্যানন্দ শ্রীচরণে পাইবে সকল।।
সেই আজ্ঞা শিরে ধরি আমি অকিঞ্চন।
যথাসাধ্য বিদ্যা করিয়াছি উপার্জ্জন।।
চন্দ্রদ্বীপে পড়িলাম সাহিত্যাদি যত।
বেদান্ত-আচার্য্য নাহি পাই মন মত।।
প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে বেদান্ত পড়িতে।
বেদান্ত-সম্মত কৃষ্ণভক্তি প্রকাশিতে।।
আইলাম নবদ্বীপে তোমার চরণে।
যেইরূপ আজ্ঞা হয় করি আচরণে।।
আজ্ঞা হয় যাই ক্ষেত্রে প্রভুর চরণে।
বেদান্ত পড়িব সার্ব্বভৌমের সদনে।।
জীবের মধুর বাক্যে নিত্যানন্দ রায়।
জীবে কোলে করি কাঁদে ধৈর্য নাহি পায়।।
বলে শুন ওহে জীব নিগূঢ় বচন।
সর্ব্বতত্ত্ব অবগত রূপ-সনাতন।।
প্রভু মোরে আজ্ঞা দিল বলিতে তোমায়।
ক্ষেত্রে নাহি যাও তুমি না রহ হেথায়।।
তুমি আর রূপ-সনাতন দুই ভাই।
প্রভুর একান্ত দাস জানেন সবাই।।
তোমা প্রতি আজ্ঞা এই বারাণসী গিয়া।
বাচস্পতি নিকটেতে বেদান্ত পড়িয়া।।
একেবারে যাহ তথা হৈতে বৃন্দাবন।
তথা কৃপা করিবেন রূপ-সনাতন।।

রূপের অনুগ হ'য়ে যুগল-ভজন।
কর তথা বেদান্তাদি শাস্ত্র-আলাপন।।
ভাগবত-শাস্ত্র হয় সর্ব্বশাস্ত্র সার।
বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করহ প্রচার।।
সার্ব্বভৌমে কৃপা করি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা কৈল ভাগবত ধরি।।
সেই বিদ্যা সার্ব্বভৌম শ্রীমধুসূদনে।
শিখাইল ক্ষেত্রধামে পরম যতনে।।
সেই মধুবাচস্পতি প্রভু আজ্ঞা পেয়ে।
আছে বারাণসীধামে দেখ তুমি যেয়ে।।
বাহ্যে তেঁহ সম্প্রদায়ী বৈদান্তিক হয়।
শাঙ্করী সন্ন্যাসী তাঁর নিকটে পড়য়।।
ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীগণেরে কৃপা করি।
গৌরাঙ্গের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেয় সূত্র ধরি।।
পৃথক্ ভাষ্যের এবে নাহি প্রয়োজন।
ভাগবতে কয় সূত্র-ভাষ্যেতে গণন।।
কালে যবে ভাষ্যের হইবে প্রয়োজন।
শ্রীগৌবিন্দভাষ্য তবে হ'বে প্রকটন।।
সার্ব্বভৌম সম্পর্কে সেই গোপীনাথ।
শুনিল প্রভুর ভাষ্য সার্ব্বভৌম সাথ।।
কালে তেঁহ প্রভুর ইচ্ছায় জন্ম ল'য়ে।
বলদেবাবেশে যাবে জয়পুর জয়ে।।
তথা শ্রীগোবিন্দ বলে ভাষ্য প্রকাশিয়া।
সেবিবে গৌরাঙ্গ-পদ জীবে নিস্তারিয়া।।
এই সব গূঢ় কথা রূপ-সনাতন।
সকল কহিবে তোমা প্রতি দুইজন।।
নিত্যানন্দ বাক্য শুনি শ্রীজীব গোঁসাই।
কাঁদিয়া লোটায় ভূমে সংজ্ঞা আর নাই।।
কৃপা করি প্রভু নিজ-চরণযুগল।
শ্রীজীবের শিরে ধরি অর্পিলেন বল।।
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় নিত্যানন্দ রায়।
বলিয়া নাচেন জীব বৈষ্ণব সভায়।।
শ্রীবাসাদি ছিল তথা যত মহাজন।
জীবে নিত্যানন্দ-কৃপা করি' দরশন।।
সবে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলি।
মহাকলরবে তথা হয় হুলুস্থুলী।।
কতক্ষণ পরে নৃত্য করে সম্বরণ।
জীবে লয়ে নিত্যানন্দ বসিল তখন।।
জীবের হইল বাসা শ্রীবাস অঙ্গনে।
সন্ধ্যাকালে আইল পুনঃ প্রভু দরশনে।।
নির্জ্জনে বসিয়া প্রভু গৌরগুণ গায়।
শ্রীজীব আসিয়া পড়ে নিত্যানন্দ-পায়।।
যত্ন করি প্রভু তারে নিকটে বসায়।
করযোড় করি জীব স্বদৈন্য জানায়।।
জীব বলে ‘‘প্রভু মোরে করুণা করিয়া।
নবদ্বীপ-ধাম-তত্ত্ব বল বিবরিয়া।।
প্রভু বলে, ওহে জীব বলিব তোমায়।
অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্ব রাখিবে হিয়ায়।।
যথা তথা এবে ইহা না কর প্রকাশ।
প্রকট-লীলার অন্তে হইবে বিকাশ।।
এই নবদ্বীপ হয় সর্ব্বধাম সার।
শ্রীবিরজা ব্রহ্মধাম আদি হ'য়ে পার।।
বৈকুণ্ঠের পর শ্বেতদ্বীপ শ্রীগোলোক।
তদন্তে গোকুল বৃন্দাবন কৃষ্ণলোক।।
সেই লোক দুই ভাবে হয় ত' প্রকাশ।
মাধুর্য্য-ঔদার্য্য ভেদে রসের বিকাশ।।

মাধুর্য্যে ঔদার্য্য পূর্ণরূপে অবস্থিত।
ঔদার্য্যে মাধুর্য্য পূর্ণরূপেতে বিহিত।।
তথাপিও যে প্রকাশে মাধুর্য্য প্রধান।
বৃন্দাবন বলি তাহা জানে ভাগ্যবান্।।
যে প্রকাশে ঔদার্য্য প্রধান নিত্য হয়।
সেই নবদ্বীপ-ধাম সর্ব্ব বেদে কয়।।
বৃন্দাবন নবদ্বীপে নাহি কিছু ভেদ।
রসের প্রকাশ-ভেদে করয় প্রভেদ।।
এই ধাম নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় অনন্ত।
জড়-বুদ্ধি জনে তার নাহি পায় অন্ত।।
হ্লাদিনী প্রভাবে জীব ছাড়ি জড়-ধর্ম্ম।
নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানবলে পায় তার ধর্ম্ম।।
সর্ব্ব নবদ্বীপ হয় চিন্ময় প্রকাশ।
সেই পীঠে শ্রীগৌরাঙ্গ করেন বিলাস।
চর্ম্ম-চক্ষে লোকে দেখে প্রপঞ্চ গঠন।
মায়া আচ্ছাদিয়া রাখে নিত্য-নিকেতন।।
নবদ্বীপে মায়া নাই জড় দেশ-কাল।
কিছু তথা নাহি আছে জীবের জঞ্জাল।।
কিন্তু কর্ম্ম-বন্ধ-ক্রমে জীব মায়াবশে।
নবদ্বীপধামে প্রাপঞ্চিক ভাবে পশে।।
ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে প্রেমের উদয়।
হয় যবে তবে দেখে বৈকুণ্ঠ চিন্ময়।।
অপ্রাকৃত দেশ, কাল, ধাম-দ্রব্য যত।
অনায়াসে দেখে স্বীয় চক্ষে অবিরত।।
এই ত' কহিনু আমি নবদ্বীপ তত্ত্ব।
বিচারিয়া দেখ জীব হ'য়ে শুদ্ধ সত্ত্ব।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদে নিত্য যার আশ।
গূঢ়তত্ত্ব করে ভক্তিবিনোদ প্রকাশ।।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীমায়াপুর ও অন্তর্দ্বীপের কথা

জয় জয় শ্রীচৈতন্য শচীর নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ জাহ্নবা জীবন।।
জয় জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্ব-ধাম সার।
যথা কলিযুগে হৈল গৌর-অবতার।।
নিত্যানন্দ প্রভু বলে শুনহ বচন।
ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ যথা বৃন্দাবন।।
এই ষোল ক্রোশ মধ্যে দ্বীপ হয় নয়।
অষ্টদল পদ্ম যেন জলেতে ভাসয়।।
অষ্টদল অষ্টদ্বীপ, মধ্যে অন্তর্দ্বীপ।
তার মাঝে মায়াপুর মধ্যবিন্দু-টীপ।।
মায়াপুর যোগপীঠ সদা গোলাকার।
তথা নিত্য চৈতন্যের বিবিধ বিহার।।
ত্রিসহস্র ধনু তার পরিধি প্রমাণ।
সহস্রেক-ধনু তার ব্যাসের বিধান।।
এই যোগপীঠ মাঝে বৈসে পঞ্চতত্ত্ব।
অন্যস্থান হৈতে যোগপীঠের মহত্ত্ব।।
অতি শীঘ্র গুপ্ত হবে প্রভুর ইচ্ছায়।
ভাগীরথী জলে হবে সংগোপিত প্রায়।।
কভু পুনঃ প্রভু -ইচ্ছা হবে বলবান্।
প্রকাশ হইবে ধাম হবে দীপ্তিমান।।

নিত্যধাম কভু কালে লোপ নাহি হয়।
গুপ্ত হ'য়ে পুনর্ব্বার হয় ত' উদয়।।
ভাগীরথী পূর্ব্ব তীরে হয় মায়াপুর।
মায়াপুরে নিত্য আছেন আমার ঠাকুর।।
লোকদৃষ্টে সন্ন্যাসী হইয়া বিশ্বম্ভর।
ছাড়ি নবদ্বীপ ফিরে দেশ-দেশান্তর।।
বস্তুতঃ গৌরাঙ্গ মোর নবদ্বীপধাম।
ছাড়িয়া না যায় কভু মায়াপুর গ্রাম।।
দৈনন্দিন লীলা তাঁর দেখে ভক্তগণ।
তুমিও দেখহ জীব গৌরাঙ্গ-নর্ত্তন।।
মায়াপুর অন্তে অন্তর্দ্বীপ শোভা পায়।
গৌরাঙ্গ দর্শন ব্রহ্মা পাইল যথায়।।
ওহে জীব চাহ যদি দেখিতে সকল।
পরিক্রমা কর তুমি হইবে সফল।।
প্রভু বাক্য শুনি জীব সজল-নয়নে।
দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে প্রভুর চরণে।।
কৃপা যদি কর প্রভু এই অকিঞ্চনে।
সঙ্গে ল'য়ে পরিক্রমা করাও আপনে।।
জীবের প্রার্থনা শুনি নিত্যানন্দরায়।
তথাস্তু বলিয়া নিজ মানস জানায়।।
প্রভু বলে, ওহে জীব, অদ্য মায়াপুর।
করহ দর্শন কল্য ভ্রমিব প্রচুর।।
এত বলি নিত্যানন্দ উঠিল তখন।
পাছে পাছে উঠে জীব প্রফুল্লিত মন।।
চলে নিত্যানন্দরায় মন্দ মন্দ গতি।
গৌরাঙ্গপ্রেমেতে দেহ সুবিহ্বল অতি।।
মোহন মূরতি প্রভু ভাবে ঢলঢল।
অলঙ্কার সর্ব্বদেহে করে ঝলমল।।
যে চরণ ব্রহ্মা-শিব ধ্যানে নাহি পায়।
শ্রীজীবে করিয়া কৃপা সে পদ বাড়ায়।।
পাছে থাকি জীব লয় পদাঙ্কের ধুলি।
সর্ব্ব অঙ্গে মাখে চলে বড় কুতূহলী।।
জগন্নাথ মিশ্র-গৃহে করিল প্রবেশ।
শচীমাতা শ্রীচরণে জানায় বিশেষ।।
শুনগো জননী এই জীব মহামতি।
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়দাস ভাগ্যবান্ অতি।।
বলিতে বলিতে জীব আছড়িয়া পড়ে।
ছিন্নমূল তরু যেন বড় বড় ঝড়ে ।।
শচীর চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি।
সাত্ত্বিক বিকার দেহে করে হুড়াহুড়ি।।
কৃপা করি শচীদেবী কৈল আশীর্ব্বাদ।
সেই দিন সেই গৃহে পাইল প্রসাদ।।
বিষ্ণুপ্রিয়া শচীদেবী আজ্ঞা যবে পাইল।
নানা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিল।।
শ্রী বংশীবদনানন্দ প্রভু কতক্ষণে।
শ্রীগৌরাঙ্গে ভোগ নিবেদিল সযতনে।।
ঈশান ঠাকুর স্নান করি অতঃপর।
নিত্যানন্দে ভুঞ্জাইল হরিষ অন্তর।।
পুত্রস্নেহে শচীদেবী নিত্যানন্দে বলে।
খাও বাছা নিত্যানন্দ জননীর স্থলে।।
এই আমি গৌরচন্দ্রে ভুঞ্জানু গোপনে।
তুমি খাইলে বড় সুখী হই আমি মনে।।
জননীর বাক্যে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
ভুঞ্জিল আনন্দে জীব অবশিষ্ট পায়।
জীব বলে ধন্য আমি মহাপ্রভু - ঘরে।
পাইনু প্রসাদ অন্ন এই মায়াপুরে।।

ভোজন করিয়া তবে নিত্যানন্দরায়।
শচীদেবী শ্রীচরণে হইল বিদায়।।
যাইবার কালে সঙ্গে বংশীকে লইল।
শ্রীজীব বংশীর পদে প্রণতি করিল।।
জীব প্রতি বলে প্রভু এ বংশীবদন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বংশী জানে ভক্তজন।।
ইহার কৃপায় জীব হয় কৃষ্ণাকৃষ্ট।
মহারাস লভে সবে হইয়া সতৃষ্ণ।।
দেখ জীব এই গৃহে চৈতন্যঠাকুর।
আমা সবা লয়ে লীলা করিল প্রচুর।।
এই দেখ জগন্নাথ মিশ্রের মন্দির।
বিষ্ণুপূজা নিত্য যথা করিতেন ধীর।।
এই গৃহে করিতেন অতিথি-সেবন।
তুলসী-মণ্ডপ এই করহ দর্শন।।
শ্রীগৌরচন্দ্র গৃহে ছিল যতকাল।
পিতার আচার পালিতেন ভক্তপাল।।
এবে সব বংশীঠাকুরের তত্ত্বাধীনে।
ঈশান নির্ব্বাহ করে প্রতি দিনে দিনে।।
এই স্থানে ছিল এক নিম্ববৃক্ষবর।
প্রভুর পরশে বৃক্ষ হৈল অগোচর।।
যত কাঁদে নিত্যানন্দ করিয়া বর্ণন।
জীব, বংশী দু'হে তত করেন ক্রন্দন।।
দেখিতে দেখিতে তথা আইল শ্রীবাস।
চারিজনে চলে ছাড়ি জগন্নাথ বাস।।
শত ধনু উত্তরেতে শ্রীবাস-অঙ্গন।
জীবে দেখাইল প্রভু আনন্দিত মন।।
শ্রীবাস অঙ্গনে জীব যায় গড়াগড়ি।
স্মরিয়া প্রভুর লীলা প্রেম হুড়াহুড়ি।।
শ্রীজীব উঠিবামাত্র দেখে এক রঙ্গ।
নাচিছে গৌরাঙ্গ ল'য়ে ভক্ত অন্তরঙ্গ।।
মহাসঙ্কীর্ত্তন দেখে বল্লভনন্দন।
সর্ব্ব ভক্তমাঝে প্রভুর অপূর্ব্ব নর্ত্তন।।
নাচিছে অদ্বৈত, প্রভু নিত্যানন্দরায়।
গদাধর হরিদাস নাচে আর গায়।।
শুক্লাম্বর নাচে আর শত শত জন।
দেখিয়া প্রেমেত জীব হৈল অচেতন।।
চেতন পাইলে আর সে রঙ্গ না ভায়।
কাঁদি জীব গোস্বামী করেন হায় হায়।।
কেন মোর কিছু পূর্ব্বে জনম নহিল।
এমন কীর্ত্তীনানন্দ ভাগ্যে না ঘটিল।।
প্রভু নিত্যানন্দ-কৃপা অসীম অনন্ত।
সেই বলে ক্ষণকাল হৈনু ভাগ্যবন্ত।।
ইচ্ছা হয় মায়াপুরে থাকি চিরকাল।
ঘুচিবে সম্পূর্ণরূপে মায়ার জঞ্জাল।।
দাসের বাসনা হৈতে প্রভু-আজ্ঞা বড়।
মায়াপুর ছাড়িতে অন্তর ধড়ফড়।।
তথা হৈতে নিত্যানন্দ জীবে ল'য়ে যায়।
দশ ধনু উত্তরে অদ্বৈত-গৃহ পায়।।
প্রভু বলে, দেখ জীব, সীতানাথালয়।
হেথা বৈষ্ণবের গোষ্ঠী সদায় মিলয়।।
হেথা সীতানাথ কৈল কৃষ্ণের পূজন।
হুঙ্কারে আনিল মোর শ্রীগৌরাঙ্গ-ধন।।
তথা গড়াগড়ি দিয়া চলে চারি জন।
পঞ্চধনু পূর্ব্বে গদাধরের ভবন।।
তথা হৈতে দেখাইল নিত্যানন্দরায়।
সর্ব্ব পারিষদ-গৃহ যথায় তথায়।।

ব্রাহ্মণমণ্ডলী গৃহ করিয়া দর্শন।
তবে চলে গঙ্গাতীরে হর্ষে চারি জন।।
মায়াপুর সীমাশেষে বৃদ্ধ শিবালয়।
জাহ্নবীর তটে দেখে জীব মহাশয়।।
প্রভু বলে, মায়াপুরে ইনি ক্ষেত্রপাল।
প্রৌঢ়ামায়া শক্তি অধিষ্ঠান নিত্যকাল।।
প্রভু যবে অপ্রকট হইবে তখন।
তাঁহার ইচ্ছায় গঙ্গা হইবে বর্দ্ধন।
মায়াপুর প্রায় গঙ্গা আচ্ছাদিবে জলে।
শতবর্ষ রাখি পুন ছাড়িবেন বলে।।
স্থান-মাত্র জাগিবেক গৃহ না রহিবে।
বাসহীন হয়ে কতকাল স্থিত হবে।।
পুনঃ কভু প্রভু-ইচ্ছা হলে বলবান্।
হবে মায়াপুরে এইরূপ বাসস্থান।।
এই সব ঘাট গঙ্গাতীরে পুনঃ হবে।
প্রভুর মন্দির করিবেন ভক্ত সবে।।
অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ।।
প্রৌঢ়ামায়া বৃদ্ধশিব আসি পুনরায়।
নিজ কার্য্য সাধিবেক প্রভুর ইচ্ছায়।।
এত শুনি জীব তবে করযোড় করি।
প্রভুরে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা পদ-যুগ ধরি।।
ওহে প্রভু তুমি শেষ তত্ত্বের নিদান।
ধামরূপ নামতত্ত্ব তোমারি বিধান।।
যদিও প্রভুর ইচ্ছামতে কর্ম্ম কর।
তবু জীব-গুরু তুমি সর্ব্বশক্তিধর।।
গৌরাঙ্গে তোমাতে ভেদ যেই জন করে।
পাষণ্ডী মধ্যেতে তারে বিজ্ঞজনে ধরে।।
সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তুমি লীলা-অবতার।
সংশয় জাগিল এক হৃদয়ে আমার।।
যে সময়ে গঙ্গা লুকাইবে মায়াপুর।
কোথা যাবে শিব-শক্তি বলহ ঠাকুর।।
নিত্যানন্দ বলে জীব শুনহ বচন।
গঙ্গার পশ্চিম ভূমি করহ দর্শন।।
ঐ উচ্চ চড়া দেখ পারডাঙ্গা নাম।
তথা আছে বিপ্রমণ্ডলীর এক গ্রাম।।
তাহার উত্তরে আছে জাহ্নবী পুলিন।
ছিন্নডেঙ্গা বলি তারে জানেন প্রবীণ।।
এইত পুলিনে এক নগর বসিবে।
তথা শিবশক্তি কিছু দিবস রহিবে।।
ও পুলিন-মাহাত্ম্য কে কহিবারে পারে।
রাসস্থলী আছে যথা জাহ্নবীর ধারে।।
বালুময় ভূমি বটে চর্ম্মচক্ষে ভায়।
রত্নময় নিত্যধাম দিব্য লীলা তায়।।
মায়াপুর হয় শ্রীগোকুল মহাবন।
পারডাঙ্গা সট্টীকার স্বরূপ গণন।।
তথা আছে বৃন্দাবন শ্রীরাসমণ্ডল।
কালে ঐ স্থানে হবে গান কোলাহল।।
মায়াপুর শ্রীপুলিন মধ্যে ভাগীরথী।
সব ল'য়ে গৌরধাম জান মহামতি।।
পঞ্চ ক্রোশ ধাম যেবা করিবে ভ্রমণ।
মায়াপুর শ্রীপুলিন করিবে দর্শন।।
ফাল্গুন-পূর্ণিমা দিনে যে করে ভ্রমণ।
পঞ্চ ক্রোশ ভক্তসহ পায় নিত্যধন।।
ওহে জীব, গূঢ় কথা শুনহ আমার।
শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি শোভে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার।।

ঐ কালে মিশ্রবংশোদ্ভব বিপ্রগণ।
সট্টীকার ধামে লবে শ্রীমূর্ত্তি-রতন।।
চারিশত বর্ষ গৌরজন্মদিন ধরি।
হইলে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা হবে সর্ব্বোপরি।।
এই সব কথা এবে রাখ অপ্রকাশ।
পরিক্রমা কর হ'য়ে অন্তরে উল্লাস।।
বৃদ্ধশিব-ঘাট হৈতে ত্রিধনু উত্তর।
গৌরাঙ্গের নিজ-ঘাট দেখ বিজ্ঞবর।।
এই স্থানে বাল্যলীলা-ছলে গৌরহরি।
ভাগীরথী ক্রীড়া করিলেন চিত্ত ভরি।।
যমুনার ভাগ্য দেখি হিমাদ্রি-নন্দিনী।
বহু তপ কৈল হৈতে লীলার সঙ্গিনী।।
কৃষ্ণ কৃপা করি বলে দিয়া দরশন।
গৌররূপে তব জলে করিব ক্রীড়ন।।
সেই লীলা কৈল হেথা ত্রিভুবন রায়।
ভাগ্যবান্ জীব দেখি বড় সুখ পায়।।
পঞ্চদশ ধনু যেই ঘাট তদুত্তরে।
মাধাইয়ের ঘাট বলি ব্যক্ত চরাচরে।।
তার পাঁচধনুর উত্তরে ঘাট শোভা।
নগরীয়া জনের সর্ব্বদা মনোলোভা।।
বারকোণা ঘাট এই অতীব সুন্দর।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিলেন প্রভু আজ্ঞাধর।।
এই ঘাটে দেখ জীব পঞ্চ শিবালয়।
পঞ্চতীর্থ লিঙ্গ পঞ্চ সদা জ্যোতির্ম্ময়।।
এই চারি ঘাট মায়াপুর শোভা করে।
যথায় করিলে স্নান সর্ব্বদুঃখ হরে।।
মায়াপুর পূর্ব্বদিকে আছে যেই স্থান।
অন্তর্দ্বীপ বলি তার নাম বিদ্যমান।।
এবে প্রভু-ইচ্ছামতে লোক-বাসহীন।
এইরূপে স্থিতি রহে আরো কতদিন।।
কতকালে পুনঃ হেথা লোক-বাস হবে।
প্রকাশ হইবে স্থান নদীয়া গৌরবে।।
ওহে জীব, অদ্য তুমি রহ মায়াপুরে।
কল্য ল'য়ে যাব আমি সীমন্তনগরে।।
এত শুনি জীব তবে বলেন বচন।
সংশয় উঠিল এক করহ শ্রবণ।।
যবে গঙ্গাদেবী মায়াপুর আচ্ছাদন।
উঠাইয়া লইবেন না রবে গোপন।।
সেইকালে ভক্তগণ কোন্ চিহ্ন ধরি।
প্রকাশিবে গুপ্তস্থান বল ব্যক্তকরি।।
জীবের বচন শুনি নিত্যানন্দরায়।
বলিলা উত্তরতবে অমৃতের প্রায়।।
শুন জীব গঙ্গা যবে আচ্ছাদিবে স্থান।
মায়াপুর এককোণ রবে বিদ্যমান।।
তথায় যবন-বাস হইবে প্রচুর।
তথাপি রহিবে তার নাম মায়াপুর।।
অবশিষ্ট স্থানের পশ্চিম-দক্ষিণেতে।
পঞ্চশত ধনু পারে পাইবে দেখিতে।।
কিছু উচ্চ স্থান সদা তৃণ আবরণ।
সেই স্থান জগন্নাথ মিশ্রের ভবন।।
তথা হৈতে পঞ্চধনু বৃদ্ধ শিবালয়।
এই পরিমান ধরি করিবে নির্ণয়।।
শিবডোবা বলি খাত দেখিতে পাইবে।
সেই খাত গঙ্গাতীর বলিয়া জানিবে।।
ভক্তগণ এইরূপে প্রভুর ইচ্ছায়।
প্রকাশিবে লুপ্ত স্থান জানহ নিশ্চয়।।

প্রভুর শতাব্দি চতুষ্টয় অন্ত যবে।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের যত্ন হবে তবে।।
শ্রীজীব বলেন প্রভু বলহ এখন।
অন্তর্দ্বীপ নামের যে যথার্থ কারণ।।
প্রভু বলে, এই স্থানে দ্বাপরের শেষে।
তপস্যা করিল ব্রহ্মা গৌর-কৃপা আশে।।
গোবৎস গোপাল সব করিয়া হরণ।
ছলিল করিয়া মায়া গোবিন্দের মন।।
নিজ মায়া পরাজয় দেখি চতুর্ম্মুখ।
নিজ-কার্য্যদোষে বড় পাইল অসুখ।।
বহু স্তব করি কৃষ্ণে করিল মিনতি।
ক্ষমিল তাহার দোষ বৃন্দাবন-পতি।।
তবু ব্রহ্মা মনে মনে করিল বিচার।
ব্রহ্মবুদ্ধি মোর হয় অতিশয় ছার।।
এই বুদ্ধিদোষে কৃষ্ণপ্রেমেতে রহিত।
ব্রজলীলা রসভোগে হইনু বঞ্চিত।।
গোপাল হইয়া জন্ম পাইতাম আমি।
সেবিতাম অনায়াসে গোপিকার স্বামী।।
সে লীলারসেতে মোর না হইল গতি।
এবে শ্রীগৌরাঙ্গে মোর না হয় কুমতি।।
এই বলি বহুকাল অন্তর্দ্বীপ-স্থানে।
তপস্যা করিয়া ব্রহ্মা রহিল ধেয়ানে।।
কতদিনে গৌরচন্দ্র করুণা করিয়া।
চতুর্ম্মুখ সন্নিধানে কহেন আসিয়া।।
ওহে ব্রহ্মা, তব তপে তুষ্ট হ'য়ে আমি।
আসিলাম দিতে যাহা আশা কর তুমি।।
নয়ন মেলিযা ব্রহ্মা দেখি গৌর রায়।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়িল তথায়।।
ব্রহ্মার মস্তকে প্রভু ধরিল চরণ।
দিব্যজ্ঞান পেয়ে ব্রহ্মা করয় স্তবন।।
আমি দীনহীন অতি অভিমান-বশে।
পাসরিয়া তব পদ ফিরি জড় রসে।।
আমি পঞ্চানন, ইন্দ্র আদি দেবগণ।
অধিকৃত দাস তব শাস্ত্রের লিখন।।
শুদ্ধ দাস হৈতে আমাদের ভাগ্য নয়।
অতএব মায়া মোহ-জাল বিস্তারয়।।
প্রথম পরার্দ্ধ মোর কাটিল জীবন।
এবেত চরম চিন্তা করয়ে পোষণ।।
দ্বিতীয় পরার্দ্ধ মোর কাটিবে কেমনে।
বহির্ম্মুখ হইলে যাতনা বড় মনে।।
এইমাত্র তব পদে প্রার্থনা আমার।
প্রকট-লীলায় যেন হই পরিবার।।
ব্রহ্মবুদ্ধি দূরে যায় হেন জন্ম পাই।
তোমার সঙ্গেতে থাকি তব গুণ গাই।।
ব্রহ্মার প্রার্থনা শুনি গৌর ভগবান।
তথাস্তু বলিয়া বর করিলেন দান।।
যে সময়ে মমলীলা প্রকট হইবে।
যবনের গৃহে তুমি জনম লভিবে।।
আপনাকে হীন বলি হইবে গেয়ান।
হরিদাস হবে তুমি শূন্য অভিমান।।
তিন লক্ষ হরিনাম জিহ্বাগ্রে নাচিবে।
নির্য্যান সময়ে তুমি আমাকে দেখিবে।।
এই ত' সাধনবলে দ্বিপরার্দ্ধ শেষে।
পাবে নবদ্বীপধাম মজি নিত্যরসে।।
ওহে ব্রহ্মা, শুন মোর অন্তরের কথা।
ব্যক্তকভু না করিবে শাস্ত্রে যথা তথা।।

ভক্তভাব ল’য়ে ভক্তিরস আস্বাদিব।
পরম দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশিব।।
অন্য অন্য অবতারকালে ভক্ত যত।
ব্রজরসে সবে মাতাইব করি রত।।
শ্রীরাধিকা প্রেম-বদ্ধ আমার হৃদয়।
তাঁর ভাবকান্তি ল’য়ে হইব উদয়।।
কিবা সুখ রাধা পায় আমারে সেবিয়া।
সেই সুখ আস্বাদিব রাধা-ভাব লৈয়া।।
আজি হৈতে তুমি মোর শিষ্যতা লভিবে।
হরিদাস-রূপে মোরে সতত সেবিবে।।
এত বলি মহাপ্রভু হৈল অন্তর্দ্ধান।
আছড়িয়া পড়ে ব্রহ্মা হইয়া অজ্ঞান।।
হা গৌরাঙ্গ, দীনবন্ধু, ভকতবৎসল।
কবে বা পাইব তব চরণকমল।।
এই মত কত দিন কাঁদিতে কাঁদিতে।
ব্রহ্ম-লোকে গেল ব্রহ্মা কার্য্য সম্পাদিতে।
নিতাই-জাহ্নবা-পদে আশা-মাত্র যার।
নদীয়া মাহাত্ম্য গায় দীন-হীন ছার।।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীগঙ্গানগর, শ্রীপৃথুকুণ্ড, শ্রীসীমন্তদ্বীপ, শ্রীবিশ্রামস্থানাদি দর্শন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য শচীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দপ্রভু জাহ্নবা-জীবন।।
জয় জয় সীতানাথ জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর-পরিকর।।
পরদিন প্রাতে প্রভু নিত্যানন্দরায়।
শ্রীবাস, শ্রীজীব লয়ে গৃহ বাহিরায়।।
সঙ্গে চলে রামদাস আদি ভক্তগণ।
যাইতে যাইতে করে গৌরসঙ্কীর্ত্তন।।
অন্তর্দ্বীপ প্রান্তে প্রভু আইলা যখন।
শ্রীগঙ্গানগর জীবে দেখায় তখন।।
প্রভু বলে, শুন জীব, এ গঙ্গানগর।
স্থাপিলেন ভগীরথ রঘু বংশধর।।
যবে গঙ্গা ভাগীরথী আইল চলিয়া।
ভগীরথ যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়া।।
নবদ্বীপ ধামে আসি গঙ্গা হয় স্থির।
ভগীরথ দেখে গঙ্গা না হয় বাহির।।
ভয়েতে বিহ্বল হ’য়ে রাজা ভগীরথ।
গঙ্গার নিকটে আইল ফিরি কত পথ।।
গঙ্গানগরেতে বসি তপ আরম্ভিল।
তপে তুষ্ট হ’য়ে গঙ্গা সাক্ষাৎ হইল।।
ভগীরথ বলে,-‘মাতা তুমি নাহি গেলে।
পিতৃলোক উদ্ধার না হ’বে কোনকালে”।।
গঙ্গা বলে, শুন বাছা ভগীরথ বীর।
কিছুদিন তুমি হেথা হয়ে থাক স্থির।।
মাঘমাসে আসিয়াছি নবদ্বীপ ধামে।
ফাল্গুনের শেষে যাব তব পিতৃকামে।।
যাঁহার চরণজল আমি ভগীরথ।

তাঁর নিজধামে মোর পুরে মনোরথ।।
ফাল্গুন-পূর্ণিমা-তিথি প্রভু - জন্মদিন।
সেই দিন মম ব্রত আছে সমীচীন।।
সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া নিশ্চয়।
চলিব তোমার সঙ্গে না করিহ ভয়।।
এ গঙ্গাননগরে রাজা রঘু-কুলপতি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমা দিনে করিল বসতি।।
যেই জন শ্রীফাল্গুন পূর্ণিমা- দিবসে।
গঙ্গাস্নান করি গঙ্গানগরেতে বসে।।
শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা করে উপবাস করি।
পূর্ব্বপুরুষের সহ সেই যায় তরি।।
সহস্র পুরুষ পূর্ব্বগণ সঙ্গে করি।
শ্রীগোলক প্রাপ্ত হয় যথা তথা মরি।।
ওহে জীব, এ স্থানের মাহাত্ম্য অপার।
শ্রীচৈতন্য নৃত্য যথা কৈল কতবার।।
গঙ্গাদাস-গৃহ আর সঞ্জয়-আলয়।
ঐ দেখ দৃষ্ট হয় সদা সুখময়।।
ইহার পূর্ব্বেতে যেই দীর্ঘিকা সুন্দর।
তাহার মাহাত্ম্য শুন ওহে বিজ্ঞবর।।
বল্লালদীঘিকা নাম হয়েছে এখন।
সত্যযুগে ছিল এর কত বিবরণ।।
পৃথু-নামে মহারাজা উচ্চ নীচ স্থান।
কাটিয়া পৃথিবী যবে করিল সমান।।
সেইকালে এই স্থান সমান করিতে।
মহাজ্যোতির্ম্ময় প্রভা উঠে চতুর্ভিতে।।
কর্ম্মচারিগণ মহারাজারে জানায়।
রাজা আসি জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখিবারে পায়।।
শক্ত্যাবেশ অবতার পৃথু মহাশয়।
ধ্যানেতে জানিল স্থান নবদ্বীপ হয়।।
স্থানের মাহাত্ম্য গুপ্ত রাখিবার তরে।
আজ্ঞা দিল কর কুণ্ড স্থান মনোহরে।।
যে কুণ্ড করিল তাহা পৃথুকুণ্ড-নামে।
বিখ্যাত হইল সর্ব্ব নবদ্বীপধামে।।
স্বচ্ছ জল পান করি গ্রামবাসিগণে।
কত সুখ পাইল তাহা কহিব কেমনে।।
পরে সেই স্থানে শ্রীলক্ষ্মণসেন বীর।
দীর্ঘিকা খনন কৈল বড়ই গভীর।।
নিজ-পিতৃলোকের উদ্ধার করি আশ।
বল্লালদীর্ঘিকা নাম করিল প্রকাশ।।
ঐ দেখ উচ্চটিলা দেখিতে সুন্দর।
লক্ষ্মণসেনের গৃহ ভগ্ন অতঃপর।।
এ সকল অলঙ্কার মহাতীর্থ স্থানে।
রাজগণ করে সদা পুণ্য উপার্জ্জনে।।
পরেতে যবনরাজ দুষিল এ স্থান।
অতএব ভক্তগণ না করে সম্মান।।
ভূমিমাত্র সুপবিত্র এই স্থানে হয়।
যবন-সংসর্গভয়ে বাস না করয়।।
এ স্থানে হইল শ্রীমূর্ত্তির অপমান।
অতএব ভক্তগণ ছাড়ে এই স্থান।।
এত বলি নিত্যানন্দ গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে।
আইলেন সিমুলিয়া গ্রাম সন্নিহিতে।।
সিমুলিয়া দেখি প্রভু জীব প্রতি কয়।
এইত সীমন্তদ্বীপ জানিহ নিশ্চয়।।
গঙ্গার দক্ষিণ তীরে নবদ্বীপ প্রান্তে।
সীমন্ত নামেতে দ্বীপ বলে সব শান্তে।।
কালে এই দ্বীপ গঙ্গা গ্রাসিবে সকল ।

রহিবে কেবল এক স্থান সুনির্ম্মল।।
যথায় সিমূলী নামে পার্ব্বতী পূজন।
করিবে বিষয়ী লোক করহ শ্রবণ।।
কোন-কালে সত্যযুগে দেব মহেশ্বর।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলি নৃত্য করিল বিস্তর।।
পার্ব্বতী জিজ্ঞাসে তবে দেব মহেশ্বরে।
কেবা সে গৌরাঙ্গ দেব বলহ আমারে।।
তোমার অদ্ভুত -নৃত্য করি দরশন।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ- নাম গলে মোর মন।।
এত যে শুনেছি মন্ত্র-তন্ত্র এতকাল।
সে-সব জানিনু মাত্র জীবের জঞ্জাল।।
অতএব বল প্রভু গৌরাঙ্গ সন্ধান।
ভজিয়া তাঁহারে আমি পাইব পরাণ।।
পার্ব্বতীর কথা শুনি দেব পশুপতি।
শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরি কহে পার্ব্বতীর প্রতি।।
আদ্যাশক্তি তুমি হও শ্রীরাধার অংশ।
তোমারে বলিব তত্ত্বগণ অবতংস।
রাধাভাব ল'য়ে কৃষ্ণ কলিতে এবার।
মায়াপুরে শচীগর্ভে হবে অবতার।।
কীর্ত্তন-রঙ্গেতে মাতি প্রভু গোরামণি।
বিতরিবে প্রেমরত্ন পাত্র নাহি গণি।।
এই প্রেমবন্যা-জলে যে জীব না ভাসে।
ধিক্ তার ভাগ্যে দেবি জীবন-বিলাসে।।
প্রভুর প্রতিজ্ঞা স্মরি প্রেমে যাই ভাসি।
ধৈর্য্য না ধরে মন ছাড়িলাম কাশী।।
মায়াপুর অন্তর্ভাগে জাহ্নবীর তীরে।
গৌরাঙ্গ ভজিব আমি রহিয়া কুটিরে।।
ধুর্জ্জটির বাক্য শুনি পার্ব্বতী সুন্দরী।
আইলেন সীমন্তদ্বীপেতে ত্বরা করি।
শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ সদা করেন চিন্তন।
গৌর বলি প্রেমে ভাসে স্থির নহে মন।।
কতদিনে গৌরচন্দ্র কৃপা বিতারিয়া।
পার্ব্বতীরে দেখা দিলা সগণে আসিয়া।।
সুতপ্ত কাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘ কলেবর।
মাথায় চাঁচর কেশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।।
ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্র তার পরিধান।
গলে দোলে ফুলমালা অপূর্ব্ব বিধান।।
প্রেমে গদগদ বাক্য কহে গৌররায়।
বলগো পার্ব্বতী কেন আইলে হেথায়।।
জগতের প্রভু-পদে পড়িয়া পার্ব্বতী।
জানায় আপন দুঃখ স্থির নহে মতি।।
ওহে প্রভু জগন্নাথ জগত-জীবন।
সকলের দয়াময় মোর বিড়ম্বন।।
তব বহির্ম্মুখ জীবে বন্ধন কারণ।
নিযুক্ত করিল মোরে পতিতপাবন।।
আমি থাকি সেই কাজে সংসার পাতিয়া।
তোমার অনন্ত প্রেমে বঞ্চিত হইয়া।।
লোকে বলে যথা কৃষ্ণ মায়া নাহি তথা।
আমি তবে বহির্ম্মুখ হইনু সর্ব্বথা।।
কেমনে দেখিব প্রভু তোমার বিলাস।
তুমি না করিলে পথ হইনু নিরাশ।।
এত বলি শ্রীপার্ব্বতী গৌর-পদধূলি।
সীমন্তে লইল সতী করিয়া আকুলী।।
সেই হৈতে শ্রীসীমন্তদ্বীপ নাম হৈল।
সিমুলিয়া বলি অজ্ঞজনেতে কহিল।।
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র তবে প্রসন্ন হইয়া।

বলিব পার্ব্বতী শুন কথা মন দিয়া।।
তুমি মোর ভিন্ন নও শক্তি সর্ব্বেশ্বরী।
এক শক্তি দুই রূপ মম সহচরী।।
স্বরূপশক্তিতে তুমি রাধিকা আমার।
বহিরঙ্গা রূপে রাধা তোমাতে বিস্তার।।
তুমি নৈলে মোর লীলা সিদ্ধ নাহি হয়।
তুমি যোগমায়ারূপে লীলাতে নিশ্চয়।।
ব্রজে তুমি পৌর্ণমাসীরূপে নিত্যকাল।
নবদ্বীপে প্রৌঢ়ামায়াসহ ক্ষেত্রপাল।।
এত বলি শ্রীগৌরাঙ্গ হৈল অদর্শন।
প্রেমাবিষ্ট হয়ে রহে পার্ব্বতীর মন।।
সীমন্তিনী দেবীরূপে রহে এক ভীতে।
প্রৌঢ়ামায়া মায়াপুরে রহে গৌর-প্রীতে।।
এত বলি নিত্যানন্দ কাজির নগরে।
প্রবেশিল জীবে লয়ে তখন সত্বরে।।
প্রভু বলে, ওহে জীব, শুনহ বচন।
কাজির নগরে এই মথুরা ভুবন।।
হেথা শ্রীগৌরাঙ্গ রায় কীর্ত্তন করিয়া।
কাজি নিস্তারিল প্রভু প্রেমরত্ন দিয়া।।
শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় যেই কংস মথুরায়।
গৌরাঙ্গ-লীলায় চাঁদকাজি নাম পায়।।
এইজন্য প্রভু তারে মাতুল বলিল।
ভয়ে কাজি গৌরপদে শরণ লইল।।
কীর্ত্তন আরম্ভে কাজি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিল।
হোসেন সাহার বলে উৎপাত করিল।।
হোসেনসা সে জরাসন্ধ গৌড়-রাজেশ্বর।
তাহার আত্মীয় কাজি প্রতাপ বিস্তর।।
প্রভু তারে নৃসিংহরূপেতে দেয় ভয়।
ভয়ে কংসসম কাজি জড়সড় হয়।।
তারে প্রেম দিয়া কৈল বৈষ্ণব প্রধান।
কাজির নিস্তার কথা শুনে ভাগ্যবান্।।
ব্রজতত্ত্ব নবদ্বীপতত্ত্বে দেখ ভেদ।
কৃষ্ণ-অপরাধী, লভে নির্ব্বাণ অভেদ।।
হেথা অপরাধী পায় প্রেমরত্ন-ধন।
অতএব গৌরলীলা সর্ব্বোপরি হন।
গৌরধাম গৌরনাম, গৌর-রূপ-গুণ।
অপরাধ নাহি মানে তারিতে নিপুণ।।
যদি অপরাধ থাকে সাধকের মনে।
কৃষ্ণনামে, কৃষ্ণধামে তারে বহুদিনে।।
গৌরনামে, গৌরধামে সদ্য প্রেম হয়।
অপরাধ নাহি তার বাধা উপজয়।।
ঐ দেখ ওহে জীব, কাজির সমাধি।
দেখিলে জীবের নাশ হয় আধি-ব্যাধি।।
এত বলি নিত্যানন্দ প্রেমে গরগর।
চলিলেন দ্রুত শঙ্খবণিক্-নগর।।
তথা গিয়া শ্রীজীবেরে বলেন বচন।
ওই দেখ শরডাঙ্গা অপূর্ব্ব দর্শন।।
শ্রীশরডাঙ্গা নাম অতি মনোহর।
জগন্নাথ বৈসে যথা লইয়া শবর।।
পূর্ব্বে যবে রক্তবাহু দৌরাত্ম্য করিল।
দয়িতা সহিত প্রভু হেথায় আইল।।
শ্রীপুরুষোত্তম সম ঐ ধাম হয়।
নিত্য জগন্নাথস্থিতি তথায় নিশ্চয়।।
তবে তন্তুবায়গ্রাম হইলেন পার।
দেখিলেন খোলাবেচা শ্রীধর-আগার।।
প্রভু বলে, এই সথানে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।

কীর্ত্তন বিশ্রাম কৈল ভক্তে কৃপা করি।।
এই হেতু শ্রীবিশ্রামস্থান এর নাম।
হেথা শ্রীধরের ঘরে করহ বিশ্রাম।।
শ্রীধর শুনিল যবে প্রভু আগমন।
সাষ্টাঙ্গে আসিয়া করে প্রভুর পূজন।।
বলে প্রভু বড় দয়া এ দাসের প্রতি।
বিশ্রাম করহ হেথা আমার মিনতি।।
প্রভু বলে, তুমি হও অতি ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল কৃপা গৌর ভগবান্।।
অদ্য মোরা এই স্থানে করিব বিশ্রাম।
শুনিয়া শ্রীধর তবে হয় আপ্তকাম।।
বহু যত্নে সেবাযোগ্য সামগ্রী লইয়া।
রন্ধন করায় ভক্ত ব্রাহ্মণেরে দিয়া।।
নিতাই শ্রীবাস সেবা হৈলে সমাপন।
আনন্দে প্রসাদ পায় শ্রীজীব তখন।।
নিত্যানন্দ খট্টোপরি করায় শয়ন।
সবংশে শ্রীধর করে পাদসংবাহন।।
অপরাহ্নে শ্রীজীবেরে লইয়া শ্রীবাস।
ষষ্ঠীতীর্থ দেখাইল হইয়া উল্লাস।।
শ্রীবাস কহিল, শুন জীব সদাশয়।
পূর্ব্বে দেবগণ যবে শুনিল নিশ্চয়।।
নবদ্বীপে হবে মহাপ্রভু অবতার।
বিশ্বকর্ম্মা আইলেন নদীয়া নগর।।
প্রভু যেই পথে করিবেন সঙ্কীর্ত্তন।
সেই পথে জলকষ্ট করিতে বারণ।।
এক রাত্রে ষাট কুন্ড কাটিল বিশাই।
শেষ কুণ্ড কাজীগ্রামে করিল কাটাই।।
শ্রীধরের কলাবাগ দেখিতে সুন্দর।
ইহার নিকটে এক দেখ সরোবর।।
এই সরোবরে কভু করি জল-খেলা।
মহাপ্রভু লইলেন শ্রীধরের খোলা।।
অদ্যাবধি মোচা-থোড় লইয়া শ্রীধর।
শ্রীশচীমাতাকে দেয় উল্লাস অন্তর।।
ইহার নিকটে ময়ামারি নাম স্থান।
দেখহ শ্রীজীব আজো আছে বিদ্যমান।।
পৌরাণিক কথা এক করহ শ্রবণ।
তীর্থযাত্রা বলদেব করিল যখন।।
নবদ্বীপে আসি যবে করিল বিশ্রাম।
বিপ্রগণ জানাইল ময়াসুর নাম।।
ময়াসুর-উপদ্রব শুনি হলধর।
মহাবেগে ধরে তারে মাঠের ভিতর।।
মহাযুদ্ধ কৈল দৈত্য বলদেব সাথ।
অবশেষে রাম তারে করিল নিপাত।।
সে অবধি ময়ামারি নাম খ্যাত হৈল।
বহুকাল কথা আজ তোমারে কহিল।।
তালবন নাম এই তীর্থ ব্রজপুরে।
সদা ভাগ্যবান জন নয়নেতে স্ফুরে।।
সেই রাত্রে সেই স্থানে থাকিলেন সবে।
পরদিন যাত্রা করে হরি হরি রবে।।
নিতাই জাহ্নবা-পদছায়া যার আশ।
নদীয়া-মাহাত্ম্য করে এ দাস প্রকাশ।।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীসুবর্ণবিহার, শ্রীদেবপল্লী

জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র জয় প্রভু নিত্যানন্দ, জয়াদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় শ্রীবাসাদিভক্ত, গৌরপদে অনুরক্ত, জয় নবদ্বীপধামবর।।
ছাড়িয়া বিশ্রামস্থান, শ্রীজীবে লইয়া যান, যথা গ্রাম সুবর্ণবিহার।
ওহে জীব প্রভুকয়, অপূর্ব্ব এ স্থান হয়, নবদ্বীপ প্রকৃতির পার।।
সত্যযুগে এই স্থানে, ছিল রাজা সবে জানে, শ্রীসুবর্ণসেন তার নাম।
বহুকাল রাজ্য কৈল, পরেতে বার্দ্ধক্য হৈল, তবু নাহি কার্য্যেতে বিশ্রাম।।
বিষয়ে আবিষ্ট চিত্ত, কিসে বৃদ্ধি হয় বিত্ত, এই চিন্তা করে নরবর।
কি জানি কি ভাগ্যবশে, শ্রীনারদ তথা আইসে, রাজা তাঁরে পূজিল বিস্তর।।
নারদের দয়া হৈল, তত্ত্ব-উপদেশ কৈল, রাজারে ত' লইয়া নির্জ্জনে।
নারদ কহেন রায়, বৃথা তব, দিন যায়, অর্থচিন্তা করি মনে মনে।।
অর্থকে অনর্থ জান, পরমার্থ দিব্যজ্ঞান, হৃদয়ে ভাবহ একবার।
দারা-পুত্র-বন্ধুজন, কেহ নহে নিজ-জন, মরণেতে কেহ নহে কার।।
তোমার মরণ হলে, দেহটি ভাসায়ে জলে, সবে যাবে গৃহে আপনার।
তবে কেন মিথ্যা আশা, বিষয়জল-পিপাসা, যদি কেহ নাহি হৈল কার।।
যদি বল লভি সুখ, জীবনে না পাই দুঃখ, অতএব অর্থচেষ্টা করি।
সেহ মিথ্যা কথা রায়, জীবন অনিত্য হয়, নাহি রহে শত বর্ষোপরি।।
অতএব জান সার, যেতে হবে মায়াপার, যথা সুখে দুঃখ নাহি হয়।
কিসে বা সাধিব বল, সেই ত' অপূর্ব্ব ফল, যাহে নাহি শোক দুঃখ ভয়।।
কেবল বৈরাগ্য করি, তাহা না পাইতে পারি, কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই।
বৈরাগ্য জ্ঞানের বলে, বিষয়বন্ধন গলে, জীবের কৈবল্য হয় ভাই।।
কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্ব্বনাশ বলি তাই, কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার।
এদিকে বিষয় গেল, শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল, কৈবল্যের করহ বিচার।।
অতএব জ্ঞানী জন, ভুক্তি-মুক্তি নাহি লন, কৃষ্ণভক্তি করেন সাধন।
বিষয়েতে অনাসক্তি, কৃষ্ণপদে অনুরক্তি, সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন।।

জীব সে কৃষ্ণের দাস, ভক্তি বিনা সর্ব্বনাশ, ভক্তিবৃক্ষে ফলে প্রেমফল।
সেই ফল প্রয়োজন, কৃষ্ণপ্রেম নিত্যধন, ভুক্তিমুক্তি তুচ্ছ সে সকল।।
কৃষ্ণচিদানন্দ রবি, মায়া তার ছায়া-ছবি, জীব তার কিরণানুকণ।
তটস্থ ধর্ম্মের বশে, জীব যদি মায়া স্পর্শে, মায়া তারে করয়ে বন্ধন।।
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ যেই, মায়াস্পর্শী জীব সেই, মায়া স্পর্শে কর্ম্মসঙ্গ পায়।
মায়াজালে ভ্রমি মরে, কর্ম্মজ্ঞানে নাহি তরে, কষ্টনাশ মন্ত্রণা করায়।।
কভু কর্ম্ম আচরয়, অষ্টাঙ্গাদি যোগময়, কভু ব্রহ্মজ্ঞান আলোচন।
কভু কভু তর্ক করে, অবশেষে নাহি তরে, নাহি মানে আত্মতত্ত্বধন।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে, ভক্তজনসঙ্গ হবে, তবে শ্রদ্ধা লভিবে নির্ম্মল।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভজি, হৃদয়-অনর্থ ত্যজি, নিষ্ঠা লাভ করে সুবিমল।।
ভজিতে ভজিতে তবে, সেই নিষ্ঠা রুচি হবে, ক্রমে রুচি হইবে আসক্তি।
আসক্তি হইবে ভাব, তাহে হবে প্রেমলাভ, এই ক্রমে হয় শুদ্ধভক্তি।।
শ্রবণ-কীর্ত্তন মতি, সেবা-কৃষ্ণার্চ্চন নতি, দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদন।
নবধা সাধন এই ভক্তসঙ্গে করে যেই, সেই লভে কৃষ্ণপ্রেমধন।।
তুমি রাজা ভাগ্যবান্ নবদ্বীপে তব স্থান, ধামবাসে তব ভাগ্যোদয়।
সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা পেয়ে, কৃষ্ণনাম-গুণ গেয়ে, প্রেমসূর্য্যে করাও উদয়।।
ধন্য কলি আগমনে, হেতা কৃষ্ণ লয়ে গণে, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রকাশিবে।
যেই গৌরনাম লবে, তাতে কৃষ্ণকৃপা হবে, ব্রজে বাস সেইত করিবে।।
গৌরনাম না লইয়া, যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া, সেই কৃষ্ণ বহুকালে পায়।
গৌরনাম লয় যেই, সদ্য কৃষ্ণ পায় সেই, অপরাধ নাহি রহে তায়।।
বলিতে বলিতে মুনি, অধৈর্য্য হয়, অমনি, নাচিতে লাগিল গৌর বলি।
গৌরহরি বোল ধরি, বীণা বলে গৌরহরি, কবে সে আসিবে ধন্য কলি।।
এই সব বলি তা'য়, নারদ চলিয়া যায়, প্রেমোদয় হইল রাজার।
গৌরাঙ্গ বলিয়া নাচে, সাধু হৈতে প্রেম যাচে, বিষয় বাসনা ঘুচে তাঁর।।
নিদ্রাকালে নরবর, দেখে গৌর-গদাধর, সপার্ষদে তাঁহার অঙ্গনে।
নাচে হরে কৃষ্ণ বলি, করে সবে কোলাকুলি, সুবর্ণপ্রতিমা গৌর সনে।।
নিদ্রা ভাঙ্গি নরপতি, কাতর হইল অতি, গৌর লাগি করয়ে ক্রন্দন।
দৈববাণী হৈল তায়, প্রকট সময়ে রায়, হবে তুমি পার্ষদে গণন।।

বুদ্ধিমন্ত খাঁন নাম, পাইবে হে গুণধাম, সেবিবে গৌরাঙ্গ-শ্রীচরণ।
দৈববাণী কানে শুনি, স্থির হৈল নরমণি, করে তবে গৌরাঙ্গ-ভজন।।
নিত্যানন্দ কথা শেষে, নারদের শক্ত্যাবেশে, শ্রীবাস হইল অচেতন।
মহাপ্রেমাবেশে তবে, গৌরনামামৃতাসবে, ভূমে লোটে শ্রীজীব তখন।।
আহা কি গৌরাঙ্গরায়, দেখিব আমি হেথায়, সুবর্ণ পুতলি গোরামণি।
বলিতে বলিতে তবে, শ্রীগৌরকীর্ত্তন সবে, নয়নেতে দেখায় অমনি।।
আহা সে অমিয় জিনি, গৌরাঙ্গের রূপখানি নাচিতে লাগিল সেইখানে।
তবে নিত্যানন্দ রায়, গৌরাঙ্গের গুণ গায়, অদ্বৈত সহিত সর্ব্বজনে।।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে, সঙ্কীর্ত্তন সুবিরাজে, পূর্ব্বলীলা হইল বিস্তর।
কত যে আনন্দ হয়, বর্ণিতে শকতি নয়, বেলা হইল দ্বিতীয় প্রহর।।
তবেত চলিল সবে, গৌরগীত-কলরবে দেবপল্লি গ্রামের ভিতর।
তথায় বিশ্রাম কৈল দেবের অতিথি হইল, মধ্যাহ্ন-ভোজন অতঃপর।।
দিবসের শেষ যামে, সকলে ভ্রময় গ্রামে, প্রভু নিত্যানন্দ তবে কয়।
দেবপল্লী এই হয়, শ্রীনৃসিংহ-দেবালয়, সত্যযুগ হৈতে পরিচয়।।
প্রহ্লাদেরে দয়া করি, হিরণ্যে বধিয়া হরি, এই স্থানে করিল বিশ্রাম।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, নিজ নিজ নিকেতন, করি এক বসাইল গ্রাম।।
মন্দাকিনীতট ধরি, টিলায় বসতি করি, নৃসিংহ-সেবায় হৈল রত।
শ্রীনৃসিংহক্ষেত্র নাম, নবদ্বীপে এই ধাম, পরমপাবন শাস্ত্রমত।।
সূর্য্যটিলা, ব্রহ্মটীলা, নৃসিংহ পূরবে ছিলা, এবে স্থান হৈল বিপর্য্যয়।
গণেশের টিলা হেব, ইন্দ্রটীলা তার পর, এইরূপ বহু টিলাময়।।
বিশ্বকর্ম্মা মহাশয়, নির্ম্মিলা প্রস্তরময়, কত শত দেবের বসতি।
কালে সব লোপ হৈল, মন্দাকিনী শুকাইল, টিলামাত্র আছয় সম্প্রতি।।
শিলাখণ্ড অগণন, কর এবে দরশন, সেই সব মন্দিরের শেষ।
পুনঃ কিছুদিন পরে, এক ভক্ত নরবরে, পাবে নৃসিংহের কৃপা-লেশ।।
বৃহৎ মন্দির করি, বসাইবে নরহরি, পুনঃ সেবা করিবে প্রকাশ।
নবদ্বীপ-পরিক্রমা, তার এই এক সীমা, ষোলক্রোশ মধ্যে এই বাস।।
নিতাই-জাহ্নবাপদ, যে জনার সম্পদ, সেই ভক্তিবিনোদ কাঙ্গাল।
নবদ্বীপ সুমহিমা, নাহি তার কভু সীমা, তাহা গায় ছাড়ি মায়াজাল।।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীহরিহরক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী, শ্রীগোদ্রুম

জয় জয় জয় শ্রীশচীসূত।
জয় জয় জয় শ্রীঅবধূত।।
সীতাপতি জয় ভকতরাজ।
গদাধর জয় ভক্তসমাজ।।
জয় নবদ্বীপ সুন্দরধাম।
জয় জয় জয় গৌর কি নাম।।
নিতাই সহিত ভকতগণ।
হরি হরি বলি চলে তখন।।
ভাবে ঢল ঢল নিতাই চলে।
প্রেমে আধ আধ বচন বলে।
ঝর ঝর ঝরে আঁখির জল।
গোরা গোরা বলি হয় বিকল।।
ঝক্‌মক্ করে ভূষণ মাল।
রূপে দশদিক্ হইল আল।।
শ্রীবাস নাচিছে জীবের সনে।
কভু কাঁদে কভু নাচে সঘনে।।
আর যত সব ভকতগণ।
নাচিতে নাচিতে চলে তখন।।
অলকানন্দার নিকট আসি।
বলেন নিতাই আনন্দে ভাসি।।
বিল্বপক্ষগ্রাম পশ্চিমে ধরি।
মন্দাকিনী আসে নদীয়া ঘেরি।।
সুবর্ণবিহার দেখিলে যথা।
মন্দাকিনী ছাড়ে অলকা তথা।
অলকানন্দার পূরব পারে।
হরিহর ক্ষেত্র গণ্ডক ধারে।।
শ্রীমূর্ত্তিপ্রকাশ হইবে কালে।
সুন্দর কানন শোভিবে ভালে।।
অলকা পশ্চিমে দেখহ কাশী।
শৈব-শাক্ত সেবে মুকতি দাসী।।
বারাণসী হতে এধাম পর।
হেথায় ধুর্জ্জটি পিনাকধর।।
গৌর গৌর বলি সদাই নাচে।
নিজ জনে গৌর-ভকতি যাচে।।
সহস্র বরষ কাশীতে বসি।
লভে সে মুকতি জ্ঞানেতে ন্যাসী।।
তাহাত হেথায় চরণে ঠেলি।
নাচেন ভকত গৌরাঙ্গ বলি।।
নির্য্যাণ সময়ে এখানে জীব।
কানে গৌর বলি তারেন্ শিব।।
মহাবারাণসী এ ধাম হয়।
জীবের মরণে নাহিক ভয়।।
এত বলি তথা নিতাই নাচে।
গৌরহরিপ্রেম জীবেরে যাচে।।
অলক্ষ্যে তখন কৈলাসপতি।
নিতাই-চরণে করিল নতি।।
গৌরীসহ শিব গৌরাঙ্গ নাম।
গাইয়া গাইয়া পূরয় কাম।।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর নিতাই তবে।
ভকত-সঙ্গেতে চলিল যবে।।
গাদিগাছা গ্রামে পৌঁছিল আসি।
তথায় আসিয়া কহিল হাসি।।
গোদ্রুম নামেতে এ দ্বীপ হয়।
সুরভি সতত এখানে রয়।।
কৃষ্ণমায়াবশে দেবেন্দ্র যবে।
ভাসায় গোকুল নিজ গৌরবে।।
গোবর্দ্ধন গিরি ধরিয়া হরি।
রক্ষিল গোকুল যতন করি।।
ইন্দ্রদর্পচূর্ণ হইলে পর।
শচীপতি চিনে সারঙ্গধর।।
নিজ অপরাধ মার্জ্জন তরে।
পড়িল কৃষ্ণের চরণ ধরে।।
দয়ার সমুদ্র নন্দতনয়।
ক্ষমিল ইন্দ্রেরে দিল অভয়।।
তথাপি ইন্দ্রের রহিল ভয়।
সুরভি নিকটে তখন কয়।।
কৃষ্ণলীলা মুই বুঝিতে নারি।
অপরাধ মম হইল ভারি।।
শুনেছি কলিতে ব্রজেন্দ্রসুত।
করিবে নদীয়া লীলা-অদ্ভুত।।
পাছে সে সময় মোহিত হব।
অপরাধী পুনঃ হয়ে রহিব।।
তুমিত সুরভি সকল জান।
করহ এখন তাহার বিধান।।
সুরভি বলিল চলহ যাই।
নবদ্বীপ-ধামে ভজি নিমাই।
দেবেন্দ্র সুরভি হেথায় আসি।
গৌরাঙ্গ ভজন করিল বসি।।
গৌরাঙ্গ-ভজন সহজ অতি।
সহজ তাহার ফল বিততি।।
গৌরাঙ্গ বলিয়া ক্রন্দন করে।
গৌরাঙ্গ দর্শন হয় সত্বরে।।
কিবা অপরূপ রূপলাবণি।
দেখিল গৌরাঙ্গ প্রতিমাখানি।।
আধ আধ হাসি বরদ রূপ।
প্রেমে গদগদ রসের কূপ।।
হাসিয়া বলেন ঠাকুর মোর।
জানিনু বাসনা আমিত তোর।।
অল্পদিন আছে প্রকটকাল।
নদীয়া-নগরে দেখিবে ভাল।।
সে লীলা সময়ে সেবিবে মোরে।
মায়াজাল আর না ধরে তোরে।।
এত বলি প্রভু অদৃশ্য হয়।
সুরভি সুন্দরী তথায় রয়।।
অশ্বত্থ নিকটে রহিলা দেবী।
নিরন্তর গৌর-চরণ সেবি।।
গোদ্রুমদ্বীপ ত' হইল নাম।
হেথায় পুরয় ভকত-কাম।।
হেথায় কুটীর বাঁধিয়া ভজে।
অনায়াসে গৌর-চরণে মজে।।
এই দ্বীপে কভু মৃকণ্ডসুত।
প্রলয়ে আছিল কথা অদ্ভুত।।
সাতকল্প আয়ু পাইল মুনি।
প্রলয়ে বড়ই বিপদ্ গণি।।

জলময় হৈল সমস্ত স্থান।
কোথা বা রহিবে করে সন্ধান।।
ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়।
কেন হেন বর লইনু হায়।।
ষোলক্রোশ মাত্র নদীয়া ধাম।
জাগিয়া ভকতে দেয় বিশ্রাম।।
জলের তরঙ্গে ভাসিয়া মুনি।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে অমনি।।
মহাকৃপা করি সুরভি তায়।
যতনে মুনিরে হেথায় উঠায়।।
সম্বিৎ লভিয়া মৃকণ্ডসুত।
দেখিল গোদ্রুমদ্বীপ অদ্ভুত।।
শতকোটি ক্রোশ বিস্তার স্থান।
নদ-নদী শোভা প্রকাশমান।।
তরুলতা কত শোভয় তথা।
পক্ষিগণ গায় শ্রীগৌর-গাথা।।
যোজনবিস্তার অশ্বত্থ হের।
সুরভিকে তথা দর্শন কর।।
ক্ষুধায় আকুল মুনি তখন।
সুরভির প্রতি বলে বচন।।
তুমি ভগবতি রাখহ প্রাণ।
দুগ্ধ দিয়া মোরে করহ ত্রাণ।।
সুরভি তখন সদয় হয়ে।
পিয়ায়িল দুগ্ধ মুনিরে লয়ে।।
সবল হইয়া মৃকণ্ডসূনু।
সুরভির প্রতি কহয় পুনঃ।
তুমি ভগবতি জননী মোর।
তোমার মায়ায় জগৎ ভোর।।
না বুঝিয়া আমি লয়েছি বর।
সপ্তকল্প জীব হয়ে অমর।।
প্রলয় সমরে বড়ই দুখ।
নানাবিধ ক্লেশ নাহিক সুখ।।
কি করি জননী বলগো মোরে।
কিসে বা যাইব এ দুখ ত'রে।।
সুরভি তখন বলিল বাণী।
ভজহ গৌরপদ দু'খানি।।
এই নবদ্বীপ প্রকৃতির পার।
কভু নাশ নাহি হয় ইহার।।
চর্ম্মচক্ষে ইহা ষোড়শ ক্রোশ।
পরম বৈকুণ্ঠ সদা নির্দ্দোষ।।
অপ্রাকৃত দেশ কাল এখানে।
জড় মায়া কেবা কেহ না জানে।।
নবদ্বীপে দেখ অপূর্ব্ব অতি।
চারিদিকে বেড়ে বিরজা সতী।।
শতকোটী ক্রোশ প্রত্যেক খণ্ড।
মধ্যে মায়াপুর নগর গণ্ড।।
অষ্টদল অষ্টদ্বীপের মান।
অন্তর্দ্বীপ তার কেশর স্থান।।
সর্ব্বতীর্থ সর্ব্ব দেবতা ঋষি।
গৌরাঙ্গ ভজিছে হেথায় বসি।।
তুমি মার্কণ্ডেয় গৌরাঙ্গপদ।
আশ্রয় করহ জানি সম্পদ।।
অকৈতব ধর্ম্ম আশ্রয় কর।
ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছা সুদূরে ধর।।
গৌরাঙ্গ-ভজন-আশ্রয়-বলে।
মধুর প্রেম ত' লভিবে ফলে।।

সেই প্রেম যবে হৃদয়ে বসে।
ভাসায় বিলাস-কলার রসে।।
ব্রজে রাধাপদ আশ্রয় হয়।
যুগল-সেবায় মানস রয়।।
সেবার সুখ অতুল জান।
অভেদ নির্ব্বাণে অপার্থ জ্ঞান।।
সুরভিবচন শুনিয়া মুনি।
করযোড়ে করি বলে অমনি।।
শ্রীগৌরচরণ ভজিব যবে।
আমার অদৃষ্ট কোথায় রবে।।
সুরভি কহিল সিদ্ধান্তসার।
শ্রীগৌরভজনে নাহি বিচার।।
শ্রীগৌর বলিয়া ডাকিবে যবে।
সমস্ত করম বিনাশ হবে।
কিছু নাহি রবে বিপাক আর।
ঘুচিবে তোমার ভব সংসার।।
কর্ম্ম কেনে একা জ্ঞানের ফল।
ঘুচিবে সমূলে হয়ে বিকল।।
তুমিত মজিবে গৌরাঙ্গরসে।
ভজিবে তাঁহার এ দ্বীপে বসে।।
মার্কণ্ডেয় শুনি আনন্দে ভাসে।
গৌর বলি কাঁদে কখন হাসে।।
এই দেখ জীব অপূর্ব্ব স্থান।
মার্কণ্ডেয় যথা পাইল প্রাণ।।
গৌরাঙ্গ মহিমা নিতাই মুখে।
শুনি জীব ভাসে পরম সুখে।।
সে স্থানে সেদিন যাপন করি।
মধ্যদ্বীপে চলে বলিয়া হরি।।
নিতাই-জাহ্নবা-চরণ সার।
জানিয়া ভক্তিবিনোদ ছার।।
নিতাই আদেশ মস্তকে ধরে।
নদীয়া-মহিমা বর্ণন করে।।

* * *

নবম অধ্যায়

শ্রীমধ্যদ্বীপ ও নৈমিষ বর্ণনা।

জয় গৌরচন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ, জয় জয় গদাধর।
শ্রীবাসাদি জয়, জয় ভক্তালয়, নবদ্বীপ ধামবর।।
নিশি অবসানে, মত্ত গৌরগানে, চলিলেন নিত্যানন্দ।
সঙ্গে ভক্তগণ, প্রেমেতে মগন, বিস্তারিয়া পরানন্দ।।
মধ্যদ্বীপে আসি, বলে হাসি হাসি, এই ত' মাজিদা গ্রাম।
হেথা সপ্ত ঋষি, ভজি গৌরশশী, করিলেন সুবিশ্রাম।।
পিতৃ-সন্নিধানে, গৌর-গুণগানে, সত্যযুগে ঋষিগণ।
হইয়া মগন, যাচিল তখন, গৌরপ্রেম নিত্যধন।।
ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ, পেয়ে বড় সুখ, সপ্তপুত্রে বলে তবে।
নবদ্বীপে যাও, গৌরগুণ গাও, অনায়াসে প্রেম হবে।।
ধাম-কৃপা সার, লাভ হয় যার, তার হয় সাধু সঙ্গ।
সাধুসঙ্গে ভজে, কৃষ্ণপ্রেমে মজে, এইত' পরম রঙ্গ।।
নবদ্বীপে রতি, লভে যার মতি, সেই পায় ব্রজবাস।
অপ্রাকৃত ধাম, গৌরহরি নাম, কেবল সাধুর আশ।।
পিতৃ-উপদেশ, বুঝিয়া বিশেষ, সপ্তঋষি আসি তবে।
হরি বলি নাচে, গৌর-প্রেম যাচে, গায় গুণ উচ্চরবে।।
বলে গৌরহরি, অনুগ্রহ করি, দেখা দেও একবার।
নানা ধর্ম্ম সাধি, হৈনু অপরাধী, ভক্তি এবে কৈনু সার।।
ভক্তিনিষ্ঠা করি, ভজি গৌরহরি, ঋষিগণ করে তপ।
কিছু নাহি খায়, নিদ্রা নাহি যায়, গৌরনাম করে জপ।।
মধ্যাহ্ন সময়, গৌর দয়াময়, দেখা দিল ঋষিগণে।
শতসূর্য্য-প্রভা, যোগি-মনলোভা, শুদ্ধ পঞ্চতত্ত্ব সনে।।
কিবা সেই রূপ, অতি অপরূপ, সুবর্ণ সুন্দর মূর্ত্তি।
গলে বনমালা, দিক্ করে আলা, তাহে আভরণ স্ফূর্ত্তি।।

চাহনি সুন্দর, চিকুর চাঁচর, চন্দনের বিন্দু ভালে।
ত্রিকচ্ছ বসন, সূত্র শোভন, শোভিত মল্লিকা-মালে।।
সেরূপ দেখিয়া, মোহিত হইয়া, সবে করে নিবেদন।
তোমার চরণ, লইনু শরণ, দেহ পদে ভক্তিধন।।
শুনি গৌরহরি, বলে দয়া করি, শুন ওহে ঋষিগণ।
ছাড়ি অভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্ম-পাশ, কর কৃষ্ণ আলোচন।।
স্বল্প দিনান্তরে, নদীয়া-নগরে, হইবে প্রকট-লীলা।
তুমি সবে তবে, দর্শন করিবে, নাম-সঙ্কীর্ত্তন-খেলা।।
এ কথা এখন, রাখহ গোপন, আমার বচন ধর।
শ্রীকুমারহট্টে, নিজকৃত ঘট্টে, কৃষ্ণের ভজন কর।।
গৌর-অদর্শনে, সপ্তর্ষি তখনে, কুমার-হট্টেতে যায়।
এ স্থানে এখন, কর দরশন, সপ্তটীলা শোভা পায়।।
সপ্তর্ষি আকাশে, যেমত প্রকাশে, সপ্তটীলা তার সম।
হেথা বাস করি, পায় গৌর হরি, না সাধি নিয়ম-যম।।
ইহার দক্ষিণে, দেখহ নয়নে, আছে এক জলাধার।
এই ত' গোমতী, সুপবিত্র অতি, নৈমিষ-কানন আর।।
পুরা কল্পে কলি, হৈলে মহাবলী, শৌনকাদি ঋষিগণ।
সুতের শ্রীমুখে, শুনে সবে সুখে, গৌর-ভাগবত-ধন।
হেথা যেই জন, পুরাণ পঠন, করয় কার্ত্তিক মাসে।
সর্ব্বক্লেশ ত্যজে, গৌর-রঙ্গে মজে, ব্রজ লভে অনায়াসে।।
কভু পঞ্চানন, ছাড়ি বৃষাসন, শ্রীহংসবাহন হয়ে।
শুনিল পুরাণ, গৌরগুণগান, আপন ভকত লয়ে।।
গাইয়া গাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া, শৈব যত কাশীবাসী।
পঞ্চাননে ঘেরি, বলি গৌরহরি, পুষ্প ফেলে রাশি রাশি।।
নিতাই-বচন, শুনিয়া তখন, জীবের উথলে ভাব।
গড়াগড়ি যায়, ধৈরয না পায়, আস্বাদে ধাম-প্রভাব।।
সেদিন যাপন, করে ভক্তগণ, নিতাইচাঁদের সনে।
পরদিন সবে, চলিলেন তবে, শ্রীপুষ্কর দরশনে।।
জাহ্নবা-নিতাই, ভজন সদাই, যাহার অন্তরে জাগে।
নদীয়া মহিমা, ভক্ত-মধুরিমা, গাইছে সে জন রাগে।।

দশম অধ্যায়

শ্রীব্রাহ্মণপুষ্কর, শ্রীউচ্চহট্টাদি বর্ণন ও পরিক্রমা-প্রকার কথন

জয় গৌর-নিত্যানন্দ অদ্বৈত সহিত।
জয় গদাধর জয় শ্রীবাস পণ্ডিত।।
জয় নবদ্বীপ শুদ্ধ প্রেমভক্তিধাম।
জয় জয় জয় গৌর-নিত্যানন্দ-নাম।।
শুনহে কলির জীব ছাড়ি জ্ঞান-কর্ম্ম।
নিতাই-চৈতন্য ভজ ত্যজি ধর্ম্মাধর্ম্ম।।
দয়ার সমুদ্র সেই গৌর-নিত্যানন্দ।
অকাতরে দিবে ভাই সার ব্রজানন্দ।।
যামিনী প্রভাত হৈলে নিত্যানন্দ রায়।
জীবেরে লইয়া ধামভ্রমণেতে যায়।।
বলে, দেখ জীব এই গ্রাম মনোহর।
এখন ব্রাহ্মণপুরা ডাকে সর্ব্ব নর।।
ব্রাহ্মণপুষ্কর নাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
হেথা যে রহস্য তাহা অতি গুহ্য হয়।।
সত্যযুগে দিবদাস নামেতে ব্রাহ্মণ।
গৃহ ত্যজি করে সর্ব্বতীর্থ দরশন।।
পুষ্করতীর্থেতে তার হৈল বড় প্রীত।
তথাপি ভ্রমিতে নবদ্বীপে উপস্থিত।।
এই স্থানে রাত্রযোগে দেখিল স্বপন।
হেথা বাস কর বিপ্র পাবে নিত্যধন।।
এই স্থানে কুটীর বাঁধিয়া দিবদাস।
বৃদ্ধকালাবধি তেঁহে করিলেন বাস।।
বৃদ্ধকালে চলিতে অশক্ত দ্বিজবর।
ইচ্ছা হৈল, এবে আমি দেখিব পুষ্কর।।
চলিতে না পারে দ্বিজ করয় ক্রন্দন।
আর না পাইব আমি পুষ্কর দর্শন।।
তখন পুষ্কররাজ সদয় হইল।
দ্বিজরূপে দিবদাসে দরশন দিল।।
দিবদাসে বলে বিপ্র না কর ক্রন্দন।
তোমার সম্মুখে এই কুণ্ড সুশোভন।।
এই কুণ্ডে স্নান তুমি কর একবার।
প্রত্যক্ষ হইবে তীর্থ পুষ্কর তোমার।।
তাহা শুনি কুণ্ডে স্নান করে দ্বিজবর।
দিব্যচক্ষু লভি দেখে সম্মুখে পুষ্কর।।
ক্রন্দন করিয়া দ্বিজ পুষ্করে বলিল।
আমা লাগি বড় ক্লেশ তোমার হইল।।
পুষ্কর বলেন, শুন দ্বিজ ভাগ্যবান্।
দূর হৈতে না আসিনু হেথা বিদ্যমান্।।
এই নবদ্বীপধাম সর্ব্বতীর্থময়।
নবদ্বীপে সেবি হেথা থাকে তীর্থচয়।।
আমার স্বরূপ এক পাশ্চাত্যে প্রকাশ।
নিজে আমি এই স্থানে নিত্য করি বাস।।
শতবার কেহ সেই তীর্থে করি স্নান।
যেই ফল পায় হেথা সে ফল বিধান।।
অতএব নবদ্বীপ ছাড়ি যেই জন।
অন্য তীর্থ আশা করে সে মূঢ় দুর্জ্জন।।

সর্ব্বতীর্থ ভ্রমি যদি হয় ফলোদয়।
নবদ্বীপে তবে তার বাসস্থান হয়।।
ঐ দেখ উচ্চস্থান হট্টের সমান।
কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত তথা বিদ্যমান্।।
সরস্বতী দৃষদ্বতী দুই পার্শ্বে তার।
অতি শোভা পায় পূণ্য করয়ে বিস্তার।।
ওহে বিপ্র, গূঢ় কথা বলিব তোমায়
অতি অল্পকালে হবে আনন্দ হেথায়।।
মায়াপুরে শচীগৃহে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
প্রকট হইয়া প্রেম বিলাবে বিস্তর।।
এই্ সব স্থানে প্রভু ভক্তবৃন্দ লয়ে।
সঙ্কীর্ত্তনরসে নাচিবেন মত্ত হয়ে।।
সর্ব্ব অবতারে ছিলা যে যে ভক্তগণ।
সকলে লইয়া প্রভু করিবে কীর্ত্তন।।
প্রেম-বন্যা-জলে সর্ব্ব জগৎ ভাসাবে।
কুতার্কিক বিনা সবে মহাপ্রেম পাবে।।
এই্ ধামনিষ্ঠাকরি যেবা করে বাস।
তারে মিলে গৌরপদ ওহে দিবদাস।।
কোটী কোটী বর্ষ করি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।
তথাপি নামেতে রতি না পায় দুর্জ্জন।।
গৌরাঙ্গ ভজিলে দুষ্টভাব দূরে যায়।
অল্প দিনে ব্রজধামে রাধা-কৃষ্ণ পায়।।
নিজ সিদ্ধদেহ পায় সখীর আশ্রয়।
নিজ কুঞ্জ শ্রীযুগলসেবা তার হয়।।
ওহে বিপ্র, হেথা থাকি করহ ভজন।
সপার্ষদে শ্রীগৌরাঙ্গ পাবে দরশন।।
এই কথা বলি তীর্থরাজ গেল চলি।
শুনিল আকাশবাণী আইসে ধন্য কলি।।
তুমি বিপ্র সেই কালে জন্মিবে আবার।
শ্রীগৌরকীর্ত্তন প্রেমে দিবে ত' সাঁতার।।
এত শুনি দিবদাস নিশ্চিন্ত হইল।
এই কুণ্ডতীরে বসি ভজন করিল।।
এসব পুরাণ কথা শ্রীজীবে কহিয়া।
উচ্চহট্ট কুরুক্ষেত্রে প্রবেশিলা গিয়া।।
নিত্যানন্দ বলে হেথা সর্ব্বদেবগণ।
কুরুক্ষেত্রে তীর্থ-সহ কৈল আগমন।।
ব্রহ্মাবর্তে কুরুক্ষেত্র যত তীর্থ ছিল।
সর্বতীর্থ আসি হেথা বিরাজ করিল।।
পৃথুদক আদি করি সব হেথা বৈসে।
সবে নবদ্বীপ সেবা করে অনায়াসে।
শতবর্ষ কুরুক্ষেত্রে বাসে যেই ফল।
হেথা একরাত্র বাসে লভে সে-সকল।।
প্রভু বলে, হেতা বাস করি দেবগণ।
হট্ট করি গৌরকথা করে আলোচন।।
হট্টডাঙ্গা বলি নাম হইল ইহার।
ইহার দর্শনে পায় প্রেমপারাবার।।
এই এক সীমা জীব দেখ নদীয়ার।
এবে চল যাই মোরা ভাগীরথী পার।।
ভাগীরথী পার হয়ে মধ্যাহ্ন সময়।
কোলদ্বীপে নিত্যানন্দ হইল উদয়।।
কুলিয়াপাহাড় পুরে যাইতে যাইতে।
শ্রীজীবে নিতাইচাঁদ লাগিল কহিতে।।
যে ক্রমে আইনু মোরা হয়ে গঙ্গাপার।
সেই ক্রম সিদ্ধ-ক্রম পরিক্রমা-সার।।
যবে প্রভু শ্রীচৈতন্য লয়ে নিজগণ।
করিলেন শ্রীচৌদ্দমাদল সঙ্কীর্ত্তন।।

কাজিরে শোধিতে প্রভু সন্ধ্যা আগমনে।
মায়াপুর ছাড়ি চলে লয়ে ভক্তজনে।।
সেই রাত্র ব্রহ্মারাত্র শীঘ্র নহে শেষ।
এই ক্রমে মহাপ্রভু ভ্রমে নিজ দেশ।।
তারপর প্রতি একাদশী তিথি ধরি।
ভ্রমিলা আমার প্রভু সঙ্কীর্ত্তন করি।।
কভু পঞ্চক্রোশ ভ্রমে অন্তর্দ্বীপময়।
কভু অষ্টক্রোশ ভ্রমে যেন মনে লয়।।
নিজ গৃহ হৈতে বারকোণা ঘাট ছাড়ি।
দীর্ঘিকা বেষ্টনে যায় শ্রীধরের বাড়ী।।
তথা হৈতে অন্তর্দ্বীপ-সীমা ভ্রমি আসে।
পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা হয় অনায়াসে।।
সিমুলিয়া হয়ে কাজিগৃহ বেড়ি চলে।
শ্রীধরে সম্ভাষি আইসে গাদিগাছা স্থলে।।
মাজিদা হইতে হয় ভাগীরথী পার।
পারডাঙ্গা ছিনাডাঙ্গা পুলিন বিস্তার।।
ছাড়িয়া জাহ্নবী পার হইয়া তখন।
অষ্টক্রোশ ভ্রমি চলে আপন ভবন।।
সিদ্ধ-পরিক্রমা হয় পূর্ণ ষোলক্রোশ।
সেই পরিক্রমা কৈলে প্রভুর সন্তোষ।।
সেই পরিক্রমা আমি তোমারে করাই।
ইহার সমান পরিক্রমা আর নাই।।
বৃন্দাবন ষোলক্রোশ দ্বাদশ কানন।
এই পরিক্রমা মধ্যে পাবে দরশন।।
নবরাত্রে এই পরিক্রমা শেষ হয়।
নবরাত্র বলি এর নাম শাস্ত্রে কয়।।
পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা একদিনে করে।
রাত্রত্রয় অষ্টক্রোশ পরিক্রমা ধরে।।
একরাত্র মায়াপুরে দ্বিতীয় গোদ্রুমে।
পুলিনে তৃতীয় রাত্র সেই ক্রমে ভ্রমে।।
শুনি পরিক্রমা-তত্ত্ব জীব মহাশয়।
প্রেমেতে অধৈর্য হয়ে কতক্ষণ রয়।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া আশ যার।
নদীয়া-মহিমা বর্ণে অকিঞ্চন ছার।।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীশ্রীকোলদ্বীপ, শ্রীসমুদ্রগড়, শ্রীচম্পহট্ট ও শ্রীশ্রীজয়দেব-কথা বর্ণন

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।।
জয় জয় গৌড়ভূমি সর্ব্বভূমি সার।
যথা নামসহ শ্রীচৈতন্য-অবতার।।
নিত্যানন্দ-প্রভু বলে, শুন সর্ব্বজন।
পঞ্চবেণীরূপে গঙ্গা হেথায় মিলন।।
মন্দাকীনি অলকা সহিত ভাগীরথী।
গুপ্তভাবে হেথায় আছেন সরস্বতী।।
পশ্চিমে যমুনাসহ আইসে ভোগবতী।
তাহাতে মানসগঙ্গা মহাবেগবতী।।
মহা মহা প্রয়াগ বলিয়া ঋষিগণে।
কোটী কোটী যজ্ঞ হেথা কৈল ব্রহ্মা সনে।।
ব্রহ্মসত্র স্থান এই মহিমা অপার।
হেথা স্নান করিলে জনম নহে আর।।
ইহার মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে।
শুষ্ক ধারাসম কোন তীর্থ হইতে নারে।।
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ত্যজিয়া জীবন।
সর্ব্বজীব পায় শ্রীগোলক-বৃন্দাবন।।
কুলিয়াপাহাড় বলি খ্যাত এই স্থান।
গঙ্গাতীরে উচ্চভূমি পর্ব্বত সমান।।
কোলদ্বীপ নাম শাস্ত্রে আছয় বর্ণন।
সত্যযুগ কথা এক শুন সর্ব্বজন।।
বাসুদেব নামে এক ব্রাহ্মণকুমার।
বরাহদেবের সেবা করে বার বার।।
শ্রীবরাহমূর্ত্তি পূজি করে উপাসনা।
সর্ব্বদা বরাহদেবে করয় প্রার্থনা।।
প্রভু মোরে কৃপা করি দেহ দরশন।
সফল হউক মোর নয়ন জীবন।।
এই বলি কাঁদে বিপ্র গড়াগড়ি যায়।
প্রভু নাহি দেখা দিলে জীবন বৃথায়।।
কতদিনে শ্রীবরাহ অনুকম্পা করি।
দেখা দিলা বাসুদেবে কোলরূপ ধরি।।
নানা রত্ন-ভূষণে ভূষিত কলেবর।
পদ-গ্রীবা-নাসা-মুখ-চক্ষু-মনোহর।।
পর্ব্বত সমান উচ্চ শরীর তাঁহার।
দেখি বিপ্র নিজে ধন্য মানে বার বার।।
ভূমে পড়ি বিপ্র প্রণমিয়া প্রভু-পায়।
কাঁদিয়া আকুল হৈল গড়াগড়ি যায়।।
বিপ্রের ভকতি দেখি বরাহ তখন।
কহিলেন বাসুদেবে মধুর বচন।।
"ওহে বাসুদেব, তুমি ভকত আমার।
বড় তুষ্ট হৈনু পূজা পাইয়া তোমার।।
এই নবদ্বীপে মোর প্রকট বিহার।
কলি আগমনে হবে শুন বাক্যসার।।
নবদ্বীপসম ধাম নাহি ত্রিভুবনে।
অতি প্রিয়ধাম মোর আছে সংগোপনে।।
ব্রহ্মাবর্ত্তসহ আছে পূণ্যতীর্থ যত।
সে-সব আছয়ে হেথা শাস্ত্রের সম্মত।।
যে স্থানে ব্রহ্মার যজ্ঞে প্রকাশ হইয়া।
নাশিলাম হিরণ্যাক্ষ দন্তে বিদারিয়া।।

সেই স্থান পূণ্যভূমি এই স্থানে রয়।
যথায় আমার এবে হইল উদয়।।
নবদ্বীপ সেবি সর্ব্বতীর্থ বিরাজয়।
নবদ্বীপবাসে সর্ব্বতীর্থ বাস হয়।।
ধন্য তুমি নবদ্বীপে সেবিলে আমায়।
শ্রীগৌরপ্রকটকালে জন্মিবে হেথায়।।
অনায়াসে দেখিবে সে মহাসঙ্কীর্ত্তন।
অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গরূপ পাবে দরশন।”
এত বলি শ্রীবরাহ হৈল অন্তর্দ্ধান।
দৈব-বাণী হৈল বিপ্রে বুঝিতে সন্ধান।।
পরম পণ্ডিত বাসুদেব মহাশয়।
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া জানিল নিশ্চয়।।
বৈবস্বত-মন্বন্তরে কলির সন্ধ্যায়।
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু-লীলা হবে নদীয়ায়।।
ঋষিগণ সেই তত্ত্ব রাখিল গোপনে।
ইঙ্গিতে কহিল সব বুঝে বিজ্ঞজনে।।
প্রকট হইলে লীলা হইবে প্রকাশ।
এবে গোপ্য এই তত্ত্ব পাইল আভাস।।
পরম আনন্দে বিপ্র করে সঙ্কীর্ত্তন।
গৌরনাম গায় মনে মনে সর্ব্বক্ষণ।।
পর্ব্বত প্রমাণ কোলদেবের শরীর।
দেখি বাসুদেব মনে বিচারিল ধীর।।
কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এই স্থান হয়।
সেই হৈতে পর্ব্বতাখ্য হৈল পরিচয়।।
ওহে জীব, নিত্যলালীময় বৃন্দাবনে।
গিরি গোবর্দ্ধন এই জানে ভক্তজনে।।
শ্রীবহুলাবন দেখ ইহার উত্তরে।
রূপের ছটায় সর্ব্বদিক্ শোভা করে।।
বৃন্দাবনে যে যে ক্রমে দ্বাদশ কানন।
সে ক্রম নাহিক হেথা বল্লভ-নন্দন।।
প্রভু ইচ্ছামতে হেথা ক্রম-বিপর্যয়।
ইহার তাৎপর্য জানে প্রভু ইচ্ছাময়।।
যেইরূপ আছে হেথা দেখ সেইরূপ।
বিপর্যয়ে প্রেমবৃদ্ধি এই অপরূপ।।
কিছুদূর গিয়া প্রভু বলেন বচন।
এই যে সমুদ্রগড়ি কর দরশন।।
সাক্ষাৎ দ্বারকাপুরী শ্রীগঙ্গাসাগর।
দুই তীর্থ আছে হেথা দেখ বিজ্ঞবর।।
শ্রীসমুদ্রসেন রাজা ছিল এই স্থানে।
বড় কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ বিনা নাহি জানে।।
যবে ভীমসেন আইল নিজ সৈন্য লয়ে।
ঘেরিল সমুদ্রগড়ি বঙ্গদিগ্বিজয়ে।।
রাজা জানে কৃষ্ণ এক পাণ্ডবের গতি।
পাণ্ডব বিপদে পৈলে আইসে যদুপতি।।
যদি আমি পারি ভীমে দেখাইতে ভয়।
ভীম-আর্ত্তনাদে হরি হবে দয়াময়।।
দয়া করি আসিবেন এ দাসের দেশে।
দেখিব সে শ্যামমূর্ত্তি চক্ষে অনায়াসে।।
এত ভাবি নিজ সৈন্য সাজাইল রায়।
গজ বাজি পদাতিক লয়ে যুদ্ধে যায়।।
শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া রাজা বাণ নিক্ষেপয়।
বাণে জর জর ভীম পাইল বড় ভয়।।
মনে মনে ডাকে কৃষ্ণ বিপদ দেখিয়া।
রক্ষা কর ভীমে নাথ শ্রীচরণ দিয়া।।
সমুদ্রসেনের সহ যুঝিতে না পারি।
ভঙ্গ দিলে বড় লজ্জা তাহা সইতে নারি।।

পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ পাই পরাজয়।
বড়ই লজ্জার কথা ওহে দয়াময়।।
ভীমের করুণ-নাদ শুনি দয়াময়।
সেই যুদ্ধস্থলে কৃষ্ণ হইল উদয়।।
না দেখে সে রূপ কেহ অপূর্ব্ব ঘটনা।
শ্রীসমুদ্রসেন মাত্র দেখে একজনা।।
নবজলধর-রূপ কৈশোর মুরতি।
গলে দোলে বনমালা মুকুতার ভাতি।।
সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার অতি সুশোভন।
পীতবস্ত্র পরিধান অপূর্ব্ব গঠন।।
সে রূপ দেখিয়া রাজা প্রেমে মূর্চ্ছা যায়।
মূর্চ্ছা সম্বরিয়া কৃষ্ণে প্রার্থনা জানায়।।
তুমি কৃষ্ণ জগন্নাথ পতিতপাবন।
পতিত দেখিয়া মোরে তব আগমন।।
তব লীলা জগজ্জন করয় কীর্ত্তন।
শুনি দেখিবার ইচ্ছা হইল তখন।।
কিন্তু মোর ব্রত ছিল ওহে দয়াময়।
এই নবদ্বীপে তব হইবে উদয়।।
হেথায় দেখিব তব রূপ মনোহর।
নবদ্বীপ ছাড়িবারে না হয় অন্তর।।
সেই ব্রত রক্ষা মোর করি দয়াময়।
নবদ্বীপে কৃষ্ণরূপে হইলে উদয়।।
তথাপি আমার ইচ্ছা অতি গূঢ়তর।
গৌরাঙ্গ হউন মোর অক্ষির গোচর।।
দেখিতে দেখিতে রাজা সম্মুখে দেখিল।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারূপ মাধুর্য্য অতুল।।
শ্রীকুমুদবনে কৃষ্ণসখীগণ সনে।
অপরাহ্নে করে লীলা গিয়া গোচারণে।।
ক্ষণেকে হইল সেই লীলা অদর্শন।
শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ হেরে ভরিয়া নয়ন।।
মহাসঙ্কীর্ত্তনবেশ সঙ্গে ভক্তগণ।
নাচিয়া নাচিয়া প্রভু করেন কীর্ত্তন।।
পুরটসুন্দরকান্তি অতি মনোহর।
নয়ন মাতায় অতি কাঁপায় অন্তর।।
সেই রূপ হেরি রাজা নিজে ধন্য মানে।
বহু স্তব করে তবে গৌরাঙ্গ-চরণে।।
কতক্ষণে সে-সকল হইল অদর্শন।
কাঁদিতে লাগিল রাজা হয়ে অন্য মন।।
ভীমসেন এই পর্ব্ব না দেখে নয়নে।
ভাবে রাজা যুদ্ধে ভীত হৈল এতক্ষণে।।
অত্যন্ত বিক্রম করে পাণ্ডুর নন্দন।
রাজা তুষ্ট হয়ে কর যাচে ততক্ষণ।।
কর পেয়ে ভীমসেন অন্য স্থানে যায়।
ভীম-দ্বিগিজয় সর্ব্ব জগতেতে গায়।।
এই সেই সমুদ্রগড়ি নবদ্বীপ-সীমা।
ব্রহ্মা নাহি জানে এই স্থানের মহিমা।।
সমুদ্র আসিয়া হেথা জাহ্নবী আশ্রয়ে।
প্রভুপদ সেবা করে ভক্তভাব লয়ে।।
জাহ্নবী বলেন, সিন্ধু, অতি অল্পদিনে।
তব তীরে প্রভু মোর রহিবে বিপিনে।।
সিন্ধু বলে, শুন দেবি, আমার বচন।
নবদ্বীপ নাহি ছাড়ে শচীর নন্দন।।
যদ্যপিও কিছুদিন রহে মম তীরে।
অপ্রত্যক্ষে রহে তবু নদীয়া ভিতরে।।
নিত্যধাম নবদ্বীপ প্রভুর হেথায়।
প্রকট ও অপ্রকট-লীলা বেদে গায়।।

হেথা তবাশ্রয়ে আমি রহিব সুন্দরী।
সেবিব শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।।
এই বলি পয়োনিধি নবদ্বীপে রয়।
গৌরাঙ্গের নিত্যলীলা সতত চিন্তয়।।
তবে নিত্যানন্দ আইলা চম্পহট্ট গ্রাম।
বাণীনাথ-গৃহে তথা করিল বিশ্রাম।।
অপরাহ্নে চম্পহট্ট করয় ভ্রমণ।
নিত্যানন্দ বলে, শুন বল্লভ-নন্দন।।
এই স্থানে ছিল পূর্ব্বে চম্পক কানন।
খদির বনের অংশ সুন্দর দর্শন।।
চম্পলতা সখী নিত্য চম্পক লইয়া।
মালা গাঁথি রাধাকৃষ্ণে সেবিতেন গিয়া।।
কলি বৃদ্ধি হইলে সেই চম্পক-কাননে।
মালিগণ ফুল লয় অতি হৃষ্ট মনে।।
হট্ট করি চম্পক-কুসুম লয়ে বসি।
বিক্রয় করয় লয় যত গ্রামবাসী।।
সেই হৈতে শ্রীচম্পকহট্ট হৈল নাম।
চাঁপাহাটি সবে বলে মনোহর ধাম।।
যে কালে লক্ষণসেন নদীয়ার রাজা।
জয়দেব নবদ্বীপে হন তাঁর প্রজা।।
বল্লালদীর্ঘিকাকূলে বাঁধিয়া কুটির।
পদ্মাসহ বৈসে তথা জয়দেব ধীর।।
দশ অবতার স্তব রচিল তথায়।
সেই স্তব লক্ষণের হস্তে কভু যায়।।
পরম আনন্দে স্তব করিল পঠন।
জিজ্ঞাসিলা রাজা, স্তব কৈল কোন্ জন।।
গোবর্দ্ধন আচার্য রাজারে তবে কয়।
মহাকবি জয়দেব রচয়িতা হয়।।
কোথা জয়দেব কবি জিজ্ঞাসে ভূপতি।
গোবর্দ্ধন বলে এই নবদ্বীপে স্থিতি।।
শুনিয়া গোপনে রাজা করিয়া সন্ধান।
রাত্রযোগে আইল তবে জয়দেব-স্থান।।
বৈষ্ণব-বেশেতে রাজা কুটীরে প্রবেশে।
জয়দেব নতি করি বৈসে একদেশে।।
জয়দেব জানিলেন ভূপতি এ জন।
বৈষ্ণব-বেশেতে আইল হয়ে অকিঞ্চন।।
অল্পক্ষণে রাজা তবে দেয় পরিচয়।
জয়দেবে যাচে যাইতে আপন আলয়।।
অত্যন্ত বিরক্ত জয়দেব মহামতি।
বিষয়ি-গৃহেতে যেতে না করে সম্মতি।।
কৃষ্ণভক্ত জয়দেব বলিল তখন।
তব দেশ ছাড়ি আমি করিব গমন।।
বিষয়ি-সংসর্গ কভু না দেয় মঙ্গল।
গঙ্গা পার হয়ে যাব যথা নীলাচল।।
রাজা বলে, শুন প্রভু, আমার বচন।
নবদ্বীপ ত্যাগ নাহি কর কদাচন।।
তব বাক্য সত্য হবে মোর ইচ্ছা রবে।
হেন কার্য্য কর দেব মোরে কৃপা যবে।।
গঙ্গাপারে চম্পহট্ট স্থান মনোহর।
সেই স্থানে থাক তুমি দু'এক বৎসর।।
মম ইচ্ছামতে আমি তথা না যাইব।
তব ইচ্ছা হলে তব চরণ হেরিব।।
রাজার বচন শুনি মহা কবিবর।
সম্মত হইয়া বলে বচন সত্বর।।
যদ্যপি বিষয়ী তুমি এ রাজ্য তোমার।
কৃষ্ণভক্ত তুমি তব নাহিক সংসার।।

পরীক্ষা করিতে আমি বিষয়ী বলিয়া।
সম্ভাষিনু তবু তুমি সহিলে শুনিয়া।।
অতএব জানিলাম তুমি কৃষ্ণভক্ত।
বিষয় লইয়া ফির হয়ে অনাসক্ত।।
চম্পকহট্টেতে আমি কিছুদিন রব।
গোপনে আসিবে তুমি ছাড়িয়া বৈভব।।
হৃষ্টচিত্ত হয়ে রাজা অমাত্য দ্বারায়।
চম্পকহট্টেতে গৃহ নির্ম্মাণ করায়।।
তথা জয়দেব কবি রহে দিন কত।
শ্রীকৃষ্ণভজন করে রাগমার্গ মত।।
পদ্মাবতী দেবী আনে চম্পকের ভার।
জয়দেব পূজে কৃষ্ণ নন্দের কুমার।।
মহাপ্রেমে জয়দেব করয় পূজন।
দেখিল শ্রীকৃষ্ণ হৈল চম্পকবরণ।।
পুরটসুন্দর কান্তি অতি মনোহর।
কোটীচন্দ্রনিন্দি মুখ পরম সুন্দর।।
চাঁচর-চিকুর শোভে গলে ফুলমালা।
দীর্ঘবাহু রূপে আলো করে পর্ণশালা।।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ-রূপ মহাকবিবর।
প্রেমে মূর্চ্ছা যায় চক্ষে অশ্রু ঝর ঝর।।
পদ্মাবতী দেবী সেই রূপ নিরখিয়া।
হইল চৈতন্যহীন ভুমেতে পড়িয়া।।
পদ্মহস্ত দিয়া প্রভু তোলে দুই জনে।
কৃপা করি বলে তবে অমিয়-বচনে।।
তুমি দোঁহে মম ভক্ত পরম উদার।
দরশন দিতে ইচ্ছা হইল আমার।।
অতি অল্প দিনে এই নদীয়া নগরে।
জনম লইব আমি শচীর উদরে।।
সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত সনে।
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে বিতরিব প্রেমধনে।।
চব্বিশ বৎসরে আমি করিয়া সন্ন্যাস।
করিব অবশ্য নীলাচলেতে নিবাস।।
তথা ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রেমাবেশে।
শ্রীগীতগোবিন্দ আস্বাদিব অবশেষে।।
তব বিরচিত গীতগোবিন্দ আমার।
অতিশয় প্রিয়বস্তু কহিলাম সার।।
এই নবদ্বীপধাম পরম চিন্ময়।
দেহান্তে আসিবে হেথা কহিনু নিশ্চয়।।
এবে তুমি দোঁহে যাও যথা নীলাচল।
জগন্নাথে সেব গিয়া পাবে প্রেমবল।।
এত বলি গৌরচন্দ্র হৈল অদর্শন।
প্রভুর বিচ্ছেদে মূর্ছা গেল দুই জন।।
মূর্ছা শেষে অনর্গল কাঁদিতে লাগিল।
কাঁদিতে কাঁদিতে সব নিবেদন কৈল।।
হায় কিবা রূপ মোরা দেখিনু নয়নে।
কেমনে বাঁচিব এবে তাঁর অদর্শনে।।
নদীয়া ছড়িতে প্রভু কেন আজ্ঞা কৈল।
বুঝি এই ধামে কিছু অপরাধ হৈল।।
এই নবদ্বীপ-ধাম পরম চিন্ময়।
ছাড়িতে মানস এবে বিকলিত হয়।।
ভাল হৈত নবদ্বীপে পশুপক্ষী হয়ে।
থাকিতাম চিরদিন ধামচিন্তা লয়ে।।
পরাণ ছাড়িতে পারি তবু এই ধাম।
ছাড়িতে না পারি এই গূঢ় মনস্কাম।
ওহে প্রভু, শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা বিতরিয়া।
রাখ আমা দোঁহে হেথা শ্রীচরণ দিয়া।।

বলিতে বলিতে দোহে কাঁদে উচ্চরায়।
দৈববাণী সেইক্ষণে শুনিবারে পায়।।
দুঃখ নাহি কর দোহে যাও নীলাচল।
দুই কথা হবে চিত্ত না কর চঞ্চল।।
কিছুদিন পূর্ব্বে দোঁহে করিলে মানস।
নীলাচলে বাস করি কতক দিবস।।
সেই বাঞ্ছা জগবন্ধু পূরাইল তব।
জগন্নাথ চাহে তব দর্শন সম্ভব।।
জগন্নাথে তুষি পুনঃ ছাড়িয়া শরীর।
নবদ্বীপে দুইজনে নিত্য হবে স্থির।।
দৈববাণী শুনি দোঁহে চলে ততক্ষণ।
পাছে ফিরি নবদ্বীপ করেন দর্শন।।
ছল ছল করে নেত্র জলধারা বহে।
নবদ্বীপবাসিগণে দৈন্যবাক্য কহে।।
তোমার করিয়া কৃপা এই দুই জনে।
অপরাধ করিয়াছি করহ মার্জ্জনে।।
অষ্টদল পদ্মসহ নবদ্বীপ ভায়।
দেখিতে দেখিতে দোঁহে কতদূরে যায়।।
দূরে গিয়া নবদ্বীপ নাহি দেখে আর।
কাঁদিতে কাঁদিতে গৌড়ভূমি হয় পার।।
কতদিনে নীলাচলে পোঁছিয়া দু'জনে।
জগন্নাথ দরশন কৈল হৃষ্ট মনে।।
ওহে জীব, এই জয়দেব-স্থান হয়।
উচ্চভূমি মাত্র আছে বৃদ্ধলোকে কয়।।
জয়দেব স্থান দেখি শ্রীজীব তখন।
প্রেমে গড়াগড়ি যায় করয়ে রোদন।।
ধন্য জয়দেব কবি ধন্য পদ্মাবতী।
শ্রীগীতগোবিন্দ ধন্য, ধন্য কৃষ্ণরতি।।
জয়দেব ভোগ কৈল যেই প্রেমসিন্ধু।
কৃপা করি দেহ মোরে তার একবিন্দু।
এই কথা বলি জীব ধরণী লোটায়।
নিত্যানন্দ-শ্রীচরণে গড়াগড়ি যায়।।
সেই রাত্র সবে রয় বাণীনাথ-ঘরে।
বংশ-সহ বাণী নিত্যানন্দ-সেবা করে।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া আশ যার।
নদীয়া-মাহত্ম্য গায় অকিঞ্চন ছার।।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীশ্রীঋতুদ্বীপ, শ্রীরাধাকুণ্ড বর্ণন

জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, জয় প্রভু নিত্যানন্দ, জয়াদ্বৈত জয় গদাধর।
শ্রীবাসাদি ভক্ত জয়, জয় জগন্নাথালয়, জয় নবদ্বীপ ধামবর।।
প্রভাত হইল রাত্র, ভক্তগণ তুলে গাত্র, শ্রীগৌর-নিতাইচাঁদে ডাকে।
ভক্তসহ নিত্যানন্দ, চলে ভজি পরানন্দ, চম্পহট্ট পশ্চাতেতে রাখে।।
তথা হৈতে বাণীনাথ, চলে নিত্যানন্দ সাথ, বলে হেন দিন কবে পাব।।
নিতাই চাঁদের সঙ্গে, পরিক্রমা করি রঙ্গে, মায়াপুরে প্রভু-গৃহে যাব।।

দেখিতে দেখিতে তবে, রাতপুর চলে সবে, দেখি সেই নগরের শোভা।।
প্রভু নিত্যানন্দ বলে, ঋতুদ্বীপে আইলে চলে, এই স্থান অতি মনোলোভা।।
বৃক্ষ সব নতশির, পবন বহয়ে ধীর, কুসুম ফুটেছে চারিভিত।
ভৃঙ্গের ঝঙ্কার রব, কুসুমের গন্ধাসব, মাতায় পথিকগণচিত।।
বলিতে বলিতে রায়, হৈল পাগলের প্রায়, বলে শিঙ্গা আন শীঘ্রগতি।
বৎসগণ যায় দূরে, কানাই নিদ্রিতপুরে, এখন না আইসে শিশুমতি।।
কোথায় সুবল দাম, আমি একা বলরাম, গোচারণে যাইতে না পারি।
কানাই কানাই বলি, ডাক ছাড়ে মহাবলী, লাফ মারে হাত দুই চারি।।
সে ভাব দর্শন করি, ভক্তগণ ত্বরা করি, নিবেদয় নিতাইয়ের পায়।
ওহে প্রভু নিত্যানন্দ, ভাই তব গৌরচন্দ্র, নাহি এবে আছেন হেথায়।।
সন্ন্যাস করিয়া হরি, গেল নীলাচলোপরি, আমাদের কাঙ্গাল করিয়া।
তাহা শুনি নিত্যানন্দ, হইলেন নিরানন্দ, কাঁদি লোটে ভূমেতে পড়িয়া।।
কি দুঃখে কানাই ভাই, আমা সবে ছাড়ি যাই, সন্ন্যাসী হইল নীলাচলে।
এ জীবন না রাখিব, যমুনায় ঝাঁপ দিব, বলি অচেতন সেই স্থলে।।
নিত্যানন্দে মহাভাব, করি সবে অনুভব, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে।
চারিদণ্ড দিন হৈল, নিত্যানন্দ না উঠিল, ভক্ত সবে গৌর-গীত ধরে।।
গৌরাঙ্গের নাম শুনি, নিতাই উঠে অমনি, বলে এই রাধাকুণ্ড স্থান।
হেথা ভক্ত সঙ্গে করি, অপরাহ্নে গৌরহরি, করিতেন কীর্ত্তন বিধান।।
দেখ শ্যামকুণ্ডশোভা, জগজ্জন-মনোলোভা, সখীগণ-কুঞ্জ নানা স্থানে।
হেথা অপরাহ্নে গোরা, সঙ্কীর্ত্তনে হয়ে ভোরা, তুষিলেন সবে প্রেমদানে।।
এ স্থান সমান ভাই, ত্রিজগতে নাহি পাই, ভক্তের ভজন-স্থান জান।
হেথায় বসতি যাঁর, প্রেমধন লাভ তাঁর, সুশীতল হয় তাঁর প্রাণ।
সেদিন সে স্থানে থাকি, শ্রীগৌরাঙ্গ নাম ডাকি, প্রেমে মগ্ন সর্ব্ব ভক্তগণ।
ঋতুদ্বীপে সবে বসি, ভজে শ্রীচৈতন্য-শশী, রাত্রিদিন করিল যাপন।।
নাচিতে নাচিতে তবে, নিত্যানন্দ চলে যবে, শ্রীবিদ্যানগরে উপনীত।
বিদ্যানগরের শোভা, মুনিজন-মনোলোভা, ভক্তগণ দেখি প্রফুল্লিত।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদ, যে জনার সুসম্পদ, সে ভক্তিবিনোদ অকিঞ্চন।
নদীয়া-মাহাত্ম্য গায়, ধরি ভক্তজন পায়, যাচে মাত্র কৃষ্ণভক্তিধন।।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীবিদ্যানগর ও শ্রীশ্রীজহ্নুদ্বীপ বর্ণন

জয় গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর।
শ্রীবাস শ্রীনবদ্বীপ কীর্ত্তনসাগর।।
শ্রীবিদ্যানগরে আসি নিত্যানন্দরায়।
বিদ্যানগরের তত্ত্ব শ্রীজীবে শিখায়।।
নিত্যধাম নবদ্বীপ প্রলয় সময়ে
অষ্টদল পদ্মরূপে থাকে শুদ্ধ হয়ে।।
সর্ব্ব অবতারে আর ধন্যজীব যত।
কমলের একদেশে থাকে কত শত।।
ঋতুদ্বীপ অন্তর্গত এ বিদ্যানগরে।
মৎসরূপী ভগবান্ সর্ব্ববেদ ধরে।।
সর্ব্ববিদ্যা থাকে বেদ আশ্রয় করিয়া।
শ্রীবিদ্যানগর নাম এই স্থানে দিয়া।।
পুনঃ যবে সৃষ্টি-মুখে ব্রহ্মা মহাশয়।
অতি ভীত হন দেখি সকল প্রলয়।।
সেই কালে প্রভু-কৃপা হয় তাঁর প্রতি।
এই স্থান পেয়ে ভগবানে করে স্তুতি।।
মুখ খুলিবার কালে দেবী সরস্বতী।
ব্রহ্মজিহ্বা হৈতে জন্মে অতি রূপবতী।।
সরস্বতী শক্তি পেয়ে দেব-চতুর্ম্মুখ।
শ্রীকৃষ্ণে করেন স্তব পেয়ে বড় সুখ।।
সৃষ্টি যবে হয় মায়া সর্ব্বদিক্ ঘেরি।
বিরজার পারে থাকে গুণত্রয় ধরি।।
মায়া প্রকাশিত বিশ্বে বিদ্যার প্রকাশ।
করে ঋষিগণ তবে করিয়া প্রয়াস।।
এই ত' সারদা-পীঠ করিয়া আশ্রয়।
ঋষিগণ করে অবিদ্যার পরাজয়।।
চৌষট্টি বিদ্যার পাঠ লয়ে ঋষিগণ।
ধরাতলে স্থানে স্থানে করে বিজ্ঞাপন।।
যে যে ঋষি যে যে বিদ্যা করে অধ্যয়ন।
এই পীঠে সে সবার স্থান অনুক্ষণ।।
শ্রীবাল্মিকী কাব্যরস এই স্থানে পায়।
নারদ-কৃপায় তেঁহ আইল হেথায়।।
ধন্বন্তরী আসি হেথা আয়ুর্ব্বেদ পায়।
বিশ্বামিত্র আদি ধনুর্ব্বিদ্যা শিখি যায়।।
শৌনকাদি ঋষিগণ পড়ে বেদমন্ত্র।
দেব দেব মহাদেব আলোচয় তন্ত্র।।
ব্রহ্মা চারিমুখ হৈতে বেদ-চতুষ্টয়।
ঋষিগণ প্রার্থনায় করিল উদয়।।
কপিল রচিল সাঙ্খ্য এই স্থানে বসি।
ন্যায় তর্ক প্রকাশিল শ্রীগৌতম ঋষি।।
বৈশেষিক প্রকাশিল কণভুক্‌মুনি।
পতঞ্জলি যোগশাস্ত্র প্রকাশে আপনি।।
জৈমিনী মীমাংসা-শাস্ত্র করিল প্রকাশ।
পুরাণাদি প্রকাশিল ঋষি বেদব্যাস।।
পঞ্চরাত্র নারদাদি ঋষি পঞ্চজন।
প্রকাশিয়া জীবগণে শিখায় সাধন।।
এই উপবনে সর্ব্ব উপনিষদ্‌গণ।
বহুকাল শ্রীগৌরাঙ্গ করে আরাধন।।

অলক্ষ্যে শ্রীগৌরহরি সে-সবে কহিল।
নিরাকার বুদ্ধি তব হৃদয় দুষিল।।
তুমি সবে শ্রুতিরূপে মোরে না পাইবে।
আমার পার্ষদরূপে যবে জন্ম লবে।।
প্রকট-লীলায় তবে দেখিবে আমায়।
মম গুণ কীর্ত্তন করিবে উভরায়।।
তাহা শুনি শ্রুতিগণ নিস্তব্ধ হইয়া।
গোপনে আছিল হেথা কাল অপেক্ষিয়া।।
এই ধন্য কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার।
যাহাতে হইল শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার।।
বিদ্যালীলা করিবেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
গণসহ বৃহস্পতি জন্মে অতঃপর।।
বাসুদেব সার্ব্বভৌম সেই বৃহস্পতি।
গৌরাঙ্গে তুষিতে যত্ন করিলেন অতি।।
প্রভু মোর নবদ্বীপে শ্রীবিদ্যা-বিলাস।
করিবেন জানি মনে হইয়া উদাস।।
ইন্দ্রসভা পরিহরি নিজ-গণ লয়ে।
জন্মিলেন স্থানে স্থানে আনন্দিত হয়ে।।
এই বিদ্যানগরীতে করি বিদ্যালয়।
বিদ্যা প্রচারিল সার্ব্বভৌম মহাশয়।।
পাছে বিদ্যাজালে ডুবে হারাই গৌরাঙ্গ।
এই মনে করি এক করিলেন রঙ্গ।।
নিজ-শিষ্যগণে রাখি নদীয়া নগরে।
গৌর-জন্ম পূর্ব্বে তেঁহ গেলা দেশান্তরে।।
মনে ভাবে যদি আমি হই গৌরদাস।
কৃপা করি মোরে প্রভু লইবেন পাশ।।
এই বলি সার্ব্বভৌম যায় নীলাচল।
মায়াবাদ-শাস্ত্র তথা করিল প্রবল।।
হেথা প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীবিদ্যা-বিলাসে।
সার্ব্বভৌম-শিষ্যগণে জিনে পরিহাসে।।
ন্যায় ফাঁকি করি প্রভু সকলে হারায়।
কভু বিন্যানগরেতে আইসে গৌররায়।।
অধ্যাপকগণ আর পড়ুয়ার গণ।
পরাজিত হয়ে সবে করে পলায়ন।।
গৌরাঙ্গের বিদ্যা-লীলা অপূর্ব্ব কথন।
অবিদ্যা ছাড়ায়ে তার যে করে শ্রবণ।।
শুনি জীব প্রেমানন্দে সে বেদনগরে।
ব্যাসপীঠে গড়াগড়ি যায় প্রেমভরে।।
নিত্যানন্দ-শ্রীচরণে করে নিবেদন।
আমার সংশয় ছেদ করহ এখন।।
সাঙ্খ্যবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, অমঙ্গলময়।
কেমনে এ নিত্যধামে সে-সকল রয়।।
শুনি প্রভু নিত্যানন্দ জীবে দেয় কোল।
আদর করিয়া বলে হরি হরি বোল।।
প্রভুর পবিত্র ধামে নাহি অমঙ্গল।
তর্ক সাঙ্খ্য স্বতঃ নহে হেথায় প্রবল।।
ভক্তির অধীন সব ভক্তিদাস্য করে।
কর্ম্মদোষে দুষ্ট জনে বিপর্য্যয় ধরে।।
ভক্তি মহাদেবী হেথা আর সব দাস।
সকলে করয় ভক্তিদেবীর প্রকাশ।।
নবদ্বীপে নববিধ ভক্তি অধিষ্ঠান।
ভক্তিরে সেবয় সদা কর্ম্ম আর জ্ঞান।।
বহির্ম্মুখ জনে শাস্ত্র দেয় দুষ্টমতি।
শিষ্টজনে সেই শাস্ত্র দেয় কৃষ্ণরতি।।
প্রৌঢ়ামায়া, গৌরদাসী অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
সর্ব্বযুগে এই স্থানে থাকে গৌরসেবী।।
অতি কর্ম্মদোষ যার বৈষ্ণবেতে দ্বেষ।
তারে মায়া অন্ধ করি দেয় নানা ক্লেশ।।

সর্ব্বপাপ সর্ব্বকর্ম্ম হেথা হয় ক্ষয়।
প্রৌঢ়ামায়া বিদ্যারূপে করে কর্ম্ম লয়।।
কিন্তু যদি শ্রীবৈষ্ণবে অপরাধ থাকে।
তবে দূর করে তারে কর্ম্মের বিপাকে।।
বিদ্যা পড়ি নদীয়ায় সে-সব দুর্জ্জন।
কভু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।।
বিদ্যার অবিদ্যা লাভ করে সেই সব।
নাহি দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়া-বৈভব।।
অতএব বিদ্যা নহে অমঙ্গলময়।
বিদ্যার অবিদ্যা ছায়া অমঙ্গল হয়।।
এ সব স্ফুরিবে জীব গৌরাঙ্গ-কৃপায়।
লিখিবে আপন শাস্ত্র প্রভুর ইচ্ছায়।।
তোমার দ্বারা করিবেন শাস্ত্র পরকাশ।
এবে চল যাই মোরা জহ্নুর আবাস।।
বলিতে বলিতে সবে জান্নগর যায়।
জহ্নু তপোবন শোভা দেখিবারে পায়।।
নিত্যানন্দ বলে এই জহ্নুদ্বীপ নাম।
ভদ্রবন-নামে খ্যাত মনোহর ধাম।।
এই স্থানে জহ্নুমুনি তপ আচরিল।
সুবর্ণ প্রতিমা গৌর দর্শন করিল।।
হেথা জহ্নুমুনি বৈসে সন্ধ্যা করিবারে।
ভাগীরথী বেগে কোশাকুশী পড়ে ধারে।
ধারে পড়ি কোশাকুশী ভাসিয়া চলিল।
গণ্ডুষে গঙ্গার জল সব পান কৈল।।
ভগীরথ মনে ভাবে কোথা গঙ্গা গেল।
বিহ্বল হইয়া তবে ভাবিতে লাগিল।।
জহ্নুমুনি পান কৈল সব গঙ্গাজল।
জানি ভগীরথ মনে হইল বিকল।।
কতদিন মুনিরে পূজিল মহাধীর।
অঙ্গ বিদারিয়া গঙ্গা করিল বাহির।।
সেই হৈতে জাহ্নবী হইল নাম তাঁর।
জাহ্নবী বলিয়া ডাকে সকল সংসার।।
কতদিন পরে হেথা গঙ্গার নন্দন।
ভীষ্মদেব কৈল মাতামহ দরশন।।
ভীষ্মেরে আদর করে জহ্নু মহাশয়।
বহুদিন রাখে তারে আপন আলয়।।
জহ্নু স্থানে ভীষ্ম ধর্ম্ম শিখিল অপার।
যুধিষ্ঠিরে শিক্ষা দিল সেই ধর্ম্মসার।।
নবদ্বীপ থাকি ভীষ্ম পাইল ভক্তিধন।
বৈষ্ণব-মধ্যেতে ভীষ্ম হইল গণন।।
অতএব জহ্নুদ্বীপ পরম পাবন।
হেথা বাস করে সদা ভাগ্যবান্ জন।।
সেই দিন জহ্নুদ্বীপে নিত্যানন্দ রায়।
ভক্তগণসহ রহে ভক্তের আলয়।।
পরদিন প্রাতে প্রভু লয়ে ভক্তগণ।
মোদদ্রুম-দ্বীপে তবে করিল গমন।।
জাহ্নবা-নিতাই-পদ যাহার গরিমা।
এ ভক্তিবিনোদ গায় নদীয়া-মহিমা।।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীশ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীরামলীলা-বর্ণন

জয় জয় পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরহরি।
জয় জয় নবদ্বীপ-ধাম সর্ব্বোপরি।।
মামগাছি গ্রামে গিয়া নিত্যানন্দরায়।
বলে এই মোদদ্রুম অযোধ্যা হেথায়।।
পূর্ব্বকল্পে যবে রাম হৈল বনবাসী।
লক্ষ্মণ জানকী লয়ে এই স্থানে আসি।।
মহাবট বৃক্ষতলে কুটীর বাঁধিয়া।
কতদিন বাস কৈল আনন্দিত হৈয়া।।
নবদ্বীপ-প্রভা রাম করি দরশন।
অল্প অল্প হাস্য করে শ্রীরঘুনন্দন।।
কিবা দুর্ব্বাদলশ্যামরূপ মনোহর।
রাজীবলোচন হস্তে ধনুক সুন্দর।।
ব্রহ্মাচারিবেশ শিরে জটা শোভা করে।
দর্শনে সকল প্রাণিগণ মনোহরে।।
হাসি হাসি মুখ দেখি জানকী তখন।
জিজ্ঞাসে শ্রীরামে দেবী হাস্যের কারণ।।
রাম বলে, শুন সীতা জনক-নন্দিনী।
অতি গোপনীয় এক আছে ত' কাহিনী।।
ধন্য কলি যবে হয় এই নদীয়ায়।
পীতবর্ণ রূপ মোর দেখিবারে পায়।।
জগন্নাথ মিশ্র-গৃহে শ্রীশচী-উদরে।
গৌরাঙ্গ-রূপেতে জন্ম লভিব সত্বরে।।
বাল্যলীলা দেখিবে যে-সব ভাগ্যবান্।
করিব সে-সবে আমি পর-প্রেম দান।।
করিব সে-কালে প্রিয়ে বিদ্যার বিলাস।
শ্রীনাম-মাহাত্ম্য আমি করিব প্রকাশ।।
সন্ন্যাস করিয়া আমি যাব নীলাচলে।
কাঁদিবে জননী স্বীয় বধূ লয়ে কোলে।।
এই কথা শুনি সীতা বলেন বচন।
জননী কাঁদাবে কেন রাজীবলোচন।।
সন্ন্যাস করিবে কেন ছাড়িয়া গৃহিনী।
পত্নী দুঃখ দিয়া সুখ কিবা নাহি জানি।।
শ্রীরাম বলেন, প্রিয়ে, তুমি সব জান।
জীবেরে শিখাতে এবে হইল অজ্ঞান।।
আমাতে যে প্রেমভক্তি তার আস্বাদন।
দুই মতে হয় সীতা শুনহ বচন।।
আমার সংযোগে সুখ সম্ভোগ বোলয়।
আমার বিয়োগে সুখ বিপ্রলম্ভ হয়।।
ভক্ত মোর নিত্যসঙ্গী সম্ভোগ বাঞ্ছায়।
মম কৃপাবশে তার বিপ্রলম্ভ হয়।।
বিপ্রলম্ভে দুঃখ যেই আমার কারণ।
পরম আনন্দ তাহা জানে ভক্তজন।।
বিপ্রলম্ভ-শেষ যবে সম্ভোগ উদয়।
পূর্ব্বাপেক্ষা কোটিগুণ সুখ তাহে হয়।
সেই ত' সুখের হেতু আমার বিচ্ছেদ।
স্বীকার করহ তুমি বলে চারি বেদ।।
শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারে কৌশল্যা-জননী।
শচীদেবী অদিতি বেদেতে যার ধ্বনি।।

তুমি বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে সেবিবে আমারে।
বিচ্ছেদে শ্রীগৌরমূর্ত্তি করিবে প্রচারে।।
তোমার বিচ্ছেদে কভু স্বর্ণসীতা করি।
ভজিব তোমারে আমি অযোধ্যা-নগরী।।
তার বিনিময়ে তুমি নদীয়া-নগরে।
গৌরাঙ্গ-প্রতিমা করি পূজিব আমারে।।
এই গূঢ় কথা সীতা গোপনীয় অতি।
লোকেতে প্রকাশ নাহি হইবে সম্প্রতি।।
এই নবদ্বীপ মোর বড় প্রিয় স্থান।
অযোধ্যাদি নাহি হয় ইহার সমান।।
এই রামবট-বৃক্ষ কলি আগমনে।
অদর্শন হয়ে সীতা রবে সঙ্গোপনে।।
এইরূপে রাম-সীতা লক্ষ্মণ সহিত।
এইস্থানে কতদিন হয়ে অবস্থিত।
দণ্ডক অরণ্য গেলা কার্য্য সাধিবারে।
রামের কুটীর-স্থান পাও দেখিবারে।।
রামমিত্র গুহক প্রভুর ইচ্ছা-বশে।
এই স্থানে জন্মিলেন ব্রিপ্রের ঔরসে।।
সদানন্দ বিপ্র ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর।
রাম বিনা ত্রিজগতে নাহি জানে আর।।
যেইদিন প্রভু মোর জন্মে মায়াপুরে।
সেইদিন সদানন্দ ছিল মিশ্র-ঘরে।।
প্রভুর জন্মকালে যত দেবগণ।
মিশ্রের ভবনে শিশু করে দরশন।।
পরম সাধক বিপ্র চিনে দেবগণে।
জানিল আমার প্রভু জন্মিল এখানে।।
পরম কৌতুকে বিপ্র আইল নিজ ঘরে।
ইষ্টধ্যানে দেখে বিপ্র গৌরাঙ্গসুন্দরে।।
সিংহাসনে বসিয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ চামর ঢুলায়।।
পুনঃ দেখে রামচন্দ্র দুর্ব্বাদলশ্যাম।
নিকটে লক্ষ্মণবীর শ্রীঅনন্তধাম।।
বামে সীতা সম্মুখে ভকত হনুমান।
দেখিয়া বিপ্রের হৈল প্রভুতত্ত্বজ্ঞান।।
পরম আনন্দে বিপ্র মায়াপুরে গিয়া।
অলক্ষ্যে গৌরাঙ্গ দেখে নয়ন ভরিয়া।।
ধন্য আমি ধন্য আমি বলে বারবার।
গৌররূপে রামচন্দ্র সম্মুখে আমার।।
কতদিনে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।
সদানন্দ গৌর বলি তাহাতে নাচিল।।
ওহে জীব, এই স্থানে শ্রীভাণ্ডির বন।
নির্ম্মল ভকতগণ করে দরশন।।
সেই সব কথা শুনি নিত্যধামে হেরি।
নাচেন ভকতগণ নিত্যানন্দে ঘেরি।।
শ্রীজীবের অঙ্গে হয় সাত্ত্বিক বিকার।
হা গৌরাঙ্গ বলি জীব করেন চিৎকার।।
সেই গ্রামে সেই দিন নারায়ণীঘরে।
রহিলেন নিত্যানন্দ প্রফুল্ল অন্তরে।।
পরম পবিত্র সতী ব্যাসের জননী।
শ্রীবৈষ্ণবগণে সেবা করিল আপনি।।
পরদিন প্রাতে সবে চলি কত দূর।
প্রবেশিল অনায়াসে শ্রীবৈকুণ্ঠপুর।।
নিতাই-জাহ্নবা-আজ্ঞা করিতে পালন।
নদীয়া-মাহাত্ম্য গায় দীন অকিঞ্চন।।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীবৈকুণ্ঠপুর, শ্রীরুদ্রপুর ও পুলিন-বর্ণন

পঞ্চতত্ত্ব সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় ।
জয় জয় নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ-আলয় ।।
শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে আসি প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীজীবে কহেন তবে হাসি মন্দ-মন্দ ।।
নবদ্বীপ অষ্টদল এক পার্শ্বে হয়।
এই ত' বৈকুণ্ঠরপুরী শুনহ নিশ্চয় ।।
পরব্যোম শ্রীবৈকুণ্ঠ নারায়ণ-স্থান।
বিরজার পারে স্থিতি এই ত সন্ধান ।।
মায়ার নাহিক তথা গতি কদাচন।
শ্রী-ভূ-নীলা-শক্তি সেব্য তথা নারায়ণ ।।
চিন্ময় ভূমির ব্রহ্ম হয় ত' কিরণ।
চর্ম্মচক্ষে জড়দৃষ্টি করে সর্ব্বজন ।।
এই নারায়ণ-ধামে নিত্য নিরঞ্জনে।
নারদ দেখিল কভু চিন্ময় লোচনে ।।
নারায়ণে দেখে পুনঃ গৌরাঙ্গসুন্দর।
দেখি হেথা কতদিনে রহে মুনিবর ।।
আর এক কথা গূঢ় আছে পুরাতন।
জগন্নাথ-ক্ষেত্রে আইল আচার্য লক্ষ্মণ ।।
বহু স্তবে তুষ্ট কৈল দেব জগন্নাথে।
কৃপা করি জগন্নাথ আইল সাক্ষাতে ।।
সাক্ষাতে আসিয়া প্রভু বলিল বচন।
নবদ্বীপধাম তুমি করহ দর্শন ।।
অতি অল্পদিনে আমি নদীয়া-নগরে।
প্রকট হইব জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ।।
নবদ্বীপ হয় মোর অতি প্রিয়স্থান।
পরব্যোম তার একদেশে অধিষ্ঠান ।।
তুমি মোর নিত্যদাস ভকত-প্রধান।
অবশ্য দেখিবে তুমি নবদ্বীপ-স্থান ।।
তব শিষ্যগণ দাস্য রসেতে মগন।
হেথায় থাকুক তুমি করহ গমন ।।
নবদ্বীপ না দেখে যে পাইয়া শরীর।
মিথ্যা তার জন্ম ওহে রামানুজ ধীর ।।
রঙ্গস্থান শ্রীবেঙ্কট যাদব অচল।
নবদ্বীপ কলামাত্র হয় সে-সকল ।।
অতএব নবদ্বীপ করিয়া গমন।
দেখ গৌরাঙ্গের রূপ কেশবনন্দন ।।
ভক্তি প্রচারিতে তুমি আইলে ধরাতলে।
সার্থক হউক জন্ম গৌর-কৃপাবলে ।।
নবদ্বীপ দেখি তুমি যাও কুর্ম্মস্থান।
শিষ্যগণ সনে তথা হইবে মিলন ।।
এত শুনি লক্ষ্মণাচার্য্য যুড়ি দুই কর।
জগন্নাথে নিবেদন করে অতঃপর ।।
তোমার কৃপায় প্রভু গৌর-কথা শুনি।
কোন তত্ত্ব গৌরচন্দ্র তাহা নাহি জানি ।।
রামানুজে কৃপা করি জগবন্ধু বলে।
গোলকের নাথ কৃষ্ণ জানেন সকলে ।।

যাঁহার বিলাসমূর্ত্তি প্রভু নারায়ণ।
সেইকৃষ্ণ পরতত্ত্ব ধাম বৃন্দাবন।।
সেই কৃষ্ণ পূর্ণরূপে নিত্য গৌরহরি।
সেই বৃন্দাবনধাম নবদ্বীপ-পুরী।।
নবদ্বীপে আমি নিত্য গৌরাঙ্গসুন্দর।
নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠধাম জগত ভিতর।।
আমার কৃপায় ধাম আছে ভূমণ্ডলে।
মায়াগন্ধ নাহি তথা সর্ব্বশাস্ত্র বলে।।
ভূমণ্ডলে আছে বলি যদি ভাব হীন।
তবে তব ভক্তিক্ষয় হবে দিন দিন।।
আমার অচিন্ত্যশক্তি সে চিন্ময়ধামে।
আমার ইচ্ছায় রাখিয়াছে মায়াশ্রমে।।
যুক্তির অতীত তত্ত্ব শাস্ত্র নাহি পায়।
কেবল জানেন ভক্ত আমার কৃপায়।।
জগন্নাথ-বাক্য শুনি রামানুজ ধীর।
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমে তবে হইল অস্থির।।
বলে প্রভু বড়ই আশ্চর্য লীলা তব।
বেদশাস্ত্র নাহি জানে তোমার বৈভব।।
শাস্ত্রেতে বিশেষরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা।
কেন প্রভু জগন্নাথ ব্যক্ত না করিলা।।
গাঢ় রূপে শ্রুতি-পুরাণদি দেখি যবে।
কভু গৌরতত্ত্ব স্ফূর্তি চিত্তে পাই তবে।।
তব আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে ছাড়িল সংশয়।
গৌর-লীলা-রস হৃদে হইল উদয়।।
আজ্ঞা হয় নবদ্বীপ করিয়া গমন।
প্রচারিব গৌরলীলা এ তিন ভুবন।।
গূঢ়শাস্ত্র ব্যক্ত করি জানাব সবারে।
গৌরভক্ত করি বল এ তিন সংসারে।।
রামানুজ আগ্রহ দেখিয়া জগন্নাথ।
বলে রামানুজ নাহি বল ঐছে বাত।।
গৌরলীলা অতি গূঢ় রাখিবে গোপনে।
সে লীলার অপ্রকটে পাবে সর্ব্বজনে।।
তুমি দাস্য-রস মোর করহ প্রচার।
নিজে নিজে চিত্তে গৌর ভজ অনিবার।।
সঙ্কেত পাইয়া রামানুজ মহাশয়।
গোপনে শ্রীনবদ্বীপে হইল উদয়।।
পাছে ব্যক্ত হয় গৌরলীলা অসময়ে।
সে-কারণ রামানুজে বিশ্বক্সেন লয়ে।।
পরব্যোম শ্রীবৈকুণ্ঠপুরেতে রাখয়।
এই স্থান দেখি রামানুজ মুগ্ধ হয়।।
শ্রী-ভূ-নীলা-নিষেবিত পরব্যোমপতি।
দেখা দিল রামানুজে কৃপা করি অতি।।
রামানুজ নিজ ইষ্টদেবের দর্শনে।
আপনারে ধন্য মানি গণে মনে মনে।।
ক্ষণেকে লক্ষ্মণ দেখে পুরট-সুন্দর।
জগন্নাথমিশ্রসুত রূপ মনোহর।।
রূপের ছটায় রামানুজ মূর্চ্ছা যায়।
শ্রীগৌর ধরিল পদ তাঁহার মাথায়।।
দিব্যজ্ঞানে রামানুজ করিল স্তবন।
নদীয়া প্রকট-লীলা পাব দরশন।।
এই বলি প্রেমে কাঁদে রামানুজস্বামী।
বলে নবদ্বীপ ছাড়ি নাহি যাব আমি।।
কৃপা করি গৌরহরি বলিল বচন।
পূর্ণ হবে ইচ্ছা তব কেশব নন্দন।।
যে-কালে নদীয়া লীলা প্রকট হইবে।
তখন দ্বিতীয় জন্ম নবদ্বীপে পাবে।।
এই বলি গৌরহরি হৈল অন্তর্দ্ধান।
স্বস্থ হয়ে রামানুজ করিল প্রয়াণ।।

কতদিনে কুর্ম্মস্থানে হৈল উপস্থিত।
তথা দেখা হৈল শিষ্যগণের সহিত।।
দাক্ষিণাত্যে গিয়া দাস্যরস ব্যক্ত করে।
নবদ্বীপ শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবিয়া অন্তরে।।
গৌরাঙ্গের কৃপাবশে এই নিত্যধামে।
জনমিল রামানুজ শ্রীঅনন্ত-নামে।।
বল্লভ আচার্য্যগৃহে করিয়া গমন।
লক্ষ্মী-গৌরাঙ্গের বিভা করে দরশন।।
অনন্তের গৃহ-স্থান দেখ ভক্তগণ।
হেথা নারায়ণ-ভক্ত ছিল বহুজন।।
তাৎকালিক রাজগণ এই পীঠস্থানে।
নারায়ণ-সেবা প্রকাশিল সবে জানে।।
নিঃশ্রেয়স বন এই বিরজার পার।
ভক্তগণ দেখি পায় আনন্দ অপার।।
এইরূপ পূর্ব্বকথা বলিতে বলিতে।
সবে উপনীত মহৎপুর সন্নিহিতে।।
প্রভু বলে, এই স্থানে আছে কাম্যবন।।
পরম ভকতিসহ কর দরশন।।
পঞ্চবট এই স্থানে ছিল পূর্ব্বকালে।
প্রভুর ইচ্ছায় এবে গেল অন্তরালে।।
এবে এই স্থান মাতাপুর নামে কয়।
পূর্ব্ব-নাম শাস্ত্রসিদ্ধ মহৎপুর হয়।।
দ্রৌপদীর সহ পাণ্ডুপুত্র পঞ্চজন।
অজ্ঞাতবাসেতে গৌড়ে কৈল আগমন।।
একচক্রা-গ্রামে স্বপ্নে রাজা যুধিষ্ঠির।
নদীয়া-মাহাত্ম্য জানি হইল অস্থির।।
পরদিন নবদ্বীপ-দর্শনের আশে।
এই স্থানে আইল সবে পরম উল্লাসে।।
নবদ্বীপ-শোভা হেরি পাণ্ডুপুত্রগণ।
গৌরবাসিগণ-ভাগ্য করে প্রশংসন।।
কতদিন করিলেন এই স্থানে বাস।
অসুর রাক্ষসগণে করিল বিনাশ।।
যুধিষ্ঠির -টিলা এই দেখ সর্ব্বজন।
দ্রৌপদীর কুণ্ড হেথা কর দরশন।।
স্থানের মাহাত্ম্য জানি রাজা যুধিষ্ঠির।
এই স্থানে কত দিন হইলেন স্থির।।
একদিন স্বপ্নে দেখে গৌরাঙ্গের রূপ।
সর্ব্বদিক আলো করে অতি অপরূপ।।
হাসিতে হাসিতে গৌর বলিল বচন।
অতি গোপ্যরূপ এই কর দরশন।।
আমি কৃষ্ণ নন্দসূত তোমার আলয়ে।
মিত্রভাবে থাকি সদা নিজ জন হয়ে।।
এই নবদ্বীপ ধাম সর্ব্বধাম সার।
কলিতে প্রকট হয়ে নাশে অন্ধকার।।
তুমি সবে আছ চিরকালের দাস মম।
আমার প্রকটকালে পাইবে জনম।।
উৎকলদেশেতে সিন্ধুতীরে তোমা সহ।
একত্রে পুরুষোত্তমে রবে অহরহ।।
এই স্থান হৈতে এবে যাহ ওড্র দেশ।
সে দেশ পবিত্র করি নাশ জীব ক্লেশ।।
স্বপ্ন দেখি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে বলে।
যুক্তি করি ছয়জনে ওড্র দেশে চলে।।
নবদ্বীপ ছাড়িতে হইল বড় ক্লেশ।
তথাপি পালন করে প্রভুর আদেশ।।
এই স্থানে মধ্বমুনি শিষ্যগণ লয়ে।;
রহিলেন কতদিন ধামবাসী হয়ে।।
মধ্বেরে করিয়া কৃপা গৌরাঙ্গসুন্দর।
স্বপ্নে দেখাইল রূপ অতি মনোহর।।

হাসি হাসি গৌরচন্দ্র মধ্বাচার্য্যে বলে।
তুমি নিত্যদাস মম জানে ত' সকলে।।
নবদ্বীপে যবে আমি প্রকট হইব।
তব সম্প্রদায় আমি স্বীকার করিব।।
এবে সর্ব্বদেশে তুমি করিয়া যতন।
মায়াবাদ অসচ্ছাস্ত্র কর উৎপাটন।।
শ্রীমূর্ত্তি-মাহাত্ম্য তুমি কর পরকাশ।
তব শুদ্ধ মত আমি করিব বিকাশ।।
এত বলি গৌরচন্দ্র হৈল অন্তর্দ্ধান।
নিদ্রা ভাঙ্গি মধ্বমুনি হইল অজ্ঞান।।
আর কি দেখিব রূপ পুরটসুন্দর।
বলিয়া ক্রন্দন করে মধ্ব অতঃপর।।
দৈববাণী হৈল তবে নির্ম্মল আকাশে।
আমারে গোপনে ভজি আইস মম পাশে।।
সুস্থির হইয়া মধ্বাচার্য মহাশয়।
মায়াবাদী দ্বিগ্বিজয়ে করিল বিজয়।।
এই সব পূর্ব্বকথা বলিতে বলিতে।
রুদ্রদ্বীপে উপনীত দেখিতে দেখিতে।।
প্রভু নিত্যানন্দ বলে এই রূদ্রখণ্ড।
ভাগীরথী প্রভাবে হইল দুই খণ্ড।।
লোকবাস নাহি হেথা প্রভুর ইচ্ছায়।
পশ্চিমের দ্বীপ দেখ পূর্ব্বপারে যায়।।
হেথা হৈতে দেখ ঐ শ্রীশঙ্করপুর।
শোভা পায় গঙ্গাতীরে দেখ কতদূর।।
শঙ্কর আচার্য্য যবে করে দিগ্বিজয়।
নবদ্বীপ জয়ে তথা উপস্থিত হয়।।
মনেতে বৈষ্ণবরাজ আচার্য্য শঙ্কর।
বাহিরে অদ্বৈতবাদী মায়ার কিঙ্কর।।
নিজে রুদ্র-অংশ সদা প্রতাপে প্রচুর।
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের মত প্রচারেতে শূর।।
প্রভুর আজ্ঞায় রুদ্র এই কার্য্য করে।
আইলেন যবে তেঁহ নদীয়া নগরে।।
স্বপ্নে প্রভু গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
কৃপা করি বলে তারে মধুর বচন।।
তুমি ত' আমার দাস মম আজ্ঞা ধরি।
প্রচারিছ মায়াবাদ বহু যত্ন করি।।
এই নবদ্বীপধাম মম প্রিয় অতি।
হেথা মায়াবাদ কভু না পাইবে গতি।।
বৃদ্ধশিব হেথা পৌঢ়ামায়ারে লইয়া।
কল্পিত আগমগনে দেন প্রচারিয়া।।
মম ভক্তগণে দ্বেষ করে যেই জন।
তাহারে কেবল তেঁহ করেন বঞ্চন।।
এইস্থানে সাধারণে মম ভক্ত হয়।
দুষ্টমত প্রচারের স্থান ইহা নয়।
অতএব তুমি কর অন্যত্র গমন।
নবদ্বীপবাসিগণে না কর পীড়ন।।
স্বপ্নে নবদ্বীপ-তত্ত্ব জানিয়া তখন।
ভক্ত্যাবেশে অন্য দেশে করিল গমন।।
এই রুদ্রদ্বীপ হয় রুদ্রগণস্থান।
হেথা রুদ্রগণ গৌর-গুণ করে গান।।
শ্রীনীল লোহিত-রুদ্রগণ অধিপতি।
মহানন্দে নৃত্য হেথা করে নিতি নিতি।।
রুদ্রনৃত্য দেখি আকাশেতে দেবগণ।
আনন্দেতে করে সবে পুষ্পবরিষণ।।
কদাচিৎ বিষ্ণুস্বামী আসি দিগ্বিজয়ে।
রুদ্রদ্বীপে রহে রাত্রে শিষ্যগণ লয়ে।।
হরি হরি বলি নৃত্য করে শিষ্যগণ।
বিষ্ণুস্বামী শ্রুতি-স্তুতি করেন পঠন।।
ভক্তি আলোচনা দেখি হয়ে হরষিত।
কৃপা করি দেখা দিল শ্রীনীল-লোহিত।।

বৈষ্ণব-সভায় রুদ্র হৈল উপনীত।
দেখি বিষ্ণুস্বামী অতি হৈল চমকিত।।
কর-যুড়ি স্তব করে বিষ্ণু ততক্ষণ।
দয়ার্দ্র হইয়া রুদ্র বলেন বচন।।
তোমার বৈষ্ণব-জন মম প্রিয় অতি।
ভক্তি আলোচনা দেখি তুষ্ট মম মতি।।
বর মাগ দিব আমি হইয়া সদয়।
বৈষ্ণবে অদেয় মোর কিছু নাহি হয়।।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া বিষ্ণু মহাশয়।
করযুড়ি বর মাগে প্রেমানন্দময়।।
এই বর দেহ প্রভু আমা সবাকারে।
ভক্তি-সম্প্রদায় সিদ্ধি লভি অতঃপরে।।
পরম আনন্দে রুদ্র বর করি দান।
নিজ সম্প্রদায় বলি করিল আখ্যান।।
সেই হৈতে বিষ্ণুস্বামী স্বীয় সম্প্রদায়।
শ্রীরুদ্র নামেতে খ্যাতি দিয়া নাচে গায়।।
রুদ্রকৃপাবলে বিষ্ণু এ স্থানে রহিয়া।
ভজিল শ্রীগৌরচন্দ্র প্রেমের লাগিয়া।।
স্বপ্নে আসি শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুরে বলিল।
মম ভক্ত রুদ্র কৃপা তোমারে হইল।।
ধন্য তুমি নবদ্বীপে পাইলে ভক্তিধন।
শুদ্ধাদ্বৈত-মত প্রচারহ এইক্ষণ।।
কতদিনে হবে মোর প্রকট সময়।
শ্রীবল্লভভট্ট রূপে হইবে উদয়।।
শ্রীক্ষেত্রে আমারে তুমি করি দরশনে।
সম্প্রদায়ে সিদ্ধি পাবে গিয়া মহাবনে।।
ওহে জীব, শ্রীবল্লভ গোকুলে এখন।
তুমি তথা গেলে পাবে তার দরশনে।।
এত বলি নিত্যানন্দ দক্ষিণাভিমুখে।
পারডাঙ্গা শ্রীপুলিনে চলিলেন সুখে।।
পুলিনে যাইয়া প্রভু নিত্যানন্দরায়।
শ্রীরাসমণ্ডল ধীরসমীর দেখায়।।
বলে জীব এই দেখ নিত্য-বৃন্দাবন।
বৃন্দাবন লীলা হেথা পায় দরশন।।
বৃন্দাবন শুনি জীব প্রেমেতে বিহ্বল।
নয়নেতে বহে দরদর প্রেমজল।।
প্রভু বলে শ্রীগৌরাঙ্গ লয়ে ভক্তজন।
এই স্থানে রাস-পদ্য করিল কীর্ত্তন।।
মহারাস-লীলাস্থান যথা বৃন্দাবনে।
তথা এই স্থান জীব জাহ্নবী-পুলিনে।।
নিত্যরাস হয় হেথা গোপীগণ সনে।
দরশন করে প্রভু ভাগ্যবান্ জনে।।
ইহার পশ্চিমে দেখ শ্রীধীরসমীর।
ভজনের স্থান এই শুন ওহে ধীর।।
ব্রজে ধীরসমীর যে যমুনার তীরে।
সেই স্থান হেথা গঙ্গাপুলিন ভিতরে।।
দেখিতে গঙ্গার তীর বস্তুতঃ তা নয়।
গঙ্গার পশ্চিমধারে শ্রীযমুনা বয়।।
যমুনার তীরে এই পুলিন সুন্দর।
অতএব বৃন্দাবন বলে বিশ্বম্ভর।।
বৃন্দাবনে যত স্থান লীলার আছয়।
সে-সব জানহ জীব এই স্থানে হয়।।
বৃন্দাবনে - নবদ্বীপে কিছু নাহি ভেদ।
গৌর-কৃষ্ণে কভু নাহি করিবে প্রভেদ।।
মহাভাবে গরগর নিত্যানন্দরায়।
বৃন্দাবন দেখাইয়া জীবে লয়ে যায়।।
কতদূরে উত্তরেতে করিয়া গমন।
রুদ্রদ্বীপে সেই রাত্রি করিল যাপন।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদ যাহার সম্পদ।
নদীয়া-মাহাত্ম্য গায় সে ভক্তিবিনোদ।।

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীশ্রীবিল্বপক্ষ ও শ্রীভরদ্বাজটিলা-বর্ণন

জয় জয় নদীয়াবিহারী গৌরচন্দ্র।
জয় একচক্রাপতি প্রভু-নিত্যানন্দ।।
জয় শান্তিপুরনাথ অদ্বৈত ঈশ্বর।
রামচন্দ্রপুরবাসী জয় গদাধর।।
জয় জয় গৌড়ভূমি চিন্তামণিসার।
কলিযুগে কৃষ্ণ যথা করিলা বিহার।
শ্রীজাহ্নবী পার হয়ে পদ্মার নন্দন।
কিছু দূরে গিয়া বলে, দেখ ভক্তগণ।।
বিল্বপক্ষ-নাম এই স্থান মনোহর।
বেলপুখুরিয়া বলি বলে সর্ব্ব নর।।
ব্রজধামে যারে শাস্ত্রে বলে বিল্ববন।
নবদ্বীপে সেইস্থান কর দরশন।।
পঞ্চবক্তা বিল্বকেশ আছিল হেথায়।
একপক্ষ বিল্বদলে আরাধিয়া তায়।।
ব্রাহ্মণ সজ্জনগণে তুষিল তাঁহারে।
কৃষ্ণভক্তি বর দিল তাহা সবাকারে।।
সেই বিপ্রগণ-মধ্যে নিম্বাদিত্য ছিল।
বিশেষ করিয়া পঞ্চবক্তে আরাধিল।।
কৃপা করি পঞ্চবক্তে কহিল তখন।
এই গ্রামপ্রান্তে আছে দিব্য বিল্ববন।।
সেই বন-মধ্যে চতুঃসন আছে ধ্যানে।
তাঁদের কৃপায় তব হবে দিব্যজ্ঞানে।।
চতুঃসন গুরু তব, তাঁদের সেবায়।
সর্ব্ব অর্থ লাভ তব হইবে হেথায়।।
এত বলি মহেশ্বর হৈল অন্তর্দ্ধান।
নিম্বাদিত্য অন্বেষণ করি পায় স্থান।।
বিল্ববন-মধ্যে দেখে বেদী মনোহর।
চতুঃসন বসিয়াছে তাহার উপর।।
সনক, সনন্দ আর ঋষি সনাতন।
শ্রীসনৎকুমার—এই ঋষি চারিজন।।
বৃদ্ধকেশ-সন্নিধানে অন্য অলক্ষিত।
বস্ত্রহীন সুকুমার উদার চরিত।।
দেখি নিম্বাদিত্যাচার্য্য পরম কৌতুকে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ডাকি বলে সুখে।।
হরিনাম শুনি কানে ধ্যান ভঙ্গ হৈল।
সম্মুখে বৈষ্ণবমূর্ত্তি দেখিতে পাইল।।
বৈষ্ণব দেখিয়া সবে হয়ে হৃষ্টমন।
নিম্বাদিত্যে ক্রমে ক্রমে দেয় আলিঙ্গন।।
কে তুমি কেন বা হেথা, বল পরিচয়।
তোমার প্রার্থনা মোরা পূরাব নিশ্চয়।
শুনি নিম্বাদিত্য দণ্ডবৎ প্রণমিয়া।
নিজ পরিচয় দেয় বিনীত হইয়া।।
নিম্বার্কের পরিচয় করিয়া শ্রবণ।
শ্রীসনৎকুমার কয় সহাস্য বদন।।
কলি ঘোর হইবে জানিয়া কৃপাময়।
ভক্তি প্রচারিতে চিত্তে করিল নিশ্চয়।।
চারিজন ভক্তে শক্তি করিয়া অর্পণ।
ভক্তি প্রচারিতে বিশ্বে করিল প্রেরণ।।

রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণু—এই তিন জন।
তুমি ত' চতুর্থ হও ভক্ত মহাজন।।
শ্রীদেবী করিল রামানুজে অঙ্গীকার।
ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যে, রুদ্র বিষ্ণুকে স্বীকার।।
আমরা তোমাকে আজ জানিনু আপন।
শিষ্য করি ধন্য হই, এই প্রয়োজন।।
পূর্ব্বে মোরা অভেদ-চিন্তায় ছিনু রত।
কৃপাযোগে সেই পাপ হৈল দূরগত।।
এবে শুদ্ধাভক্তি অতি উপাদেয় জানি।
সংহিতা রচনা করিয়াছি একখানি।।
সনৎকুমার-সংহিতা ইহার নাম হয়।
এই মতে দীক্ষা তব হইবে নিশ্চয়।।
গুরু-অনুগ্রহ দেখি নিম্বার্ক ধীমান্।
অবিলম্বে আইলা করি ভাগীরথী স্নান।।
সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া বলে সদৈন্য বচন।
এ অধমে তার নাথ পতিতপাবন।।
চতুঃসন কৈল শ্রীযুগল-মন্ত্র দান।
ভাবমার্গে উপাসনা করিল বিধান।।
মন্ত্র লভি নিম্বাদিত্য সিদ্ধপীঠস্থানে।
উপাসনা করিলেন সংহিতা বিধানে।।
কৃপা করি রাধাকৃষ্ণ তারে দেখা দিল।
রূপের ছটায় চতুর্দ্দিকে আলো হৈল।।
মৃদু মৃদু হাসিমুখে বলেন বচন।
ধন্য তুমি নিম্বাদিত্য করিলে সাধন।।
অতিপ্রিয় নবদ্বীপ আমা দোঁহাকার।
হেথা দোঁহে একরূপ শচীর কুমার।।
বলিতে বলিতে গৌর-রূপ প্রকাশিল।
রূপ দেখি নিম্বাদিত্য বিহ্বল হইল।।
বলে কভু নাহি দেখি নাহি শুনি কানে।
এ হেন অপূর্ব্ব রূপ আছে কোন্খানে।।
কৃপা করি মহাপ্রভু বলিল তখন।
এরূপ গোপন এবে কর মহাজন।।
প্রচারহ কৃষ্ণভক্তি যুগল বিলাস।
যুগল-বিলাসে মোর অত্যন্ত উল্লাস।।
যে সময়ে গৌর-রূপ প্রকট হইবে।
শ্রীবিদ্যাবিলাসে তবে বড় রঙ্গ হবে।।
সে সময়ে কাশ্মীর-প্রদেশে জন্ম লয়ে।
ভ্রমিবে ভারতবর্ষ দিগ্বিজয়ী হয়ে।।
কেশব কাশ্মীরী নামে সকলে তোমায়।
মহাবিদ্যাবান্ বলি সর্ব্বত্রেতে গায়।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এই নবদ্বীপধামে।
আসিয়া থাকিবে তুমি মায়াপুর গ্রামে।।
নবদ্বীপে বড় বড় অধ্যাপকগণ।
তব নাম শুনি করিবেক পলায়ন।।
আমি ত'তখন বিদ্যাবিলাসে মাতিব।
পরাজিয়া তোমা সবে আনন্দ লভিব।।
সরস্বতী-কৃপাবলে জানি মম তত্ত্ব।
আশ্রয় করিবে মোরে ছাড়িয়া মহত্ত্ব।।
ভক্তি দান করি আমি তোমারে তখন।
ভক্তি প্রচারিতে পুনঃ করিব প্রেরণ।।
অতএব দ্বৈতাদ্বৈত-মত প্রচারিয়া।
তুষ্ট কর এবে মোরে গোপন করিয়া।।
যবে আমি সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিব।
তোমাদের মত-সার নিজে প্রচারিব।।
মধ্ব হইতে সারদ্বয় করিব গ্রহণ।
এক হয় কেবল-অদ্বৈত নিরসন।।
কৃষ্ণমূর্ত্তি নিত্য জানি তাঁহার সেবন।
সেই ত' দ্বিতীয় সার জান মহাজন।।

রামানুজ হৈতে আমি লই দুই সার।
অনন্য ভকতি ভক্তজন সেবা আর।।
বিষ্ণু হৈতে দুই সার করিব স্বীকার।
তদীয় সর্ব্বস্ব ভাব রাগমার্গ আর।।
তোমা হৈতে লব আমি দুই মহাসার।
একান্ত রাধিকাশ্রয়, গোপীভাব আর।।
এত বলি গৌরচন্দ্র হৈল অদর্শন।
প্রেমে নিম্বাদিত্য কত করিল রোদন।।
গুরুপাদপদ্ম নমি চলে দেশান্তর।
কৃষ্ণভক্তি প্রচারিতে হইয়া তৎপর।।
দূর হৈতে রামতীর্থ জীবেরে দেখায়।
কোলাসুরে হলধর বধিল যথায়।।
করিলেন গঙ্গা স্নান ল'য়ে যদুগণ।
রুক্মপুর বলি' নাম প্রকাশ এখন।।
নবদ্বীপ পরিক্রমা ঐ একশেষ।
কার্ত্তিক মাসেতে তথা মাহাত্ম্য বিশেষ।।
বিল্বপক্ষ ছাড়ি প্রভু ল'য়ে ভক্তগণ।
ভরদ্বাজটিলা গ্রামে করে আরোহণ।।
নিত্যানন্দ বলে এই স্থানে মুনিবর।
আইলেন দেখি তীর্থ শ্রীগঙ্গাসাগর।।
হেথা শ্রীগৌর চন্দ্র করি আরাধন।
রহিলেন কতদিন মুনি মহাজন।।
তাঁর আরাধনে তুষ্ট হয়ে বিশ্বম্ভর।
নিজ-রূপে দেখা দিলা সদয় অন্তর।।
মুনিরে বলিল তব ইষ্ট সিদ্ধ হবে।
আমার প্রকটকালে আমারে দেখিবে।।
এই কথা বলি প্রভু হৈল অন্তর্দ্ধান।
ভরদ্বাজ মহাপ্রেমে ইহল অজ্ঞান।।
কতদিন থাকি এই টিলার উপর।
অন্যতীর্থ দরশনে গেলা মুনিবর।।
লোকেতে ভারুইডাঙ্গা বলে এই স্থানে।
মহাতীর্থ হয় এই শাস্ত্রের বিধানে।।
বলিতে বলিতে সবে যায় মায়াপুর।
আগুবাড়ি লয় সবে ঈশানঠাকুর।।
মহাপ্রেমে নিত্যানন্দ করেন নর্তন।
সকল বৈষ্ণব মেলি করেন কীর্তন।।
জগন্নাথ-মিশ্রালয় সর্ব পীঠসার।
নাম-সহ যথা শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার।।
সেই দিন প্রভু গৃহে প্রভুর জননী।
বৈষ্ণবগণেরে অন্ন খাওয়ান আপনি।।
কি আনন্দ হৈল তথা না হয় বর্ণন।
মহাসমারোহে হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া যার আশ।
এ ভক্তিবিনোদ গায় নদীয়া-বিলাস।।

সপ্তদশ অধ্যায়
শ্রীজীব গোস্বামীর প্রশ্নোত্তর

জয় জয় গৌরাচাঁদ জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত গদাধর প্রেম-রসানন্দ।।
জয় শ্রীবাসাদি ভক্ত নবদ্বীপ জয়।
জয় নামসঙ্কীর্ত্তন প্রেমের নিলয়।।
বসিয়াছে নিত্যানন্দ শ্রীবাস-অঙ্গনে।
গৌরপ্রেমে বারিধারা বহে দু নয়নে।
চারিদিকে বৈষ্ণব-সজ্জন অগণন।
গৌরপ্রেম-পারাবারে মগ্ন সর্ব্বজন।।
কতক্ষণে শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়।
শ্রীযুগল-প্রেমে মত্ত, হইল উদয়।।

দণ্ডবৎ প্রণমিয়া নিত্যানন্দ পায়।
শ্রীবাস-অঙ্গনে তবে গড়াগড়ি যায়।।
যতনে শ্রীনিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে বচন।
কতদিন পরে যাবে তুমি বৃন্দাবন।।
জীব বলে, প্রভু-আজ্ঞা সর্ব্বোপরি হয়।
আজ্ঞা পাইলে করি আমি বৃন্দাবনাশ্রয়।।
দুই এক কথা মোর আছে জিজ্ঞাসিতে।
উত্তর দাও হে প্রভু, এ দাসের হিতে।।
এই নবদ্বীপধাম হয় বৃন্দাবন।
তবে কেন বৃন্দাবন গমনে যতন।।
জীব প্রশ্ন শুনি প্রভু করেন উত্তর।
বড় গুহ্যকথা এই শুন অতঃপর।।
প্রভুর প্রকট-লীলা যতদিন রয়।
দেখ যেন বহির্ম্মুখ জনে না জানয়।।
নবদ্বীপ-বৃন্দাবন হয় এক তত্ত্ব।
পরস্পর কিছু নাহি হীনত্ব-মহত্ব।।
সেই বৃন্দাবনধাম রসের আধার।
সে রস না পায় যার নাহি অধিকার।।
কৃপা করি সেই ধাম নবদ্বীপ হয়।
হেথা রস অধিকার জীবে উপজয়।।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা হয় সর্ব্বরসসার।
সহসা তাহাতে নাহি হয় অধিকার।।
কত জন্ম তপস্যা করিয়া হয় জ্ঞান।
জ্ঞান পরিপক্কে পায় রসের সন্ধান।।
তাহাতে ব্যাঘাত বহু আছে সর্ব্বক্ষণ।
অতএব সুদুর্ল্লভ রস মহাধন।।
যেই সেই ব্রজে গিয়া নাহি পায় রস।
অপরাধ-বশে রস হয় ত' বিরস।।
ঘোর কলিকালে অপরাধ সর্ব্বকাল।
জীবের জীবন স্বল্প বড়ই জঞ্জাল।।
ইচ্ছা করিলেও ব্রজরস লভ্য নয়।
অতএব কৃষ্ণ-কৃপা রস হেতু হয়।।
রাধাকৃষ্ণ কৃপা করি জীবের উপর।
বৃন্দাবন-সহ সমুদিত অতঃপর।।
এক মূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ প্রভু গৌরহরি।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে এবে অবতরি।।
রস অধিকার জীবে করেন প্রদান।
অপরাধ বাধা কভু নাহি পায় স্থান।।
হেথা বাস করি নাম করিলে আশ্রয়।
রসে অধিকার জন্মে, অপরাধ ক্ষয়।।
স্বল্পদিনে কৃষ্ণপ্রেম হয় ত' উজ্জ্বল।
যুগল-রসের বার্তা হয় ত প্রবল।।
তবে জীব গৌরকৃপা করিয়া অর্জন।
যুগল-রসের পীঠ পায় বৃন্দাবন।।
গূঢ়তত্ত্ব, এই নাহি কহ যারে তারে।
নবদ্বীপ-বৃন্দাবনে ভেদ হৈতে নারে।।
তোমার আশ্রয় এবে রসপীঠ হয়।
অতএব বৃন্দাবন করহ আশ্রয়।।
এই ধামে বৃন্দাবন হয় ত' উদয়।
তবু ব্রজধাম তব হউক আশ্রয়।।
ব্রজরস অধিকারে নবদ্বীপাশ্রয়।
জীবের কর্ত্তব্য সদা বল্লভ-তনয়।।
ব্রজরস প্রাপ্তিস্থলে বৃন্দাবন বাস।
জীবের যথায় হয় রসের উল্লাস।।
নবদ্বীপ-কৃপা যবে লভে সাধুজন।
তবে অনায়াসে লভে ধাম বৃন্দাবন।।
প্রভুর সিদ্ধান্ত শুনি জীব মহাশয়।
পরম আনন্দে প্রভুর চরণ ধরয়।।

চরণ ধরিয়া বলে কথা এক আর।
আছে মোর শুন প্রভু সর্ব্বসারাৎসার।।
এই নবদ্বীপে বাস করে বহুজন।
সবে কেন কৃষ্ণভক্তি না করে অর্জ্জন।।
ধামে বৈসে তবু কেন অপরাধ রয়।
আমার হইল এবে বিষম সংশয়।।
কিসে তবে নিশ্চিন্ত হইবে বিষ্ণুজন।
বল প্রভু বিশ্বধাম নিত্য নিরঞ্জন।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া আশ যার।
সে ভক্তিবিনোদ কহে অকিঞ্চন ছার।।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীজীব গোস্বামীর সংশয়-ছেদ ও তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ শচীর নন্দন।
জয় পদ্মাবতীসুত জাহ্নবা-জীবন।।
জয় সীতাপতি জয় জয় গদাধর।
জয় শ্রীবাসাদি যত গৌর-পরিকর।।
শুনিয়া জীবের প্রশ্ন নিত্যানন্দ রায়।
বলেন নিগূঢ় তত্ত্ব বৈষ্ণব-সভায়।।
শুন জীব, বৃন্দাবন নবদ্বীপধাম।
অজস্র আনন্দময় জীবের বিশ্রাম।।
শুদ্ধ জীবগণ জড়া প্রকৃতির পার।
সদা বাস করে হেথা কৃষ্ণ-পরিবার।।
এই ধাম নিত্যধাম বিশুদ্ধ চিন্ময়।
জড় দেশকাল হেথা পায় পরাজয়।।
এ ধামের দেশ কাল চিদানন্দময়।
জড়ধর্ম্ম বিপর্য্যয় সদা লক্ষ্য হয়।।
গৃহদ্বার নদ-নদী কানন চত্বর।
চিন্ময় সকল জান অতি মনোহর।।
সেই ত' আনন্দধাম প্রকৃতির পার।
অচিন্ত্য কৃষ্ণের শক্তি পরম উদার।।
সেই শক্তিক্রমে ধাম হেথা অবতার।
জীবের নিস্তার জন্য কৃষ্ণ-ইচ্ছাসার।।
ধাম মধ্যে কভু নহে জড় অবস্থিতি।
জড়বদ্ধ জীব নাহি পায় হেতা গতি।।
ধামের উপরে জড়মায়া পাতি জাল।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যার নাহিক সম্বন্ধ।
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ।।
মনে ভাবে আমি আছি নবদ্বীপপুরে।
প্রৌঢ়ামায়া মুগ্ধ করি রাখে তারে দূরে।।
যদি কোন ভাগ্যোদয়ে সাধু-সঙ্গ পায়।
তবে কৃষ্ণচৈতন্য-সম্বন্ধ আসে তায়।।
সম্বন্ধ নিগূঢ় তত্ত্ব বল্লভ-নন্দন।
সহজে না বুঝে বদ্ধজীব সেই ধন।।
মুখে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু মোর।
হৃদয় সম্বন্ধহীন সদা মায়াভোর।।
সেইসব লোকে বৈসে মায়াজালোপরি।
কভু শুদ্ধভক্তি নাহি পায় হরি হরি।।
ধর্ম্মধ্বজী সুকপটী সদা দৈন্যহীন।
দম্ভগুণে আপনাকে ভাবে সমীচীন।।
সেই দম্ভ ছাড়ে সাধু-চরণ-প্রসাদে।
তৃণ হৈতে আপনাকে দীন করি সাধে।।

বৃক্ষাপেক্ষা হয় তার সহিষ্ণুতা-গুণ।
অমানী আপনি অন্যে সম্মানে নিপুণ।।
এই চারি গুণে গুণী কৃষ্ণগুণ-গায়।
চৈতন্য-সম্বন্ধ তার বসেন হিয়ায়।।
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ শান্ত দাস্য সখ্য আর।
বাৎসল্য মধুর ইতি পঞ্চ-পরকার।
শান্ত দাস্য ভাবে করি গৌরাঙ্গ-ভজন।
লভে বাৎসল্যাদি রস কৃষ্ণে সাধুজন।।
যার যেই সম্বন্ধ জনিত সিদ্ধ-ভাব।
তাহার ভজনে সেই ভাবের প্রভাব।।
গৌর-কৃষ্ণে ভেদ যার সেই জীব ছার।
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধকভু না হয় তাহার।।
সাধুসঙ্গে দৈন্য আদি গুণ যার হয়।
সেই জীব দাস্যরসে গৌরাঙ্গ ভজয়।।
দাস্যরস পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গ-ভজনে।
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বলে সাধু জনে।।
মধুর প্রেমেতে যার হয় অধিকার।
রাধাকৃষ্ণ-রূপে গৌর-ভজন তাহার।।
রাধাকৃষ্ণ ঐক্য মোর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
যুগল বিলাস ঐক্যে স্বতঃ নাহি ভায়।।
দাস্য পরিপক্কে যবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুর রস উঠে মূর্ত্তিমান হয়ে।।
সে সময়ে ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণ-রূপ হয়ে ব্রজে অবতরি।।
নিত্যলীলারসে সেই ভক্তকে ডুবায়।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা ব্রজধাম পায়।।
নবদ্বীপে ব্রজে যেই নিগূঢ় সম্বন্ধ।
এক হয়ে দুই হয় নাহি দেখে অন্ধ।।
সেই ত' সম্বন্ধ গৌরে কৃষ্ণে জান সার।
মধুর-রসেতে গৌর যুগল আকার।।
এইসব তত্ত্ব তোরে রূপ-সনাতন।
জানাইবে অল্পদিনে বল্লভ নন্দন।।
তোরে বৃন্দাবনে প্রভু দিল অধিকার।
বিলম্ব না কর জীব ব্রজে যেতে আর।।
এত বলি প্রভু তার মস্তকে চরণ।
অর্পণ করিয়া শক্তি করে সঞ্চারণ।।
মহাপ্রেমে শ্রীজীব গোস্বামী কতক্ষণ।
নিত্যানন্দ-পদতলে রহে অচেতন।।
শ্রীবাস-অঙ্গনে জীব গড়াগড়ি যায়।
সাত্ত্বিক বিকার সব দেহে শোভা পায়।।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে দুর্ভাগ্য আমার।
না দেখিনু এ নয়নে নদীয়া-বিহার।।
জীব নিস্তারিতে লীলা কৈল গৌররায়।
সে লীলা না দেখি মোর দিন বৃথা যায়।।
শ্রীজীব যাইবে ব্রজে করিয়া শ্রবণ।
শ্রীবাস-অঙ্গনে আইল যত সাধুজন।।
বৃদ্ধ-সব শ্রীজীবে করেন আশীর্ব্বাদ।
কনিষ্ঠ বৈষ্ণব মাগে শ্রীজীব-প্রসাদ।।
করযুড়ি বলে জীব সকল বৈষ্ণবে।
মম অপরাধ কিছুমাত্র নাহি লবে।।
তোমারা চৈতন্যদাস জগতের গুরু।
এ ক্ষুদ্র জীবেরে দয়া কর কল্পতরু।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে মোর থাক্ রতি-মতি।
নিত্যানন্দ প্রভু হ'ক্ জন্মে জন্মে গতি।।
নাহি বুঝি বাল্যকালে ছাড়িলাম ঘর।
তুমি সব জীবনের বন্ধু অতঃপর।।
বৈষ্ণবানুকম্পা বিনা কৃষ্ণ নাহি পাই।
বৈষ্ণব-চরণধূলি দেহ সবে ভাই।।

এত বলি সকলে করিয়া স্তুতি-নতি।
নিত্যানন্দ প্রভুর লইয়া অনুমতি।।
জগন্নাথগৃহে গিয়া শচীর চরণে।
ব্রজে যাইতে আজ্ঞা লয় বিকলিত মনে।।
শ্রীচরণরেণু দিয়া শচীদেবী তায়।
আশীর্ব্বাদ করি জীবে করিল বিদায়।।
কাঁদিতে কাঁদিতে জীব ভাগীরথী পার।
হা গৌরাঙ্গ বলি যায় আজ্ঞা জানি সার।।
কতক্ষণ চলি চলি নবদ্বীপ-সীমা।
পার হয়ে যায় জীব অনন্ত মহিমা।।
নবদ্বীপধাম ছাড়ি শ্রীজীব তখন।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি চলে যথা বৃন্দাবন।।
ব্রজধাম শ্রীযমুনা রূপ-সনাতন।
জাগিতে লাগিল হৃদে জীবের তখন।।
পথিমধ্যে রাত্রে স্বপ্ন দেখে গৌররায়।
জীবেরে বলেন তুমি যাও মথুরায়।।
অতি প্রিয় তুমি আর রূপ-সনাতন।
একত্রে করহ ভক্তিশাস্ত্র প্রকটন।।
আমার যুগল সেবা তোমার জীবন।
শ্রীব্রজবিলাস সদা করহ দর্শন।।
স্বপ্ন দেখি জীবের আনন্দ হৈল অতি।
ব্রজধাম-প্রতি ধায় সুসত্বর গতি।।
ব্রজে গিয়া শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়।
যে যে কার্য্য সাধিল তা বর্ণন না হয়।।
ভাগ্যবান্ জন পরে করিবে বর্ণন।
শুনিবে আনন্দচিত্তে যত সাধুজন।।
ছারবুদ্ধ এ ভক্তিবিনোদ অভাজন।
শ্রীধাম-ভ্রমণবার্ত্তা করিল বর্ণন।।
বৈষ্ণবচরণে মোর এই সে প্রার্থনা।
শ্রীগৌর-সম্বন্ধ মোর হউক যোজনা।।
শ্রীগৌর-সম্বন্ধ সহ নবদ্বীপ বাস।
হউক্ অচিরে মোর এই অভিলাষ।।
বিষয়গর্ত্তের কীট অতি দুরাচার।
ভক্তিহীন কামরত ক্রোধে মত্ত আর।।
এ হেন দুর্জন আমি মায়ার কিঙ্কর।
শ্রীগৌর-সম্বন্ধ কিসে পাই অতঃপর।।
নবদ্বীপ ধাম মোরে অনুগ্রহ করি।
উদিত হউন হৃদে তবে আমি তরি।।
প্রৌঢ়ামায়া কুলদেবী কৃপা অকপট।
ভরসা তরিতে মাত্র অবিদ্যা-সঙ্কট।।
বৃদ্ধশিব ক্ষেত্রপাল হউন সদয়।
চিদ্ধাম আমার চক্ষে হউন উদয়।।
নবদ্বীপবাসী যত গৌরভক্তগণ।
এ পামর শিরে সবে দাও শ্রীচরণ।।
এই ত' প্রার্থনা মোর শুন সর্ব্বজন।
অচিরাতে যেন পাই চৈতন্য-চরণ।।
নিত্যানন্দ-শ্রীজাহ্নবা-আদেশ পাইয়া।
বর্ণিলাম নবদ্বীপ অতি দীন হৈয়া।।
নবদ্বীপ গৌর-নিত্যানন্দ নামময়।
এই গ্রন্থ বিরচিত হইল নিশ্চয়।।
অতএব এই গ্রন্থ পরম পাবন।
রচনা-দোষেতে দোষী নহে কদাচন।।
এই গ্রন্থ পাঠ করি গৌরভক্তজন।
পরিক্রমা-ফল সদা করুন অর্জ্জন।।
পরিক্রমাকালে গ্রন্থ কৈলে আলোচনা।
শতগুণ ফল হয় শাস্ত্রের বচন।।
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া আশ যার।
নদীয়া-মাহাত্ম্য গায় দীনহীন-ছার।।

শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্যে'র পরিক্রমাখণ্ড সমাপ্ত